ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে মুসলিম দেশগুলোর প্রতি আহ্বান এরদোগানের

সারে-জমিন

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে রাস্তা অবরোধ

রূপসী বাংলা

নেতাজির ভারত ও কোন্ বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে বাঙালি

সম্পাদকীয়

অনাথ ও দরিদ্রের প্রতি কোমলতা

দাওয়াত

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
২৩ জানুয়ারি, ২০২৫
৮ মাঘ ১৪৩১
২১ রজব ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

শেয়ার না পেলে আর লগ্নি নয়, শ্রাচী গ্রুপ জানাল মহামেডানকে

খেলতে খেলতে

Vol.: 20 ■ Issue: 23 ■ Daily APONZONE ■ 23 January 2025 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 10 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

R.H. ACADEMY

স্বপ্ন সফলের সঠিক ঠিকানা

Estd: 2016

২০২৫-২৬ বর্ষে ছাত্রদের ভর্তি চলছে

ADMISSION OPEN FOR CLASS XI

Coaching Institute of Medical and Engineering

কলকাতা ও বারাসতের সুনামধন্য শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা নিয়মিত ক্লাস করানো হয়।

প্রতি সপ্তাহে বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা ও মক টেস্ট, ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসের ব্যবস্থা

ছাত্রদের পড়াশোনা এবং থাকা খাওয়ার জন্য হস্টেলের সুব্যবস্থা

একাদশ শ্রেণি থেকেই মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোচিং করানো হয়

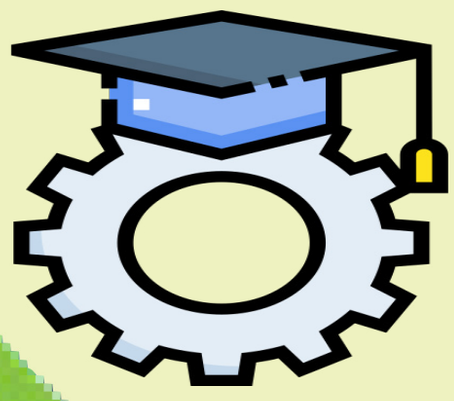

Call us

9073758397

Kazipara, Barasat, North 24 Parganas, Kolkata-700124

প্রথম নজর

সমবায় সমিতিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল

জে এ সেখ ● জামালপুর

আপনজন: একের পর এক সমবায় নির্বাচন হচ্ছে আর ততই দৈন্য দশা দেখা যাচ্ছে বিরোধীদের। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে এর আগে যত গুলি সমবায় নির্বাচন হয়েছে তাতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার জামালপুরের জোতশ্রীরাম অঞ্চলে শিয়ালি সমবায় সমিতির ৪৩ টি আসনে, গুড়েঘর মাধবপুর সমবায় সমিতির ৪০ টি আসনে ও মহিষগড়িয়া সমবায়ের ৯ টি আসনে নির্বাচন হয়। সেখানে দেখা যায় তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোন দল প্রার্থীই দিতে পারে নি। নির্বাচন কে ঘিরে ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তা ছিল। কর্মীদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন, কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল, জেলা পরিষদের দুই সদস্যা শোভা দে ও কল্পনা সাঁতরা, অঞ্চল সভাপতি তপন দে, আলাউদ্দিন শেখ, শেখ মনতাজ সহ অন্যান্যরা। মেহেমুদ খান বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে উন্নয়ন করছেন তাতে বিরোধীরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। নাহলে সমবায় নির্বাচনে কোনো প্রার্থী দিতে পারে না? মানুষ নিজের চোখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখছেন, তাই অন্য দলের ঠাঁই নেই।

রাস্তায় আহত স্কুল ছাত্রের পাশে কাজল

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ তার নিজের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে বোলপুর শ্যামবাটির সন্নিকটে অন্তরঙ্গ স্কুলের ছাত্র,তার মায়ের সঙ্গে সাইকেলে চড়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনায় সম্মুখীন হয়। এমনকি রাস্তার ধারে অনেকেই দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে যান কিন্তু বীরভূম জেলার সভাধিপতি নিজে গাড়ি থেকে নেমে আহত ছাত্র শুভমকে তার গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে নিকটবর্তী বিশ্বভারতী পি এম হাসপাতালে চিকিৎসার সবরকমের ব্যবস্থা করেন।

ডুয়ার্সে নেতাজির জন্মলগ্নের সময় শঙ্খ বাজাবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শিলিগুড়ি

আপনজন: নেতাজির জন্ম দিবস ডুয়ার্সে এই প্রথমবার পালিত হচ্ছে। আমি নিজে সেখানে থাকবো। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর যে সময় জন্মেছেন সেই সময় যেরকম সাইলেন বাজবে তেমনি সকলে শঙ্খ বাজাবেন। বুধবার আলিপুরদুয়ারে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে এই মন্তব্য করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, নেতাজির জন্ম লগ্নে শঙ্খ বাজানোর জন্য আমি একটি নতুন শাঁখ কিনে এনেছি। বাড়িতে প্রতিদিন যে শাঁখ বাজাই সেটা আনি নি। হয়তো সেটা আনলে ভালো ব বাজাতে পারতাম। কিন্তু নতুন শাঁখ বৃহস্পতিবার বাজাবো ডুয়ার্সে। সকলকে অনুরোধ করছি নেতাজির জন্ম লগ্নের সময় আপনারাও বাড়ি বাড়িতে শঙ্খ বাজাবেন। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী দিন জেলা প্রশাসনে আধিকারিকদের কাছে সীমান্তে নজরদারি এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কি তা জানতে চান। জেলার পুলিশ সুপার মুখ্যমন্ত্রী কে জানান সীমান্তে করা নজরদারি রাখা রয়েছে। গোটা পরিস্থিতির ওপর পুলিশ নজরদারি চালাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনকে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি নেওয়া নির্দেশ দেন। তিনি বলেন প্রতিটি ঘটনায় এবং পরিস্থিতি তার নখ দর্পণে থাকে। জেলার কোথায় কি হচ্ছে তার আপডেট খবর রাখে।

ওয়াকফ সম্পত্তির সঠিক ব্যবহার হলে মুখ্যমন্ত্রীকেও ভাতা দেওয়া যাবে: অধীর

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

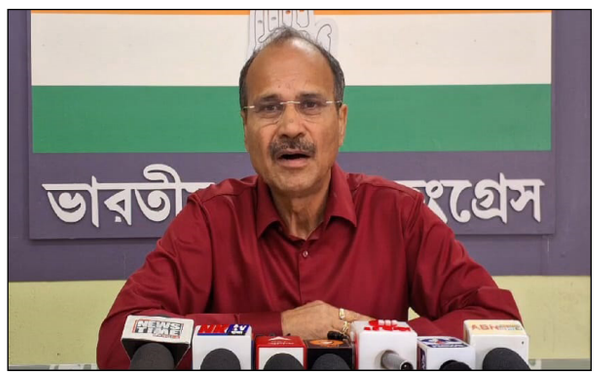

আপনজন: গত ২০ জানুয়ারি অর্থাৎ সোমবার দুপুরে রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদের লালবাগে প্রশাসনিক সভা করেন, সেই সভা থেকে দলীয় নেতা বিধায়ক, সাংসদ ও মন্ত্রী সহ পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেন যে সরকারি প্রকল্পের জন্য কেও যদি কোনো উপভিক্তার কাছে থেকে কোনো টাকা চায় বা নেয় তাহলে তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করার নির্দেশ দেন। সেই মতো মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েক জন জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেন কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে। এ নিয়ে বুধবার জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরী। সেই সাংবাদিক বৈঠক থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে বিভিন্ন বিষয়ে আক্রমণ করেন। সরকারি পরিষেবা নিতে কাটমানি না দেওয়ার বার্তা দেন রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী লালবাগে এসে,আর সেই বিষয় নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বললেন চোরের মায়ের বড় গলা, যিনি চুরির ভাগ করা শিখিয়েছেন তিনি মুর্শিদাবাদে এসে বলছেন চুরি করতে হবে না. এটা মানা যায় না। কংগ্রেস নেতা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলেন "তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আমি আজ চোর বটে"। অধীর আরো বলেন, চুরি বন্ধ হয়ে গেলে দিদির দলটাই উঠে যাবে। তাই যতদিন চুরি থাকবে ততদিন দিদির দলটা থাকবে।
আরজি কর কান্ডের বিষয়ে হাই কোর্টে রাজ্য সরকার যাচ্ছেন সেই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই তথ্য লোপাট হয়েছে, তাই গাছ কেটে গাছের উপরে জল ঢেলে লাভ নেই। এখন লোক দেখানোর স্বার্থে রাজ্য সরকার হাইকোর্টে যাচ্ছেন ফাঁসির দাবিতে।
মুর্শিদাবাদ জেলায় বাবরি মসজিদ ও রাম মন্দির তৈরি নিয়ে বিজেপি ও তৃণমূলকে আক্রমণ করেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী,তিনি বলেন, বাংলায় এখন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কম্পিটিশন চলছে। দিদির দলের নেতারা বলছে বাবরি মসজিদ করব আর বিজেপি নেতারা বলছে রাম মন্দির করব। তবে বর্তমানে ভারতবর্ষের মানুষ মসজিদ মন্দির নিয়ে বিভাজনের রাজনীতি বুঝে গেছে। তার প্রমাণ হলো বিজেপি রাম মন্দির যেখানে তৈরি করেছেন সেখানে বিজেপির পরাজয় হয়েছে। আর এখন দিদি এনআরসি নিয়ে বেশি কথা বলছেন। ২০০৩ সালে বিজেপি সরকারের আমলে এনআরসি আইন নিয়ে আলোচনা উঠে তখন সেই আইনের বিরোধিতা করেনি বর্তমানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। তৎকালীন কেন্দ্রের মন্ত্রী ছিলেন তিনি। বিজেপি সরকারের সঙ্গে থাকলেও এনআরসির বিরোধিতা করেনন,। বিরোধিতা করেছিলেন কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং।
ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়েও রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। তিনি বলেন, গোটা দেশের মধ্য সব থেকে বেশি ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে বাংলায়, এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার দুইশো। সেই সম্পত্তির সঠিক ভাবে ব্যবহার করলে শুধু মুসলিমদের ইমাম মুয়াজ্জিনদের ভাতা দেওয়া হবে না পাশাপাশি রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রীর ভাতাও দেওয়া হবে। রাজ্যের বিধানসভা ভবন এত পরিমাণে সম্পত্তির উপর রয়েছে সেই সম্পত্তির ভাড়া মাত্র একশো টাকা মাত্র। শুধু সেটা নয় টালিগঞ্জ এর মত জায়গায় ওয়াকফের কিন্তু সঠিক ভাবে ব্যবহার করা হয় না। দুর্নীতি নিয়েও রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করতে ছাড়েননি কংগ্রেস নেতা তিনি বলেন রাজ্য সরকার পুরো দুর্নীতির উপর বসে আছে কোথাও স্যালাইন দুর্নীতি তো কথাও আবাস দুর্নীতি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শরৎ মেলার উদ্বোধনে মন্ত্রী পুলক রায়

সুরজীৎ আদক ● আমতা

আপনজন: হাওড়া জেলার আমতার পানিত্রাস ফুটবল মাঠে শুরু হল ৫৩'তম শরৎ মেলা। শরৎমেলা উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে মেলা প্রাঙ্গণে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হল রাজ্যের পূর্ত, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়ের হাত ধরে। মন্ত্রী পুলক রায় জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন উলুবেড়িয়ার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের উদ্বোধন করেছেন, ঠিক তেমনি আমি দুই বিধায়ক, হাওড়া জেলা পরিষদকেও বলব শরৎচন্দ্রের বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় যাতে একটি লাইব্রেরী স্থাপন করা যায়। আমি প্রস্তাব দিচ্ছি বিষয়টি দেখার জন্য কথাশিল্পীর প্রপৌত্র জয় চট্টোপাধ্যায়ের কাছে।

বাজার বন্ধ রেখে বিডিওকে ডেপুটেশন গলসির ব্যবসায়ীদের

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: সাতদফা দাবি নিয়ে বাজার বন্ধ রেখে গলসি ২ নম্বর ব্লক বিডিও অফিসে ডেপুটেশন জমা দিল গলসি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন। এদিন বিকাল নাগাদ গোটা বাজারে মিছিল করে বিডিও অফিসে পৌঁছান শতাধিক গলসি বাজারের ব্যবসায়ী। তাদের দাবি গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সম্প্রতি "অলরাউন্ডার" নামে একটি মোবাইল দোকানে ঘটে যাওয়া চুরির ঘটনার সঠিক তদন্ত করে মোবাইল ফোন উদ্ধার করা। এছাড়া বর্ষাকালে জল জমে বাজার প্লাবিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের দু'পাশে পাশে থাকা নিকাশী নালাগুলির সংস্কারের দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি বাজারের ভেতরে থাকা সমস্ত নিকাশী নালা পরিষ্কার করার প্রয়োজনীয়তাও তারা তুলে ধরেন। বাজারের অকেজো স্ট্রিট লাইটগুলো দ্রুত সারাই করার দাবির পাশাপাশি, গোটা বাজারকে যানজট মুক্ত করার জন্য বাজারে প্রবেশকারী টোটোগুলির একমুখী চলাচলের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন তারা।
এছাড়াও, বাজার সংলগ্ন এলাকায় পর্যাপ্ত সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন এবং রাতের সময় নজরদারি বাড়ানোর জন্য দাবি তোলা হয়। বাজারের পুরনো ও অকেজো সিসিটিভি ক্যামেরাগুলির পরিবর্তে নতুন সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোরও দাবি জানানো হয়। গলসি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমান মণ্ডল জানান, তাদের দাবিগুলি তারা লিখিতভাবে বিডিও অফিসে জমা দিয়েছেন। গলসি ২ নম্বর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও মিলন দীক্ষিত তাদের দাবিগুলিকে এসডিও এবং জেলা শাসকের কাছে পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন।

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে রাস্তা অবরোধ, বিক্ষোভ

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক ও গ্রামবাসীদের। স্কুলে ভর্তি ফি, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ছাড়া বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছে এই অভিযোগ এলাবাসির। এছাড়াও মিড ডে মিলের চাল ,ডাল ,সবজি সহ অন্যান্য রান্নার সামগ্রী রাঁধুনিদের সাথে যোগসাজসসে চুরির অভিযোগ। প্রধান শিক্ষককে ঘিরে ক্ষোভ ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক ও গ্রামবাসীদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে হাসনাবাদ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এমনই ঘটনা ঘটলো হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত গাড়াকূপি হাইস্কুলে।
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ ,এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নির্মলেন্দু মাহাতো স্কুলে ভর্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বেশি টাকা দাবি করে এবং ছাত্রীদের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করে। এই অভিযোগ তুলে বুধবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ প্রধান শিক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার মানুষ ও ছাত্র-ছাত্রীরা। এই বিষয়ে ওই স্কুলের ছাত্র মাতিন গাজী বলেন, গ্রাম্য এলাকায় স্কুল বেশিরভাগ দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের এত টাকা স্কুলে ভর্তি ফি দেওয়ার সামর্থ্য নেই। তার সত্বেও স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে বেশি টাকা স্কুলে ভর্তি হওয়ার ফি ধার্য করেছে। তার প্রতিবাদে স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও এলাকার অভিভাবকরা প্রধান শিক্ষককে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। এই বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক নির্মলেন্দু মাহাতো সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন,আমার বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তবে কে বা কারা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ভর্তি ফি বেশি টাকা চেয়েছে তা খোঁজখবর নিয়ে দেখবো। আমার উপরে চক্রান্ত স্কুলকে বদনাম করার চেষ্টা করছে কিছু লোক। এদিন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সম্পাদক নজরুল ইসলাম লস্কর জানান, এদিন বলেন আমরা এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের অপসারণের দাবি করছি। পাশাপাশি তাকে পুলিশের কাছে অনুরোধ গ্রেপ্তার করতে হবে। কেননা তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের যে মিড ডে মিলের জিনিস পত্র সেগুলি তিনি অন্যান্য রাধুনীর দ্বারা পাচার করাচ্ছেন। এবং সব থেকে বড় অভিযোগ আমাদের এলাকায় গরীব মানুষরা বসবাস করে, বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বেশি টাকা নিয়ে ভর্তি করছে। আজ ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আমরা ছাত্রদের নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছি। পুলিশকে আমরা জানিয়েছি এসআইকে জানিয়েছি যথাযথ ব্যবস্থা নেবে বলে তারা আশ্বাস দিয়েছেন। যদি এই কাজ না হয় তাহলে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো। এদিন মহকুমা স্কুল পরিদর্শক স্নিগ্ধা জানাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমরা এই বিষয় নিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছি, কি হয়েছে আমি এখনো জানতে পারিনি। যদি সমস্যা থাকে অবশ্যই সেগুলো দেখা হবে।

জেলা প্রাইমারি বোর্ডের চেয়ারম্যান বদল ঘিরে তৃণমূলের অন্দরে দ্বন্দ্ব

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান বদল ঘিরে তৃণমূলের অন্দরেই প্রবল জলঘোলা, সাংসদের দাবী অলিখিত সিপিএম বিতাড়িত হল, পাল্টা তাঁকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য সাংসদকে ধন্যবাদ দিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ অপসারিত চেয়ারম্যানের । বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান বদল ঘিরে তুমুল জলঘোলা তৃণমূলের অন্দরেই। প্রকাশ্যে তৃণমূলেরই সদ্য অপসারিত চেয়ারম্যানকে অলিখিত সিপিএম বলে কটাক্ষ বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরুপ চক্রবর্তীর। পাল্টা তাঁকে পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য সাংসদকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের ক্ষোভের কথা গোপন করলেন না অপসারিত চেয়ারম্যানও।
২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান পদে বসেন বসুমিত্রা সিংহ। তৃণমূলের নির্দেশেই ওই পদে তাঁকে বসায় রাজ্য সরকার । সম্প্রতি তাঁকে সরিয়ে ওই পদে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামল সাঁতরাকে মনোনিত করে রাজ্য। সূত্রের খবর শ্যামল সাঁতরাকে ওই পদে বসানোর জন্য জোর সুপারিশ করেছিলেন বাঁকুড়ার সাংসদ অরুপ চক্রবর্তী সহ তৃণমূলের বেশ কয়েকজন জেলা নেতা। রাজ্যের শিক্ষা দফতর সেই সুপারিশেই সিলমোহর দেয়। এদিকে বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান পদে এই রদবদল ঘিরে তৃণমূলের অন্দরেই শুরু হয়েছে জলঘোলা। আজ অপসারিত চেয়ারম্যানের চার্জ হাতবদল ও নতুন চেয়ারম্যানকে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানেও একে অপরের দিকে তির্যক মন্তব্য ছুঁড়তে দেখা গেল অপসারিত চেয়ারম্যান বসুমিত্রা পান্ডে ও বাঁকুড়ার সাংসদ অরুপ চক্রবর্তীকেসাংসদ অরুপ চক্রবর্তী অপসারিত চেয়ারম্যানকে উদ্যেশ্য করে বলেন, আজ গৌরবের দিন। কারণ আজ অলিখিত সিপিএম বিতাড়িত হল।

ফরাক্কায় প্রায় দুই কোটি টাকা বরাদ্দ করা রাস্তার কাজ নিয়ে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

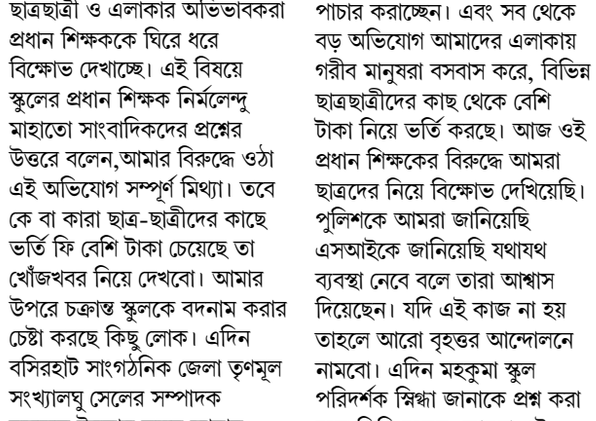

আপনজন: ফরাক্কার কেদারনাথ ব্রিজ থেকে নিশিন্দ্রা হাইস্কুল পর্যন্ত প্রায় দুই কোটি টাকা বরাদ্দে রাস্তার কাজ নিয়ে বিতর্ক। রাস্তার কাজ সিডিউল মেনে করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। বুধবার রাস্তার কাজ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন খোদ তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি! সঙ্গ দিলেন স্থানীয়রাও। ফারাক্কার বেওয়া ২ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা এলাকার বাসিন্দা বরুণ ঘোষের অভিযোগ, রাস্তার কাজের জন্য সিডিউলে ওয়েস্টেজ সামগ্রিক ব্যবহার করার কথা না থাকলেও সেই ওয়েস্টজ সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। বিষয়টি নজরে আসতেই আমরা এর প্রতিবাদ জানিয়েছি। যদিও তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন রাস্তার কন্ট্রাক্টর সেলিম সেখ। তার দাবি, নিয়ম মেনেই রাস্তার কাজ হচ্ছে। বরুণ ঘোষের কাছে পকলিন না নেওয়াতেই এধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ করেছেন তিনি। রাস্তায় ওভারলোডগারি চলার মধ্যেই আমাকে কাজ করতে হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন কন্ট্রাক্টর সেলিম সেখ। উল্লেখ করা যেতে পারে, দীর্ঘদিন ধরেই একেবারে বেহাল অবস্থায় পড়েছিল ফারাক্কার কেদারনাথ ব্রিজ থেকে বেওয়া নিশিন্দ্রাগামী এই রাস্তাটি। অন্যান্য সময়ের থেকে সবচেয়ে বেশি কষ্টের মধ্যে পড়তে হতো বর্ষার সময়ে। ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। যদিও সম্প্রতি এই রাস্তাটির টেন্ডার হয়। দেড় কিলোমিটার রাস্তার জন্য বরাদ্দ করা হয় দুই কোটি এক লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যেই সেই কাজও শুরু হয়েছে। জেলা পরিষদের আওতায় থাকা এই রাস্তাটি কনট্রাক্টর সেলিম সেখের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে। এদিকে রাস্তার কাজ চলার মধ্যেই রাস্তার কাজে ওয়েস্টেজ অর্থাৎ পুরাতন রাস্তা থেকে উঠিয়ে ফেলা সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি। নতুন রাস্তার কাজে রিজেক্ট সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও দাবি তার। খোদ তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির এই দাবী ঘিরে ব্যাপক হইচই সৃষ্টি হয়। যদিও রাস্তার কন্টাকটার সেলিম সেখ পাল্টা তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সেলিম সেখের দাবি, সিডিউল মেনে কাজ করলেও বরুন ঘোষের কাছ থেকে পকলিন না নেওয়াতেই রাস্তার কাজ নিয়ে আপত্তি করেছেন উনি। এদিকে কন্ট্রাক্টার সেলিম সেখের এই দাবিকেও কার্যত উড়িয়ে দিয়ে বরুন ঘোষের দাবি আমার কোনরকম পকলিন নেই। সুতরাং পকলিং দেওয়ার প্রশ্নও নেই।

ফলন কম, দামে ধস, সমুদ্রগড়ের শাঁকালু চাষিরা চরম হতাশায়

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের সমুদ্রগড় স্টেশন সংলগ্ন বাজারে জমে উঠেছে শাকালুর বাজার। তবে চাষিদের মুখে হাসি নেই। নদীয়ার মহিশুরা, গদখালি, বাহিরচড়া, ঘোলাপাড়া, মাঝেরচড়া এবং বর্ধমানের ডাঙ্গাপাড়া, মাঠের পাড়া প্রভৃতি জায়গা থেকে চাষিরা শাকালু বিক্রি করতে আসছেন। এখানকার শাকালু রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যেমন হাওড়া, শিয়ালদহ, পাঁশকুড়া, শেওড়াফুলি, আসানসোল, দুর্গাপুর এবং লক্ষীকান্তপুরেও সরবরাহ করা হয়। তবে এ বছর শাকালুর ফলন ও বাজারদর নিয়ে হতাশ চাষিরা। তাদের অভিযোগ, বিগত বছরগুলোর তুলনায় এ বছর ফলন অনেকটাই কম। আগে যেখানে বিঘা প্রতি ৮০ বস্তা শাকালু উৎপাদন হতো, সেখানে এবার মাত্র ৪০ বস্তা ফলন হয়েছে। এর পাশাপাশি, বাজারদর একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। পৌষ মাসে কিছুটা ভালো দাম মিললেও বর্তমানে বাজারে শাকালুর দর এতটাই কম যে খরচ উঠছে না। গদখালির এক চাষি জানান, "ফলন কম হলেও অন্তত ভালো দাম পেলে লোকসানের কিছুটা ক্ষতিপূরণ হতো। কিন্তু বাজারে যে পরিস্থিতি চলছে, তাতে আমাদের ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন হয়ে পড়েছে।"
চাষিদের আশা, সামনেই সরস্বতী পুজো। পুজোর আগে বাজারে শাকালুর চাহিদা কিছুটা বাড়বে। তাই অনেক চাষিই এখন পূজোর বাজার ধরার জন্য অপেক্ষা করছেন। তারা জানাচ্ছেন, এই সময় ভালো দাম পেলে কিছুটা হলেও ক্ষতি মেটানো সম্ভব হবে। চাষিদের এই অবস্থায় স্থানীয় প্রশাসনের কাছে তাদের আর্জি, শাকালুর সঠিক দাম নিশ্চিত করতে উদ্যোগ নেওয়া হোক। চাষি মহলের মতে, সময় মতো সরকারী সহায়তা না পেলে চাষিরা আরও বিপাকে পড়বেন।
সমুদ্রগড়ের এই ঐতিহ্যবাহী শাকালু চাষ বাঁচাতে প্রয়োজন বাজার দর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এবং সঠিক পরিকল্পনা। চাষিরা জানাচ্ছেন, যদি পরিস্থিতি না বদলায়, তবে আগামী দিনে শাকালুর উৎপাদন কমে যেতে পারে।

আর এইচ অ্যাকাডেমি এগিয়ে এল মানবসেবায়

আপনজন ডেস্ক: শুধু শিক্ষা দান বা ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ নয়, মানব সেবায়ও এগিয়ে এল উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের প্রখ্যাত মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশিক্ষণ সংস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর এইচ অ্যাকাডেমি। সেখ নাফিসা এবং হাবিব আলী মোল্লার হাত ধরে গড়ে ওঠা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে বারাসত শহর সংলগ্ন স্টেশন, হসপিটাল ,বাস স্ট্যান্ড এবং ফুটপাথের দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে শীতকালীন বস্ত্র প্রদান করা হল। এই শুভ উদ্যোগে একাডেমির ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ছাত্রদের মধ্যে ছিল ফাহিম, অর্ঘ্য ,সৌরভ, রিজুয়ান, সন্দীপন, রাকেশ, বাসার, সোলেমিন, ইয়াসিন, ইয়ানুর, ইন্দ্র প্রমুখ। এই উদ্যোগকে প্রাক্তনী, এলাকার স্থানীয় মানুষজন এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা সাধুবাদ জানিয়েছেন।

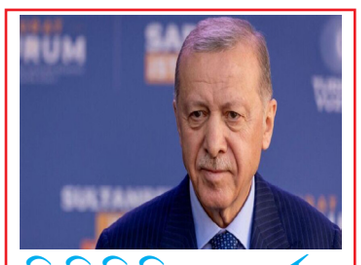

ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে মুসলিম দেশগুলোর প্রতি আহ্বান এরদোগানের

সারে-জমিন

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে রাস্তা অবরোধ

রূপসী বাংলা

নেতাজির ভারত ও কোন্ বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে বাঙালি

সম্পাদকীয়

অনাথ ও দরিদ্রের প্রতি কোমলতা

দাওয়াত

শেয়ার না পেলে আর লগ্নি নয়, শ্রাচী গ্রুপ জানাল মহামেডানকে

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
২৩ জানুয়ারি, ২০২৫
৮ মাঘ ১৪৩১
২১ রজব ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 23 ■ Daily APONZONE ■ 23 January 2025 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 10 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

মথুরার শাহি মসজিদে সমীক্ষায় স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়াল শীর্ষ কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: শাহী ইদগাহ মসজিদ-শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি বিতর্ক মামলায় আদালত নিযুক্ত কমিশনারকে মথুরার শাহি ইদগাহ কমপ্লেক্স পরিদর্শনের জন্য এলাহাবাদ হাইকোর্ট গত ১৪ ডিসেম্বর অনুমতি দিয়েছিল। সেই আদেশের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মসজিদ কমিটির দায়ের করা আপিল গ্রহণ করে স্থগিতাদেশ বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

বেঞ্চ ২০২৫ সালের ১ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া সপ্তাহে এই মামলার শুনানির দিন ধার্য করেছে। গত বছরের ১৬ জানুয়ারি প্রথমবার স্থগিতাদেশের নির্দেশ দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলে, কিছু আইনি জটিলতা রয়েছে, যা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। হিন্দু আবেদনকারীদের দাবি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান কৃষ্ণ জন্মস্থানে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল এবং এর জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মসজিদ কমিটি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে বলেছিল যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাদের আবেদনগুলি বিচারাধীন রয়েছে এবং হাইকোর্টের এই সময়ের মধ্যে হিন্দু পক্ষকে কোনও অন্তর্বর্তী সময় দেওয়া উচিত হয়নি। মথুরার শাহি মসজিদ ঈদগাহ কমিটির পক্ষে সুপ্রিম কোর্টে এই মর্মে আবেদনে বলা হয়েছে, বছরের পর বছর কেন্দ্রীয় সরকার ধর্মস্থান আইন নিয়ে তার মনোভাব জানাচ্ছে না। বোঝাই যাচ্ছে, কেন্দ্র এ বিষয়ে নীরব থাকতে চাইছে। অতএব আর সুযোগ দেওয়ার দরকার নেই। মামলার শুনানি শুরু হোক।

মসজিদ কমিটির দাবি,কেন্দ্রীয় সরকার ধর্মস্থান আইন প্রণয়ন করেছিল ১৯৯১ সালে। অযোধ্যায় মন্দির-মসজিদ বিতর্কের সময় ওই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল নতুন করে কোনো ধর্মস্থানের চরিত্র বদলের দাবি যাতে না ওঠে। শান্তি যেন বিঘ্নিত না হয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যেন অবনতি না ঘটে। আইনে বলা হয়, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার সময় ভারতে ধর্মস্থানগুলোর চরিত্র যেমন ছিল, তেমনই থাকবে। কোনোরকম পরিবর্তন করা যাবে না। ওই আইনে ব্যতিক্রম হিসেবে ছিল শুধু অযোধ্যা।

পাচারকারীদের গুলি করে মারার পোস্টার নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আলিপুরদুয়ার

আপনজন: আলিপুরদুয়ার গেস্ট হাউসের বাইরে একটি পোস্টার লাগানো ছিল। তাতে লেখা রয়েছে ‘পাচারকারীদের গুলি করে মারা হবে’। এই ধরনের পোস্টার দেখার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের মোবাইল ফোনে সেই ছবি তুলে নেন। এরপর আলিপুরদুয়ারের প্রশাসনিক বৈঠকে সেই ছবি দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাকে বলতে শোনা যায় এটা কোন ভাষা? অবিলম্বে ওই ধরনের পোস্টার সরানো নির্দেশ দেন তিনি।

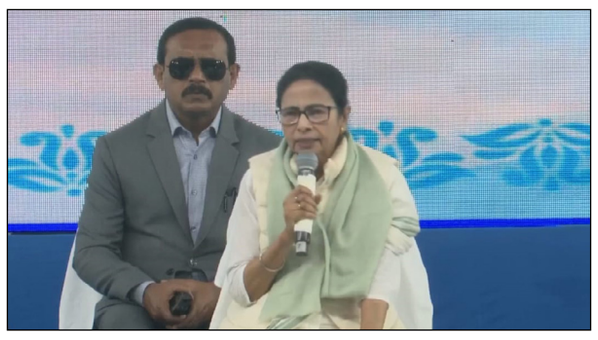

প্রশাসনিক বৈঠকে বন দফতরের কাজকর্ম বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী কেউ বলতে শোনা যায় হনুমান গুলোকে থ্যাঙ্কস জানাই। ভাগ্যিস একটা কাপড় ছিড়ে দিয়েছিল তাই দেখতে পেলাম।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটা কোন ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে পাচারকারীদের ধরলে গুলি করে মারা হবে। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন অনেক সময় সাধারণ মানুষ যারা জানেন না তারা জঙ্গলের রাস্তার মধ্যে দিয়ে গেলে তাদের উপর অত্যাচার হয়। এরকম অভিযোগ তার কাছে আছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভুলে যদি কেউ জঙ্গলে চলে যায় আপনারা স্ট্রং একশন করেন যেটা মানুষের পছন্দ নয়। এদিকে বন দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয় এইরকম নির্দেশিকা তারা দেয়নি, বায়ু সেনা তরফ থেকে এই পোস্টটা লাগানো হয়েছে। তা শুনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই ধরনের পোস্টটা লাগানোর আগে জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল। সরকারি জমিতে এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া ঠিক হয়নি বলে প্রশাসনিক বৈঠকে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী।

আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল অভিযোগ করেন রাজাভাতখাওয়ায় পর্যটকদের বেড়াতে এলে মোটা টাকা ফি নেওয়া হয়। গাড়ি নিয়ে এলে আড়াই হাজার টাকা নেওয়া হয়। এই অভিযোগ শুনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নিজেদের কি ভাবে ?ভগবান জানে। বন দফতর নিজেদের মতো প্ল্যান করছে নিজেদের মতো অ্যাকশন নিচ্ছে। সাধারণ মানুষ তো এসব বুঝবে না। তারা তো সরকারের দোষ দেবে। মুখ্যমন্ত্রীকেও বলতে শোনা যায় সরকারকে জানাবে না এটা কি জমিদারি নাকি নাকি বন দফতর সরকারের বাইরে। মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ পর্যটকদের কাছ থেকে কোন ফি নেওয়া যাবে না।

ক্যাবিনেট মিটিং ডেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া হবে। বক্সার হোমস্টে রিসোর্ট হোটেল নিয়ে তৈরি হওয়া জটিলতা নিয়ে মমতা বলেন কে বাড়িতে হোমস্টে করবে সেটা তার সিদ্ধান্ত ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালে কোন আপত্তি থাকতে পারে না পাহাড় এবং জঙ্গলের এলাকায় বড় বড় বাড়ি তৈরি করতে কিভাবে স্থানীয় প্রশাসন ছাড়পত্র দিচ্ছে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। আলিপুরদুয়ার থেকে কাটমানিইস্যু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি ২৮ লক্ষের মধ্যে ১২ লক্ষ বাড়ির টাকা একাউন্টে পাঠানো হয়েছে। সরকারি প্রকল্পের টাকা যে চাইবে তার বিরুদ্ধে এফআইআর হবে।

আগুন আতঙ্কে ঝাঁপ দেওয়া ট্রেন যাত্রীদের পিষে দিল অন্য ট্রেন, মৃত ১৩

আপনজন ডেস্ক: বুধবার সন্ধ্যায় মুম্বইগামী ট্রেন থেকে ভুয়ো ফায়ার অ্যালার্মের কারণে আতঙ্কে ঝাঁপ দিলে অন্তত ১৩ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়।

১২৫৩৩ লখনউ-মুম্বই পুষ্পক এক্সপ্রেসে আগুন লাগার আশঙ্কায় যাত্রীরা তড়িঘড়ি পাশের রেললাইনে ঝাঁপ দেন এবং বেঙ্গালুরু থেকে দিল্লিগামী কর্নাটক এক্সপ্রেসের ধাক্কায় তাদের পিষে দেন। কেন্দ্রীয় রেলওয়ের প্রধান মুখপাত্র স্বপ্নীল নীলা বলেছেন, উত্তর মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলার পাচোরা শহরের কাছে মাহেজি ও পারধাদে স্টেশনের মাঝে আগুন ধরার গুজব বিকেল পাঁচটার দিকে ট্রেনে কোনো এক যাত্রী চেইন টান দিলে ট্রেনটি সেখানে থামে। তখন কিছু যাত্রী পুষ্পক এক্সপ্রেস থেকে লাফ দেন। তখন পাশের রেললাইন দিয়ে বেঙ্গালুরু থেকে দিল্লিগামী কর্ণাটক এক্সপ্রেসের সঙ্গে তাঁরা ধাক্কা খান। এক ভিডিও বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ বলেন, ‘ট্রেনের কিছু যাত্রী ভুল করে ভেবেছিলেন ট্রেন থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে এবং তারা ঝাঁপ দেন। দুর্ভাগ্যবশত অন্য একটি ট্রেনের ধাক্কায় তাদের চাপা দেওয়া হয়।

সঞ্জয়ের ফাঁসি চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল সিবিআই

আপনজন ডেস্ক: কলকাতার আরজি কর ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় নিম্ন আদালতের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি সঞ্জয় রায়ের মৃত্যুদণ্ড চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।

এর আগে আজ সকালে সিবিআই হাইকোর্টকে জানায়, দোষীর মৃত্যুদণ্ড চেয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে আবেদন করেছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। এই মামলার তদন্ত নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারের তোপের মুখে পড়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। রাজ্যে এবং বাইরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেওয়ায় কলকাতায় তৃণমূল সরকার এবং চিকিৎসকদের মধ্যে অচলাবস্থা তৈরি হয়। নিম্ন আদালত আসামির মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা জারির জন্য পর্যাপ্ত উপাদান সরবরাহ করেনি।

সিবিআই তখন হাইকোর্টকে জানিয়েছিল যে এই মামলায় সাজার অপ্রতুলতার বিরুদ্ধে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার বা নিজেরাই আবেদন করতে পারে, রাজ্য সরকার নয়।

এদিকে, এই মামলায় আদালতের রায়ে তীব্র হতাশা প্রকাশ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। “যখন কেউ শয়তান হয়... সমাজ কি মানবিক হতে পারে? কখনো কখনো কয়েক বছর পর তারা বের হয়ে যায়। কেউ অপরাধ করলে কি আমরা তাকে ক্ষমা করে দেব? কেউ যদি অপরাধ করে পার পেয়ে যায়, সে আবার তা করবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ওদের রক্ষা করা আমাদের কাজ নয়। সঞ্জয় রায়কে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। নিম্ন আদালত তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়।

বিচারপতি অনির্বাণ দাস বলেন, এই অপরাধ “বিশেষভাবে জঘন্য”, তবে সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই সংস্কারমূলক ন্যায়বিচার এবং মানব জীবনের পবিত্রতার নীতিগুলি মেনে চলতে হবে। বিচারপতি দাস আরও উল্লেখ করেন যে সিবিআই তাকে বোঝানোর জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে এটি একটি ‘বিরলের মধ্যে বিরলতম’ মামলা, এবং তাই সঞ্জয় রায়ের মৃত্যুদণ্ড প্রয়োজন।

সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে যেখানে এটি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলাটি গ্রহণ করেছিল। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনের সমন্বয়ে গঠিত প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চে আজ আবার এই মামলার শুনানি শুরু হবে। এর আগে ২০২৪ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল এই মামলার বিচার পশ্চিমবঙ্গের বাইরে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেওয়া হবে না।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ
মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
২০ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ৮ মাঘ ১৪৩১, ২১ রজব ১৪৪৬ হিজরি

শান্তি অন্বেষণ

মূলত দুইটি জিনিস না থাকিলে জীব প্রজাতির অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যাইবে। ইহার একটি হইল খাদ্য, অন্যটি রিপ্রোডাকশন, অর্থাত্ প্রজনন। মানুষ তো সৃষ্টির সেরা জীব। সুতরাং এই দুইটির পাশাপাশি মানুষের আরো একটি বড় চাওয়া হইল শান্তিতে বসবাস। প্রখ্যাত কবি শহীদ কাদরী লিখিয়াছেন–‘প্রেমিক মিলবে প্রেমিকার সাথে ঠিক-ই/ কিন্তু শান্তি পাবে না, পাবে না, পাবে না...’। যিনি ছোট্ট কুঁড়েঘরে থাকেন, তিনিও শান্তি চাহেন, যিনি আলিশান অট্টালিকাবাসী, তিনিও শান্তির অন্বেষণ করেন। অর্থাত্ শান্তি ধনী-নির্ধন–সকলেই চাহেন। আরো একটি মিল গরিব-ধনী সকলেরই রহিয়াছে। তাহা হইল–মানুষ মহান আল্লাহর নিকট হইতে আসিয়াছে, চলিয়াও যাইবে আল্লাহর নিকট। অর্থাত্ আমরা এই জগতে মোসাফির মাত্র। ক্ষণিক সময়ের জন্য আসা, অন্যদিকে চিরকালের জন্য চলিয়া যাওয়া। অথচ এই ক্ষণিক সময়ের ব্যাপ্তিকাল–ধরা যাক শত বত্সর–আমাদের নিকট ভ্রমক্রমে দীর্ঘ সময় মনে হয়। আর এই বিভ্রান্তিময় দীর্ঘ সময়ের তিষ্টকালে আমরা শান্তি চাই। শান্তি চাই বটে, কিন্তু আমরা শান্তির ছায়ার পিছনে ছুটিয়া মরিতেছি। বলা যায়, বেশির ভাগ মানুষই শান্তির নহে, শান্তির ছায়া ধরিতে জীবনভর ছুটিয়া বেড়ায়।

পরিহাসের কথা হইল, শান্তি ও স্বস্তিতে থাকিবার স্বার্থেই মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে। সিন্ধুসভ্যতা হইতে শুরু করিয়া মিশরীয়, সুমেরীয়, পারস্য, ব্যাবিলনীয়, রোমান প্রভৃতি সভ্যতার মূলে ছিল মানবজীবনে স্বস্তিদান করা। বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা আরাম-আয়েশের একটি প্রাচুর্যময় পৃথিবীতে বসবাস করিতেছি। উনবিংশ শতাব্দীতেও একজন রাজাবাদশা চাহিলেও আজিকার মতো ভোগবিলাস করিতে পারিত না। এখন ইউনিয়ন পর্যায়ের একজন মেম্বারের বাড়িতেও এমন ব্যবস্থা থাকে, গরম লাগিলে এক সুইচেই ঠান্ডা হাওয়া, ঠান্ডা লাগিলে গরমের ব্যবস্থা। ভোগবিলাস খাদ্যখানায় বিচিত্র রেসিপি, যখন-তখন দেশে-বিদেশে উড়ান দিয়া বেড়াইতে যাওয়া–সকল কিছুই যেন আলাদিনের চেরাগের মতো, চাহিলেই পাওয়া যায়। এত কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু শান্তি কোথায়? কোথায় পালাইল শান্তি? শান্তি কি আসে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন–‘নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও, হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও।’ আসলে শান্তি হইল দুইটি বিষয়ের সমন্বয়। উহার একটি হইল–নিরাপত্তা, অন্যটি আমাদের মানসিক দিক। ইংরেজিতে ইহাকে বলা হয়–পিস অব মাইন্ড ইজ এ মেন্টাল স্টেট অব কামনেস অর ট্রাংকুয়িলিটি। ইহা হইল উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি পাওয়া। কিন্তু আধুনিক পৃথিবীতে উদ্বেগ-উত্কণ্ঠা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে নির্জন বনে গিয়া বসবাস করিতে হইবে। আরণ্যিক যুগের সেই অরণ্যও নাই, সেই নির্জনতাও নাই। আমাদের চারিদিকে ছায়াযুদ্ধ, শীতল যুদ্ধ, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের জটিল পরিস্থিতি। ভূরাজনৈতিক কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিচিত্র ধরনের অস্থিরতা ও যুদ্ধাবস্থা দেখা যাইতেছে। কান্ডারি হুঁশিয়ার কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম যেমন বলিয়াছেন–‘অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ’। সন্তরণ অর্থাত্ সাঁতার না জানিয়া আমরা স্বখাদ সলিলে ডুবিতেছি। তাহা হইলে উপায়? ইংরেজিতে একটি কথা আছে–ওয়ার ফর পিস। অর্থাত্ শান্তির জন্য যুদ্ধ। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর শান্তির অহিংস বাণী এইভাবেও শোনাইয়াছেন যে–‘চোখের বদলা লইতে অন্যের চোখ উপড়াইয়া লইলে একসময় পুরা পৃথিবী অন্ধ হইয়া যাইবে।’ সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্মরণ করিতে হয়, রোনাল্ড রিগানের কথা–‘শান্তি মানে সংঘাতের অনুপস্থিতি নহে, ইহা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংঘাত পরিচালনা করিবার ক্ষমতা।’ জটিল কথা। যেমনটি বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যায়কে সহ্য না করিবার কথা। তিনি আরেকটি কবিতায় বলিয়াছেন–‘নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,/ শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস–।’

সত্যিই কি শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসের মতো শুনাইবে? ইহার চাইতে পরিতাপের কথা আর কী হইতে পারে? সুতরাং কবির কণ্ঠে আমরাও বলিতে চাই–‘বিদায় নেবার আগে তাই/ ডাক দিয়ে যাই/ দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে/ প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।’

•••••••••••••

নেতাজির ভারত ও কোন্ বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে বাঙালি

আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক মানুষটি ছিলেন ‘নেতাজি’। কিন্তু, এটা তাঁর একমাত্রিক পরিচয় নয়। তিনি যে কত বড় মাপের একজন ভাবুক, সমাজতাত্ত্বিক, মানবতাবাদী ইত্যাদি ছিলেন তা তাঁর অজস্র লেখায়, বক্তৃতায় বিধৃত হয়ে আছে। স্বদেশের মুক্তিচিন্তায় স্বপ্নবিভোর একটি মানুষ কীভাবে ক্রমান্বয়ে ‘আত্মবিগ্রহ’ রচনা করেছেন তা তাঁর লেখা ও কর্মমুখর জীবনকে একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত দিয়েছে। কিন্তু, ওই একটি ‘ইমেজে’ ঘুরপাক খেতে খেতে সেসব উল্টেপাল্টে দেখার কথা আমরা বেমালুম ভুলে বসে আছি। এবার তাঁকে নিয়ে চর্চার অভিমুখটা বদলানো খুব জরুরি। লিখেছেন **পাভেল আখতার....**

এক।। আমরা ‘ইমেজ’ নির্মাণ করতে ভালবাসি। এবং, তারপর সেই ‘ইমেজ’-এর ভিতর আবর্তিত হতে আরও ভালবাসি। যেমন, রবীন্দ্রনাথকে আমরা ‘বিশ্বকবি’, ‘কবিগুরু’, ‘গুরুদেব’ ইত্যাদি ‘ইমেজে’ নির্মাণ করেছি। অসামান্য অভিনেতা উত্তমকুমারকে ‘মহানায়ক’ ও নজরুলকে ‘বিদ্রোহী কবি’ ‘ইমেজে’ নির্মাণ করেছি। অন্যান্যদের ‘প্রতিক্রিয়া’ তেমন একটা জানা না-গেলেও নজরুল কিন্তু তাঁর ‘মর্মদাহ’ ব্যক্ত করতে ভোলেননি। এই আগ্রাসী ‘ইমেজ-ক্রীড়া’র বিনোদনে ব্যথিত হয়ে তিনি লিখেছিলেন, ‘আমি বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে আসিনি। আমি এসেছিলাম প্রেমের ফুল ফোটাতে...!’ এই ‘ইমেজ’ নির্মাণের অনিবার্য ফল হচ্ছে, নানা মাত্রায় একটা ‘বীরপূজার আবহ’ তৈরি হয়ে যায়। তাতে জরুরি অনেক চর্চা পর্দার অন্তরালেই থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ ‘অপঠিত’ ও ‘আত্মস্বর্বর্জিত’ থেকে যান। নজরুল খণ্ডিত ও ভুল প্রক্রিয়ায় মূল্যায়িত হন। এবং, এভাবে প্রায় সকলেরই অনভিপ্রেত ‘দুর্দশা’ তৈরি হয় ! ‘নেতাজি’ও তেমনই আমাদের দ্বারা নির্মিত একটি ‘ইমেজে’ পরিণত হয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক মানুষটি ছিলেন ‘নেতাজি’। কিন্তু, এটা তাঁর একমাত্রিক পরিচয় নয়। তিনি যে কত বড় মাপের একজন ভাবুক, সমাজতাত্ত্বিক, মানবতাবাদী ইত্যাদি ছিলেন তা তাঁর অজস্র লেখায়, বক্তৃতায় বিধৃত হয়ে আছে। স্বদেশের মুক্তিচিন্তায় স্বপ্নবিভোর একটি মানুষ কীভাবে ক্রমান্বয়ে ‘আত্মবিগ্রহ’ রচনা করেছেন তা তাঁর লেখা ও কর্মমুখর জীবনকে একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত দিয়েছে। কিন্তু, ওই একটি ‘ইমেজে’ ঘুরপাক খেতে খেতে সেসব উল্টেপাল্টে দেখার কথা আমরা বেমালুম ভুলে বসে আছি। এবার তাঁকে নিয়ে চর্চার অভিমুখটা বদলানো খুব জরুরি। তাঁকে নিয়ে, তাঁর ‘নেতাজি ইমেজ’ নিয়ে ‘রোমান্টিক চর্চা’র একমাত্রিকতা থেকে বেরোনো দরকার।

দুই।। নেতাজি গান্ধীজিকে ‘জাতির জনক’ আখ্যা দিয়েছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি ব্রিগেড তিনি গান্ধীজির নামে রেখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে নেতাজির যে মতবিরোধ তা স্বাধীনতা আন্দোলনের ‘পথ’ নির্বাচন নিয়ে। সেটা হতেই পারে। কিন্তু, দিনের শেষে দুজনেই স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান সৈনিক। ‘মতভেদ’ বস্তুটা কি নেহাতই আকাশকুসুম ? এ তো চিরাচরিত। কমিউনিস্টদের মধ্যেও কট্টর ও উদারবাদী এই দুটি শাখা নিরন্তর বিদ্যমান। উপরন্তু, আজকাল ‘মতভেদ’ হলেই দলত্যাগ দস্তুর। কিন্তু, তাঁদের মধ্যে যে মতভেদ তা আজকের মতো পঙ্কিল ব্যক্তিস্বার্থ বা পার্থিব লোভলালসা দ্বারা আবিল ছিল না। এবং, সর্বোপরি, উভয়ের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্পর্কও অটুট ছিল। আজ কি এটা কল্পনা করা যায় ? বরং একদা গুণগান মুখরিত গদগদ কণ্ঠ পরবর্তীকালে গালিগালাজে গগন বিদীর্ণ করে তোলে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর মতপার্থক্য ছিল, কিন্তু তিনিও গান্ধীজির প্রশস্তি গেয়েছেন মুক্তকণ্ঠে। অথচ, এসব কিছু ভুলে ওই ভিন্নমতকে আঁকড়ে ধরে তাঁকে বাঙালি দূরে সরিয়ে রেখেছে, বরাবর। বস্তুত, নেতাজিকে ‘বাঙালি আবেগে’ বাঙালি ভালবাসে। তাঁর লেখাপত্র পড়লে অবশ্য সেই ভালবাসা থাকত কি না সন্দেহ ; আজকের গড় বাঙালির রাজনৈতিক মননে অবক্ষয় ও যাপনে অধোগতি দেখলেই তা বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ এবং নেতাজি কেউই বাঙালির জীবনচর্যায় ‘আদর্শ’ হয়ে ওঠেননি। বরং তাঁদের ক্ষেত্রে যা হয়েছে তা বলা যায় রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় : ‘তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি...!’

দ্বিতীয় কথা, গান্ধীজি বর্ণিত ‘অহিংসা’র সঙ্গে অহিংস আন্দোলনকে মিশিয়ে ফেলা অযৌক্তিক। অহিংসা একটি জীবনবোধ, যার ব্যাপ্তি অপরিসীম। প্রসঙ্গত বলি, একদা বিপ্লবী অরবিন্দ কিন্তু হিংস্র চরমপন্থায় ক্লান্ত, বীতস্পৃহ হয়েই ‘ঋষি’ হয়েছিলেন। অহিংসার মানেই বোঝে না অধিকাংশ মানুষ। এক গালে চড় খেলে আরেক গাল পেতে দেওয়ার যে ‘জনশ্রুতি’ আছে সেই অহিংসার কথা গান্ধীজি বলেননি। গান্ধীজি অহিংসার সঙ্গে সঙ্গে সত্য, ন্যায় ও প্রেম-এর কথাও বলেছিলেন। আসলে তিনি তো নতুন কিছু বলেননিও। শ্রীচৈতন্যকে আমরা গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি। তিনিও কিন্তু একই জীবনদর্শন ব্যক্ত করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য আমাদের হৃদয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু গান্ধীজি কেন পারেন না সেটাই বিস্ময়ের। কেবল ‘অবাঙালি’ বলে ?

তিন।। খাঁচায় বন্দী পাখি অথবা জেলে বন্দী কয়েদি, আনন্দ ও স্ফূর্তিবিহীন বেঁচে মরে থাকে ! কারাগারে বন্দীদের মানসিক অবস্থা, আমরা যারা আলো ও বাতাসের মধ্যে মুক্ত ও আনন্দময় জীবন অতিবাহিত করি, তারা বুঝব না। কিন্তু, নেতাজি বুঝেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন কারাগারে থাকার স্বীয় নিদারুণ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি থেকে। ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতে জেলখানাগুলির ‘সংস্কার’ নিয়ে তাই তিনি ভেবেছিলেনও বড় মরমী মন নিয়ে। কয়েদিদের ‘মানসিক স্বাস্থ্য’ কীভাবে অটুট থাকতে পারে সেসব তাঁর ভাবনার জগৎ-কে ‘আন্দোলিত’ করেছিল। বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে চিঠিপত্রে এই বিষয়ে তাঁর নানা ভাবনাচিন্তার কথা জানিয়েছিলেন। অধুনা দেখা যাচ্ছে, চিকিৎসকরাও সেইসব রোগীকে ওষুধপত্রের সঙ্গে সঙ্গে বই পড়া, গান শোনা ইত্যাদি ‘পরামর্শ’ দিচ্ছেন, যারা অসুস্থ থাকার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ গৃহবন্দী থাকতে বাধ্য হন। যথার্থ ‘দেশনায়ক’ তো তিনিই, যিনি সবার কথা ভাবেন। নেতাজি ছিলেন যথার্থই ‘দেশনায়ক’। স্বাধীন ভারতের একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুন্দরতম ছবি কীভাবে তিনি স্বীয় মানসে এঁকেছিলেন তা জানলে সত্যিই অভিভূত হতে হয় !

চার।। নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজ ছিল যেন ‘বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য’র মূর্ত প্রতীক ! তাকে বহুত্ববাদী ভারতবর্ষের ‘মিনিয়েচার’ বললেও হয়তো অতিশয়োক্তি হবে না ! নেতাজি জীবিত থাকলে ‘অখণ্ড ভারত’ দেখা যেত কি না সেটা হয়তো জোর দিয়ে বলা যায় না। কারণ, ঝোড়ো সেই সময়ে রাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাত একটি ঐতিহাসিক ও অনিবার্য সত্য। অবশ্য ‘কল্পসুখ’ তো অনুভব করাই যায়। এসব নয়, নেতাজির অন্তর্ধান নিয়ে যত চর্চা হয়েছে তার জায়গায় যদি তাঁর চিন্তাধারা বাস্তবায়নে মনোযোগ দেওয়া হ’ত তাহলেই ভাল হ’ত। আসলে নেতাজির স্বপ্নের ‘ধর্মনিরপেক্ষ ভারত’ নির্মাণে সত্যিকারের সদিচ্ছার অভাব আজকের নয়। অথচ, এটাই ছিল তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

পাঁচ।। সমকালীন প্রেক্ষাপটে আবর্তিত সমাজমানস বিশ্লেষণ করলে গান্ধীজি সম্পর্কে বাঙালির বর্তমান হৃদয়গত অবস্থানও বোঝা যাবে। আসলে কেউই হৃদয়ে নেই। নেতাজিও। কেবল মৌখিক দাবি করলে তো কিছু হয় না ! নেতাজিকে নিয়ে বাঙালির এত আবেগ, অথচ বাঙালির একটি গরিষ্ঠ অংশ নেতাজির নয়নের মণি ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে ছেড়ে ধর্মান্ধতার পদতলে যেভাবে ক্রমশ লুটিয়ে পড়ছে তা দেখে কী যে বলব ভেবে পাই না ! গতানুগতিক আমাদের জীবনে রোমাঞ্চিত হওয়ার সুযোগ কমই আসে ! সদ্য সেই দুর্লভ রোমাঞ্চ অনুভূত হয়েছে ! কোন্ ঘটনায় ? আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বলেছেন যে, ১৯৪৭ সালে নয়, আমরা স্বাধীন হয়েছি গত বছর ২০২৪ সালে ! তার কারণ, গত বছর রামমন্দিরের উদ্বোধন হয়েছিল ! তাঁর এই মন্তব্যকে আলটপকা ভাবার কোনও কারণ নেই ! এবং, হাসি দিয়ে আড়াল করাও যায় না ! এই মন্তব্য তাদের তরফে আসলে একটি বার্তা ! অর্থাৎ, তারা ভারতবর্ষকে যে দীর্ঘদিন থেকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে কল্পনা করেন এই মন্তব্যে মূলত তারই অনুরণন রয়েছে ! অনেকেরই মনে থাকতে পারে যে, ইতিপূর্বে তারা ভারত-ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুঘল যুগকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ! কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে, ১৯৪৭ সালকে অস্বীকার করার অর্থ যে নেতাজির মতো অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বকেও পরোক্ষে অস্বীকারের চেষ্টা সেটা মুঘল যুগ বাদ দেওয়ার মতো বিষয়টার সঙ্গে সম্ভবত বহু ভারতীয় এবং বাঙালির একটি অংশ একমত হলেও এবারও কি একমত হবেন ?

(মতামত লেখকের ব্যক্তিগত)

নেতাজি গান্ধীজিকে ‘জাতির জনক’ আখ্যা দিয়েছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি ব্রিগেড তিনি গান্ধীজির নামে রেখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে নেতাজির যে মতবিরোধ তা স্বাধীনতা আন্দোলনের ‘পথ’ নির্বাচন নিয়ে। সেটা হতেই পারে। কিন্তু, দিনের শেষে দুজনেই স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান সৈনিক। ‘মতভেদ’ বস্তুটা কি নেহাতই আকাশকুসুম ? এ তো চিরাচরিত। কমিউনিস্টদের মধ্যেও কট্টর ও উদারবাদী এই দুটি শাখা নিরন্তর বিদ্যমান। উপরন্তু, আজকাল ‘মতভেদ’ হলেই দলত্যাগ দস্তুর। কিন্তু, তাঁদের মধ্যে যে মতভেদ তা আজকের মতো পঙ্কিল ব্যক্তিস্বার্থ বা পার্থিব লোভলালসা দ্বারা আবিল ছিল না। এবং, সর্বোপরি, উভয়ের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্পর্কও অটুট ছিল। আজ কি এটা কল্পনা করা যায় ? বরং একদা গুণগান মুখরিত গদগদ কণ্ঠ পরবর্তীকালে গালিগালাজে গগন বিদীর্ণ করে তোলে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর মতপার্থক্য ছিল, কিন্তু তিনিও গান্ধীজির প্রশস্তি গেয়েছেন মুক্তকণ্ঠে। অথচ, এসব কিছু ভুলে ওই ভিন্নমতকে আঁকড়ে ধরে তাঁকে বাঙালি দূরে সরিয়ে রেখেছে, বরাবর। বস্তুত, নেতাজিকে ‘বাঙালি আবেগে’ বাঙালি ভালবাসে। তাঁর লেখাপত্র পড়লে অবশ্য সেই ভালবাসা থাকত কি না সন্দেহ ; আজকের গড় বাঙালির রাজনৈতিক মননে অবক্ষয় ও যাপনে অধোগতি দেখলেই তা বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ এবং নেতাজি কেউই বাঙালির জীবনচর্যায় ‘আদর্শ’ হয়ে ওঠেননি। বরং তাঁদের ক্ষেত্রে যা হয়েছে তা বলা যায় রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় : ‘তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি...!’

সাইমন টিসডাল

ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তি কি টিকবে

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বা হামাসের নতুন নেতৃত্ব–কাউকেই গত সপ্তাহে হওয়া যুদ্ধবিরতিটি দীর্ঘস্থায়ী করতে আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের চাপে নেতানিয়াহু যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে রাজি হতে কার্যত বাধ্য হয়েছেন। গত মে মাসে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিলেও নিজের কট্টর ডানপন্থী মিত্রদের চাপে নেতানিয়াহু সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আসছিলেন। কিন্তু এখন ওয়াশিংটনে ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠান যাতে নষ্ট না হয়, সে জন্য নেতানিয়াহু নিতান্তই অনিচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছেন।

চুক্তি হওয়ার পরপরই নেতানিয়াহু তাঁর ক্ষুব্ধ মন্ত্রীদের আশ্বস্ত করেছেন, এটি সাময়িক এবং তিনি পুরোপুরি এই চুক্তির শর্ত মেনে চলবেন না। জানা যাচ্ছে, তিনি যুদ্ধবিরতির প্রতিবাদে পদত্যাগ করা কট্টর ডানপন্থী মন্ত্রী ইতামার বেন-গভির এবং আরেক কট্টরপন্থী নেতা বেজালেল স্মোত্রিচকে আশ্বাস দিয়েছেন, খুব শিগগির যুদ্ধ আবার শুরু হবে। যুদ্ধবিরতির প্রথম পর্যায় ছয় সপ্তাহ চলবে।

এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা শুরু হওয়ার কথা। সেখানে ইসরায়েলের সম্পূর্ণ সামরিক প্রত্যাহার এবং জীবিত সব জিম্মির মুক্তির বিনিময়ে আরও ফিলিস্তিনি বন্দীকে ছেড়ে দেওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু এই আলোচনা আদৌ শুরু হবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম হারেৎজ–এর বিশ্লেষক আমির টিবন লিখেছেন, ‘নেতানিয়াহুর সামনে যুদ্ধবিরতি বানচাল করার দুটি উপায় রয়েছে–এক. দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্বিত করা (যা তিনি আগেও বাইডেন প্রশাসনের সঙ্গে করেছেন) এবং দুই. পশ্চিম তীরে সংঘর্ষ উসকে দেওয়া। সেখানে এখন আগুন জ্বলছে। তিন জিম্মির ফিরে আসাকে যখন লাখো ইসরায়েলি উদ্‌যাপন করছিলেন, সে মুহূর্তে পশ্চিম তীরের কট্টরপন্থী ইহুদি বসতির বাসিন্দারা কয়েকটি ফিলিস্তিনি গ্রামে বাড়িঘর ও গাড়িতে আগুন ধরিয়েছেন।’

এর বাইরে নেতানিয়াহু দাবি করে বসতে পারেন, হামাস চুক্তির শর্ত মানছে না। গাজা ও লেবাননের ছোটখাটো সংঘর্ষও যুদ্ধবিরতি ভেঙে দেওয়ার সম্ভাব্য অজুহাত হতে পারে। আসলে আগামী দুই সপ্তাহে নেতানিয়াহু কী করেন, তার ওপর এই যুদ্ধবিরতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

অনেকে বলছেন, নেতানিয়াহু শান্তির পথে হাঁটতেও পারেন এবং সরকার ভেঙে দিয়ে আগাম নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঝুঁকিও নিতে পারেন। সে পরিস্থিতিতে তিনি হামাসকে পরাজিত করার কৃতিত্ব নিয়ে নিজেকে একজন যুদ্ধনেতা হিসেবে উপস্থাপন করতে পারেন। এ মুহূর্তে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ ইসরায়েলি ভোটার যুদ্ধের অবসান চান। ফলে নেতানিয়াহু তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভ্যাস থেকে বেরিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তিনি হোয়াইট হাউসের সমর্থন পাবেন। ইসরায়েল হোয়াইট হাউসের সমর্থন পেলে তা ট্রাম্পের সৌদি আরবের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার এবং ইরানকে কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

সমস্যা হলো, হামাস ও তার মিত্র ইসলামিক জিহাদও যুদ্ধবিরতি স্থায়ী করতে চায় না। রোববার বন্দী বিনিময়ের সময় অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় দেখা যায় হামাসকে। হামাসের এ শক্তি প্রদর্শন যদিও সীমিত ছিল, তবু এটি একটি স্পষ্ট বার্তা দেয় যে হামাস এখনো টিকে আছে, তারা এখনো অবশিষ্ট জিম্মিদের নিয়ন্ত্রণ করছে এবং গাজায় এখনো কোনো বিকল্প প্রশাসন নেই। সোমবার এক বিবৃতিতে হামাস ঘোষণা দিয়েছে, তাদের নেতৃত্বেই গাজা আবার ঘুরে দাঁড়াবে।

এদিকে মিসর ও কাতারের মধ্যস্থতায় ফিলিস্তিনে একটি অন্তর্বর্তীকালীন টেকনোক্র্যাট সরকার গঠনের আলোচনা চলছে। পশ্চিম তীরে যে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ রয়েছে, তার মাধ্যমে গাজা পরিচালনার কথাও উঠেছে। কিন্তু বাস্তবে এখনো কেউ দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। ফলে হামাসই শূন্যস্থান পূরণ করছে। এর জন্য আংশিকভাবে দায়ী নেতানিয়াহু। কারণ, তিনি ১৫ মাস ধরে যুদ্ধপরবর্তী পরিকল্পনা করেননি বা এ বিষয়ে আলোচনা করতেই রাজি হননি।

আগামী সপ্তাহগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে, হামাস সম্ভবত দ্রুত তার সামরিক শক্তি পুনর্গঠন শুরু করবে; কারণ, তারা এই যুদ্ধে যে ধ্বংসের শিকার হয়েছে, তার প্রতিশোধ নিতে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আগের মধ্যপ্রাচ্য সংকটের সময় দেখা গেছে, এমন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট দুই পক্ষকে চুক্তি মানতে বাধ্য করার জন্য সক্রিয় হতেন। কিন্তু ট্রাম্প সে ধরনের প্রেসিডেন্ট নন। এর ফলে যদি নেতানিয়াহু ও হামাসের নেতৃত্ব পুনরায় যুদ্ধের পথে হাঁটে, তাহলে হয়তো কেউই তাদের থামাতে পারবে না; যদিও অধিকাংশ ইসরায়েলি, ফিলিস্তিনি এবং সারা বিশ্বের মানুষ এখন শান্তির জন্য অপেক্ষা করছে।

সাইমন টিসডাল দ্য অবজারভার-এর বৈদেশিক সম্পর্কবিষয়ক বিশ্লেষক

দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

ইরাকে অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবাহ বিতর্কিত আইন সংশোধন

আপনজন ডেস্ক: অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবাহ নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কের পর ইরাকের পার্লামেন্ট নারীর অধিকার রক্ষায় কিছু পরিবর্তন এনেছে। একই দিন সংসদে সাধারণ ক্ষমা আইনও পাস করা হয়েছে। ১৯৫৯ সালের পারিবারিক আইন সংশোধনের মাধ্যমে এখন থেকে পরিবার-সংক্রান্ত বিষয় যেমন বিবাহ, উত্তরাধিকার, তালাক এবং সন্তানদের অভিভাবকত্বে নাগরিক বা ধর্মীয় আইন অনুসরণ করার বিকল্প রাখা হয়েছে। এর আগে, এই আইনের একটি খসড়া নারী অধিকারকর্মীদের ক্ষোভ উসকে দিয়েছিল। কারণ, সেখানে মুসলিম মেয়েদের জন্য বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স মাত্র ৯ বছর নির্ধারণের প্রস্তাব ছিল। তবে সংশোধিত আইনে আগের নিয়ম পুনর্বহাল করা হয়েছে। এখন বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর রাখা হয়েছে, তবে অভিভাবক ও বিচারকের সম্মতিতে এটি ১৫ বছর পর্যন্ত করা যাবে। সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আনুজ এএফপিকে বলেন, সংশোধিত আইনে শিয়া ও সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। তবে, চার মাসের মধ্যে ধর্মীয় ও আইনি নিয়মাবলী তৈরি করতে হবে। এছাড়াও, পার্লামেন্ট একটি সাধারণ ক্ষমা আইন পাস করেছে যা আগে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছিল। এই আইনে যাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অপরাধের অভিযোগ রয়েছে, তাদের পুনর্বিচারের সুযোগ দেওয়া হবে। তবে এই আইনে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের পুনর্বিচারের সুযোগ রাখা হয়নি। তদ্ব্যতীত, যারা সরকারি তহবিল আত্মসাৎ করেছেন, তারা চুরি করা অর্থ ফেরত দিলে ক্ষমার সুযোগ পাবেন। সংসদ সদস্য আনুজ ব্যাখ্যা করেন, যারা নির্যাতনের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন অথবা গোপন তথ্যদাতার ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, তারা নতুন করে বিচার পাওয়ার সুযোগ পাবেন। যদিও এই আইনগুলো পাস করতে শিয়া, সুন্নি এবং কুর্দি সম্প্রদায়ের ঐক্যমত্য হয়েছে, তবে পদ্ধতিগত অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সংসদ সদস্য নূর নাফে দাবি করেছেন, ব্যক্তিগত আইন এবং সাধারণ ক্ষমা আইন সংসদে ভোট ছাড়াই পাস করা হয়েছে। নাফে আরও জানান, এমপিরা হাত তোলেননি এবং এই প্রক্রিয়াটিকে অনেকেই প্রহসন বলে মনে করছেন। কিছু আইনপ্রণেতা এই অনিয়মের কারণে আদালতে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন। এই নতুন আইনগুলো ইরাকের রাজনৈতিক সমঝোতার একটি প্রতীক হলেও পাসের প্রক্রিয়ায় অনিয়ম এবং বিতর্ক সরকারের স্বচ্ছতার প্রশ্নে নতুন করে আলোচনা উসকে দিয়েছে।

৫০০ বিলিয়ন ডলারের ‘এআই প্রকল্প’ ঘোষণা ট্রাম্পের

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) অবকাঠামো তৈরির জন্য বেসরকারি খাতে বিপুল বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘আমরা এমন একটি সময়ে প্রবেশ করছি, যখন আমাদের দেশে অভূতপূর্ব মাত্রার বিনিয়োগ আসছে।
মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসের রুজভেল্ট কক্ষে নিজের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম পূর্ণ কর্মদিবসে ট্রাম্প এসব কথা বলেন।
তিনি জানান, ওপেনএআই, সফটব্যাঙ্ক এবং ওরাকল একত্রিত হয়ে ‘স্টারগেট’ নামে একটি নতুন উদ্যোগ চালু করবে।
এ বিষয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘এটি প্রতিভা এবং অর্থের একটি বিশাল সংমিশ্রণ। এই বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো স্টারগেট নামে একটি নতুন আমেরিকান কোম্পানি তৈরি করতে যাচ্ছে। যা যুক্তরাষ্ট্রে AI অবকাঠামোতে অন্তত ৫০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে এবং এর মাধ্যমে ১,০০,০০০-এরও বেশি নতুন আমেরিকান কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে’।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান যে, তিনি ‘জরুরি আদেশের মাধ্যমে এই প্রকল্পকে উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য করবেন’।

ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে মুসলিম দেশগুলোর প্রতি আহ্বান এরদোগানের

আপনজন ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধবিরতির পরও ফিলিস্তিনিদের সমর্থনের জন্য আরব ও মুসলিম দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েপ এরদোগান।
রাজধানী আঙ্কারায় মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে এ আহ্বান জানান তিনি।
মঙ্গলবার রাজধানী আঙ্কারায় মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে এরদোগান আরব ও মুসলিম বিশ্বের প্রতি সংহতি ও মানবিক সহায়তার মাধ্যমে গাজার জনগণকে সমর্থন জানানোর আহ্বান জানিয়েছেন।
বহুমাত্রিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তুরস্ক সক্রিয়ভাবে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সহায়তা করেছে উল্লেখ করেন এরদোগান।
পাশাপাশি বিশাল চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও ভূমি রক্ষায় ফিলিস্তিনি জনগণের স্থিতিস্থাপকতার জন্য তাদের প্রশংসাও করেছেন তিনি।
এরদোগান কারাগারে বন্দি ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে ইসরাইলের অমানবকি আচরণের বিষয়টিও ইঙ্গিত করে বলেন, ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে জিম্মি বিনিময়ের চিত্র দেখে বোঝা যায় কোন পক্ষ মানুষের জীবন ও মর্যাদাকে মূল্য দেয়।

তুরস্কের স্কি রিসোর্টে আগুনে মৃত্যু বেড়ে ৭৬

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কে বোলুতে একটি স্কি রিসোর্টে আগুন লেগেছে। এতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৭৬ জনে দাঁড়িয়েছে। এ ঘটনায় আরো কমপক্ষে ৫০ জন আহত হয়েছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
গ্রান্ড কার্তাল হোটেল নামের ১২তলা ওই আবাসিক হোটেলে স্থানীয় সময় সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে আগুন লাগে। বছরের এই ব্যস্ত সময়ে হোটেলটিতে ২৩৪ জন অতিথি ছিলেন। তুরস্কের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলি ইয়েরলিকায়া বলেছেন, ‘আমরা শোকাহত। ৫২ জনকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা কাজ করছেন।’
বোলু গভর্নর আবদুল্লাহ আজিজ আয়দিন জানিয়েছেন, প্রাথমিক প্রতিবেদনে জানা যাচ্ছে যে চারতলায় হোটেলের রেস্তোরাঁ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল। পরে সেটি উপরের তলাগুলোয় ছড়িয়ে পড়ে।
জানালা থেকে ঝাঁপ
স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, ‘অনেকে ভয় পেয়ে জানালা দিয়ে লাফ দেয়। অনেকে জানালার সাথে বেডশিট ও কম্বল বেঁধে নিচে নামতে চায়।
টিভি ফুটেজে দেখা গেছে, হোটেলের ছাদ ও উপরের তলাগুলো জ্বলছে, কালো ধোঁয়া উঠছে।
পাশের হোটেলে কাজ করা ওমর সাকরাক বলেছেন, ‘একজন তার এক বছরের বাচ্চাকে বাঁচানোর জন্য মরিয়া ছিলেন। তিনি বলছিলেন, আমি বাচ্চাকে ছুঁড়ে দিচ্ছি। এখানে থাকলে সে পুড়ে মারা যাবে।’ স্কি ইন্সট্রাক্টর নেকমি কেপসিতুতান বেসরকারি টিভি এনটিভিকে জানিয়েছেন, তিনি ২০ জনকে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু এত ধোঁয়া ছিল যে ফায়ার এসকেপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।
তদন্ত শুরু
তুরস্কের কর্তৃপক্ষ এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এনটিভি জানিয়েছে, হোটেলে ১৬১টি কক্ষ ছিল। ঘরগুলোতে কাঠের কারুকার্য ছিল। তার ফলে আগুন দ্রুত ছড়িয়েছে। সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ৩০টি দমকল ইঞ্জিন ও ২৮টি অ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে যায়। কাছাকাছি যে হোটেলগুলো আছে, সেগুলো থেকেও সবাইকে সরিয়ে নেয়া হয়।
তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েপ এরদোগান জানিয়েছেন, দোষীরা শাস্তি পাবেই।
পুলিশ এখনো পর্যন্ত নয়জনকে গ্রেফতার করেছে।

জেনিনে ইসরাইলি হামলায় নিহত ৯, আহত ৩৫

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ পশ্চিম তীরের জেনিন শহরে ইসরাইলি হামলায় কমপক্ষে নয়জন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছে ৩৫ জনেরও বেশি মানুষ। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে।
মঙ্গলবার ইসরাইলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, সৈন্য, পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ‘সন্ত্রাসবাদবিরোধী অভিযান’ শুরু করেছে। তবে তারা এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি।
ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (পিএ) নিরাপত্তা বাহিনীর একজন মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেন, ইসরাইলি বাহিনী বেসামরিক নাগরিক এবং নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর গুলি চালিয়েছে। এ হামলায় কয়েকজন বেসামরিক নাগরিক এবং নিরাপত্তাকর্মী আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন, ’এই অভিযানের লক্ষ্য সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করা।’ ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর এক মুখপাত্র বলেন, চলমান অভিযানকে লৌহ প্রাচীর বা আয়রন ওয়াল বলা হচ্ছে।

জার্মান রাজনীতিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আলোড়ন

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ নিয়ে উদ্বিগ্ন জার্মান রাজনীতিবিদরা। অতি ডানপন্থী এএফডি এতে অবশ্য আনন্দিত। ট্রাম্পের শপথ অনুষ্ঠানেও তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।
জলবায়ু সুরক্ষা নীতি বাতিল ও ইউরোপীয় পণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক আরোপের হুমকি দেওয়া, পানামা খাল ও গ্রিনল্যান্ড দখলে নেওয়ার মতো নব্যসাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা–অনেক জার্মান রাজনীতিবিদই ট্রাম্প আর কী কী করতে পারেন, তা নিয়ে আশঙ্কায় রয়েছেন।
তা সত্ত্বেও শপথ গ্রহণের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদ শুরু করা ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শোলজ।
ভবিষ্যতের জন্য ট্রাম্পের ‘শক্তি ও সাফল্য’ কামনা করে শোলজ বলেছেন, ‘আমরা একসঙ্গে কাজ করলে আটলান্টিকের দুই তীরে স্বাধীনতা, শান্তি ও নিরাপত্তা, একই সঙ্গে সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ গতি প্রদান করতে পারি।’
কিন্তু ওয়াশিংটনের শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এসপিডি) শোলজ, ছিলেন না জার্মানির বিরোধীদলীয় নেতা রক্ষণশীল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নের (সিডিইউ) ফ্রিডরিশ ম্যার্তসও। ট্রাম্প শুধু রাজনৈতিকভাবে সমমনা রাজনীতিবিদদেরই শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।
আমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি ও আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মাইলির মতো নেতারা।
কূটনৈতিক বিপত্তি
অনেক জার্মান রাজনীতিবিদই আকারে-ইঙ্গিতে বা প্রকাশ্যেই বলেছেন, তারা ডেমোক্রেটিক প্রার্থী কমলা হ্যারিসকেই হোয়াইট হাউসে দেখতে চেয়েছিলেন। জার্মানির রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শুধু অতি ডানপন্থী অল্টারনেটিভ ফর জার্মানি (এএফডি) দলই আরেকটি ট্রাম্প প্রশাসনের অপেক্ষায় ছিল বলে মনে করা হয়।
ট্রাম্পের অনুগত ইলন মাস্ক তার সামাজিক যোগাযোগ প্ল্যাটফরম এক্সে খোলাখুলিভাবেই এএফডিকে সমর্থন করে লিখেছিলেন, ‘(কেবলমাত্র) এএফডিই জার্মানিকে বাঁচাতে পারে।
’ জার্মান চ্যান্সেলর শোলজকে ‘অযোগ্য বোকা’ বলেও অভিহিত করেছিলেন তিনি। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত জার্মানির রাষ্ট্রদূত আন্দ্রেয়াস মিশেলিসের ফাঁস হওয়া একটি গোপন বার্তা উত্তেজনা বাড়াতে আরো ভূমিকা রেখেছে। জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবককে পাঠানো ট্রাম্পের তীব্র সমালোচনা করে লেখা একটি কূটনৈতিক তারবার্তা গণমাধ্যমে ফাঁস হয়ে গেছে। রাষ্ট্রদূত বার্তায় বলেছেন, ট্রাম্প ‘সর্বোচ্চ ব্যাঘাত’ ঘটানোর এজেন্ডা অনুসরণ করছেন এবং তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মূলত মৌলিক গণতান্ত্রিক নীতি এবং মার্কিন নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য ব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ণ করছেন।
মধ্য ডানপন্থী সিডিইউর চ্যান্সেলর প্রার্থী ফ্রিডরিশ ম্যার্তস এই বার্তা ফাঁস হওয়ার ঘটনাকে জার্মান-মার্কিন সম্পর্কে একটি বিপর্যয় বলে মন্তব্য করেছেন।
জার্মান সম্প্রচারমাধ্যম
ডয়চলান্ডফুংককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ম্যার্তস বলেন, ‘এটি ওয়াশিংটনে জার্মান সরকারের সুনামের ওপর একটি বিশাল আঘাত। এই ফেডারেল সরকারের কেউ শিগগিরই ওয়াশিংটনে কোনো মধ্যস্থতাকারী খুঁজে পাবে না।’
ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান
এদিকে চ্যান্সেলর শোলজ ট্রাম্পের মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছেন এবং গ্রিনল্যান্ড নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার বিষয়ে ট্রাম্পের দাবির তীব্র সমালোচনা করেছেন। অন্যদিকে ম্যার্তস এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন।
জনমত জরিপ অনুসারে, ২৩ ফেব্রুয়ারির আসন্ন নির্বাচনে জার্মানির পরবর্তী চ্যান্সেলর হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে আছেন ম্যার্তস।
তেমনটা হলে জার্মান সরকারের প্রধান হিসেবে তাকেই ট্রাম্পের বর্তমান প্রশাসনকে মোকাবেলা করতে হবে। ম্যার্তস বলেছেন, তিনি ট্রাম্পের সঙ্গে ‘চোখে চোখ রেখে’ কথা বলতে চান এবং ‘ইউরোপের স্বার্থ ঐক্যবদ্ধ করার’ ওপর মনোনিবেশ করতে চান।
বার্লিনে মধ্য ডানপন্থী ইউরোপীয় দলগুলোর শীর্ষ সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, ‘যতক্ষণ ইউরোপের সদস্য রাষ্ট্রগুলো ঐক্যবদ্ধ থাকবে, ততক্ষণ তারা বিশ্বে সম্মানিত হবে, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও। যতক্ষণ তারা বিভক্ত থাকবে, ততক্ষণ কেউ আমাদের গুরুত্ব সহকারে নেবে না। সুতরাং আমার মতে, এটিই চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়ার সময়।’
ট্রাম্পকে পাঠানো হাতে লেখা এক অভিনন্দনপত্রে ম্যার্তস আরো লিখেছেন, ‘যদি জার্মান জনগণ আমাকে চ্যান্সেলর পদের দায়িত্ব দেয়, তাহলে আমাদের সম্পর্কের নতুন অধ্যায়ে আপনার সঙ্গে কাজ করা আমার অগ্রাধিকারের মধ্যে একটি হবে।’
জার্মানির কট্টরপন্থীদের আমন্ত্রণ
ট্রাম্পের প্রথম প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন জার্মান চ্যান্সেলর ছিলেন সিডিইউর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল। এবারও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অংশীদারি অব্যাহত রাখার পক্ষে কথা বলেছেন মার্কেল।
সম্প্রতি প্রকাশিত এক স্মৃতিকথায় দীর্ঘদিনের এই রাজনীতিবিদ ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে তার নানা সংকটের কথা খোলাখুলিভাবেই প্রকাশ করেছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

এবার যুক্তরাষ্ট্রের কোস্ট গার্ডপ্রধানকে বরখাস্ত করলেন ট্রাম্প

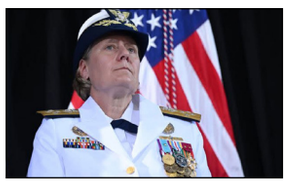

আপনজন ডেস্ক: এবার যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলরক্ষী বাহিনী বা কোস্টগার্ডের প্রধানকে বরখাস্ত করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত সোমবার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার দিনই বাইডেন আমলের গুরুত্বপূর্ণ অনেক কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করার প্রক্রিয়া শুরুর ধারাবাহিকতায় তিনি এ পদক্ষেপ নিলেন। গতকাল মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দপ্তর কোস্টগার্ডের প্রধান কমান্ড্যান্ট অ্যাডমিরাল লিন্ডা লি ফাগানকে সরিয়ে দেওয়ার এ তথ্য জানিয়েছে। মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর কোনো শাখার প্রথম ইউনিফর্মধারী নারীপ্রধান ছিলেন তিনি। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বেনিয়ামিন হাফম্যান কোস্টগার্ডের ওয়েবসাইটে দেওয়া একটি বার্তায় লিন্ডা লি ফাগানকে তার ‘দীর্ঘদিনের ও বর্ণাঢ্য পেশাগত দায়িত্ব পালন’ শেষে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, ‘নেতৃত্বের ঘাটতি, অপারেশনাল ব্যর্থতা এবং মার্কিন কোস্টগার্ডের কৌশলগত উদ্দেশ্যগুলো এগিয়ে নিতে অক্ষমতার কারণে হাফম্যান ফাগানকে তার পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।’ নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কর্মকর্তা বলেন, এর অন্যতম কারণ হলো ফাগানের বৈচিত্র্য, সমতা এবং অন্তর্ভুক্তি (ডিইআই) নীতির ওপর ‘অতিরিক্ত’ মনোযোগ। ফাগান এবং কোস্টগার্ডের সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্য করা সম্ভব হয়নি। ট্রাম্প ফেডারেল সরকারি সংস্থাগুলোতে ডিউআই প্রোগ্রামগুলো বাতিল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই প্রোগ্রামগুলোর লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র বাহিনীজুড়ে বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করা, যাতে তারা আমেরিকানদের রক্ষা করার জন্য কাজ করে। কোস্টগার্ড অতীতে যৌন নির্যাতনের অভিযোগের জন্য তদন্তের মুখোমুখি হয়েছে, বর্ণবাদের অভিযোগও রয়েছে। কোস্টগার্ড একটি সশস্ত্র বাহিনী হলেও, এটি পেন্টাগনের নয়, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের অধীনে পড়ে। ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসম্যান রিক লারসেন বলেছেন, ‘ফাগানকে অপসারণের সিদ্ধান্ত ভুল, এটি বাহিনীকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।’
মার্কিন কোস্ট গার্ড যৌন নির্যাতনের জন্য তদন্তের মুখোমুখি হচ্ছে। একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে, তারা কয়েক দশক ধরে চলা নির্যাতনের ঘটনা ধামাচাপা দিয়েছে। সিনেটের একটি উপকমিটি জানিয়েছে, এটি ভুক্তভোগীদের লজ্জা দিয়েছে ও অপরাধীদের মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৩মি.

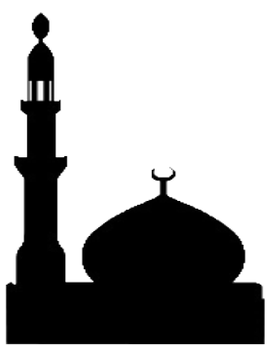

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৪	৬.১৮
যোহর	১১.৫৪	
আসর	৩.৪৩	
মাগরিব	৫.২৩	
এশা	৬.৩৬	
তাহাজ্জুদ	১১.০৯	

জার্মানিতে পার্কে ছুরি হামলায় নিহত ২

আপনজন ডেস্ক: জার্মানিতে একটি পার্কে বুধবার ছুরি হামলায় ২ জন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন।
বুধবার (২২ জানুয়ারি) আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, জার্মানির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় বাভারিয়া রাজ্যের আসচাফেনবার্গে সহিংস এ ঘটনার পর সন্দেহভাজন একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
পুলিশ জানিয়েছে, সকাল পৌনে ১১টার দিকে শোয়েন্টাল পার্কে ছুরি হামলার এমন ঘটনা ঘটে।
সন্দেহভাজনকে ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ইন্দোনেশিয়ার সরকারি কর্মচারীদের বহুবিবাহ নিয়ন্ত্রণে কঠোর বিধি জারি

আপনজন ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তার সরকারি পুরুষ কর্মচারীদের জন্য বহুবিবাহ নিয়ে একটি ডিক্রি জারি করা হয়েছে।
এই ডিক্রি নিয়ে নতুন করে বিতর্ক উসকে দিয়েছে। তবে সমালোচকেরা বহুবিবাহকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন। কারণ তারা মনে করেন, এটি নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক এবং ক্ষতিকর।
গত ৬ জানুয়ারি জাকার্তার অস্থায়ী গভর্নর তেগুহ সেতিয়াবুদি একটি নিয়ম জারি করেছেন। এর মাধ্যমে দেশটির ১৯৭৪ সালের বিয়ের আইনের অধীনে থাকা বহুবিবাহের শর্তগুলো পুনর্ব্যাখ্যা ও কঠোর করা হয়েছে।
নতুন ডিক্রি অনুযায়ী–সরকারি পুরুষ কর্মচারীরা বহুবিবাহ করতে পারেন যদি, প্রথম স্ত্রী যদি বৈবাহিক দায়িত্ব পালনে শারীরিকভাবে অক্ষম হন, তবে অবশ্যই মেডিকেল সনদ দেখাতে হবে। ১০ বছরের বিবাহিত জীবন কাটানোর পরও যদি প্রথম স্ত্রী সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম হন তবে তার বন্ধ্যত্বের প্রমাণ দিতে হবে।
এ ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর লিখিত সম্মতি এবং আদালতের অনুমোদন প্রয়োজন। জাকার্তা এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি এই ডিক্রিকে শহরের উচ্চ বিবাহ বিচ্ছেদের হার কমানোর প্রচেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করেছে। সংস্থাটি সরকারি কর্মচারীদের বিষয়গুলো তদারকি করে।

ট্রাম্পকে কটাক্ষ ডেনিশ এমপির, গ্রীনল্যান্ড দখল ইস্যুতে কড়া বার্তা

আপনজন ডেস্ক: গ্রীনল্যান্ড ইস্যুতে নতুন ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের কড়া সমালোচনা করেছেন ডেনিশ রাজনীতিবিদ অ্যান্ডারস ভিস্টিসেন। মঙ্গলবার স্ট্রাসবার্গের ইউরোপীয় পার্লামেন্টে নতুন মার্কিন প্রশাসন নিয়ে আলোচনার সময় তিনি গ্রীনল্যান্ড ইস্যুর সমালোচনা করেন। খবর আরটিই’র। স্ট্রাসবার্গের ইউরোপীয় পার্লামেন্টে তিনি বলেছেন, ‘গ্রিনল্যান্ড বিক্রির জন্য নয়।’ এ সময় তিনি ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করেন। এরপর তার মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। নভেম্বরে পুনঃনির্বাচিত হওয়ার পর থেকে ট্রাম্প ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ডকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ করার আগ্রহ প্রকাশ করে আসছেন।
তিনি গ্রিনল্যান্ড হস্তান্তরে ডেনমার্ককে রাজি করানোর ক্ষেত্রে সামরিক বা অর্থনৈতিক শক্তি ব্যবহারের কথাও অস্বীকার করেননি। এদিকে স্ট্রাসবার্গের ইউরোপীয় পার্লামেন্টে নতুন মার্কিন প্রশাসন নিয়ে আলোচনার সময় অশ্লীল ভাষা ব্যবহারের জন্য ডেনিশ রাজনীতিবিদ অ্যান্ডার্স ভিস্টিসেনকে বরখাস্ত করা হয়েছে। অ্যান্ডারস ভিস্টিসেন বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সতর্কভাবে শুনুন। গ্রিনল্যান্ড বিক্রির জন্য নয়। আমাকে একটি শব্দ প্রয়োগ করতে দিন, যেটা হয়তো আপনি বুঝবেন।

ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মিত্র বাহিনীর ২ লাখ সদস্য প্রয়োজন: জেলেনস্কি

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, রাশিয়ার সঙ্গে যে কোনো শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে ন্যূনতম মিত্র বাহিনীর ২ লাখ সদস্য প্রয়োজন।
দাভোসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের এক আলোচনায় তিনি ইউরোপের প্রতি আহ্বান জানান, ইউক্রেনের সংকটে নিজেদের দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হবে।
জেলেনস্কি বলেন, ইউরোপকে একটি অপরিহার্য বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি বা ডোনাল্ড ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে না থেকে ইউরোপকে সম্মিলিতভাবে রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, রাশিয়ার যুদ্ধে উত্তর কোরিয়ার সৈন্যদের উপস্থিতি এবং ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী কুর্স্ক অঞ্চলে লড়াই এই সংঘাতের মাত্রা বাড়িয়েছে।
জেলেনস্কি সতর্ক করেন, ইউরোপীয় নেতাদের মনে রাখা উচিত, রাশিয়া থেকে তাদের দেশগুলোকে পৃথক করে এমন কোনো মহাসাগর নেই। উত্তর কোরিয়ার সৈন্যরা যে অঞ্চলে লড়াইয়ে অংশ নিচ্ছে, তা দাভোস থেকে খুবই কাছে। জেলেনস্কি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনীর প্রয়োজনীয়তার কথা জানান। তার মতে, মিনিমাম ২ লাখ সদস্যের একটি বাহিনী দরকার। এর চেয়ে কম হলে কোনো কাজ হবে না।

প্রথম নজর

জল ও শৌচাগার নিয়ে সেমিনার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলার রাজনগর ও খয়রাশোল ব্লক এলাকা মূলত রুক্ষ সূক্ষ্ম এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। এখানে জলসঙ্কটের প্রভাব লক্ষনীয়।সেই পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াটার ফর পিপল এর আর্থিক সহায়তায় এবং টুমোরোজ ফাউন্ডেশন নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে রাজনগর ও খয়রাশোল ব্লক এলাকায় জল ও শৌচাগার সম্পর্কিত বিষয়ে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেই হিসেবে মঙ্গলবার ও বুধবার পৃথক পৃথক ভাবে দুদিনে দুটি জল সমস্যা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত শিবিরে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বিডিও সহ ব্লক পর্যায়ের বিভিন্ন আধিকারিকদের নিয়ে মূলতঃ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। জল সংকট নিরসনে কি করনীয়, আপাতত সংগঠন কতৃক কি কি কাজ করা হয়েছে সেসমস্ত মডেলগুলো প্রোজেক্টরের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এছাড়াও আগামী দিনে আরো কি কি কাজ হতে পারে তাহার রূপরেখা তৈরি তথা মতামত জানানোর আহ্বান করা হয়। পাশাপাশি সমীক্ষার ভিত্তিতে জানা গেছে শৌচাগার থাকলেও তার ব্যবহার খুব বেশি হয় না। তাছাড়াও শৌচাগার চেম্বারের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে।

সাত দিনের সবলা মেলা শুরু করণদিঘিতে

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি ব্লকের করণদিঘি হাইস্কুল মাঠে বুধবার থেকে শুরু হয়েছে সাত দিনের সবলা মেলা। এই মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ও গোলাম রাব্বানী, জেলাশাসক সুরেন্দ্র কুমার মীনা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন, করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।
মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন তাঁর বক্তব্যে জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই মেলা আয়োজন করা হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হলো গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। মেলায় মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি পাটজাত সামগ্রী, জামাকাপড়, হস্তশিল্প সহ বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা হবে।
মেলার মাধ্যমে মহিলারা তাদের দক্ষতাকে আরও প্রসারিত করার সুযোগ পাবেন এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারবেন। এটি কেবল একটি মেলা নয়, বরং মহিলাদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে তারা তাদের পণ্যের যোগ্য মূল্য পেতে পারেন। গ্রামীণ অর্থনীতি মজবুত করতে এবং মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। মেলা আগামী সাত দিন ধরে চলবে এবং এটি এলাকার মানুষের কাছে দারুণ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

অযোধ্যা কালিদাসী স্কুলে পিঠে পুলি উৎসব

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: অযোধ্যা কালিদাসী বিদ্যানিকেতনে গত বছর থেকে শুরু হয়েছে পিঠে পুলি উৎসব ও নবীন বরণ।
পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে যারা নতুন ভর্তি হয় তাদেরকে বরণ করে নেয় দশম ও নবম শ্রেণীর দিদি -দাদারা। এবারেও অযোধ্যা কালিদাসী বিদ্যানিকেতন প্রাঙ্গনে তেমন ভাবেই বরণ করে নেওয়া হলো নতুন শিক্ষার্থীদের। আর তারপরেই শুরু হয়ে গেল পিঠে পুলি খাওয়া। বিভিন্ন শ্রেণীর আলাদা আলাদা করে স্টল ছিল। তাতে কোথাও ছিল তেল পিঠা কোথাও দূত পিঠা কোথাও পাটিসাপটা। তেল পিঠাই ছিল তিন রকমের।
তারপরে ছিল মোয়া, ঘুগনি ,ফুচকা, চাওমিন, পেয়ারা মাখা আরো কত কি! শুরু থেকেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষয়ত্রীরা স্বাদ নিল শিক্ষার্থীদের বানানো পিঠেপুলির। কয়েকজন তো খেতে খেতেই বললেন পিঠাগুলো স্বাদ দারুণ। শিক্ষকেরা বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য কিনে ডেকে ডেকে খাওয়ালো ছাত্র-ছাত্রীদের। নিমেষের মধ্যে সব শেষও হয়ে গেল। ছাত্র-ছাত্রীরা লাভও করেছে বেশ পরিমাণে। নবম শ্রেণীর দেয়া, দশম শ্রেণীর দিপা রা জানালো যা কিছু এনেছিলাম সব শেষ। গতবারের থেকে প্রায় দ্বিগুণ লাভ করেছি। আমরা খুব খুশি।
বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দেবাশীষ মন্ডল জানালেন, নতুনদের বরণ করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গতবার থেকে পিঠে পুলি উৎসবেরও আয়োজন করছি আমরা। সবাই খুব আনন্দে অংশ নিচ্ছে। নতুন শিক্ষাবর্ষে শুরুর দিকেই ওদের মধ্যে উৎসাহ ভরে দেওয়ার জন্যই আমাদের এই আয়োজন।

আচমকা বন্ধ সড়ক সম্প্রসারণ, মরণফাঁদে গলসির মানুষ!

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: আচমকা বন্ধ হয়ে গেছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণের কাজ। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা এই কাজ হঠাৎ থেমে যাওয়ায় পুরসা থেকে গলিগ্রাম পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তায় তৈরি হয়েছে মৃত্যুর ফাঁদ। পথচারী থেকে যানবাহন চালক, প্রত্যেকেই জীবন নিয়ে আশঙ্কার মধ্যে রয়েছেন। কাজ বন্ধের কারণে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
জানতে পারা গিয়েছে, গলিগ্রাম ও মথুরাপুর এলাকায় দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে ওভারব্রিজ তৈরির কাজ চলছিল। কিন্তু সম্প্রতি নির্মাণকারী সংস্থা সমস্ত কাজ বন্ধ করে মেশিনপত্র গুটিয়ে নিয়ে চলে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কাজ প্রায় শেষের দিকে থাকলেও এই বন্ধের কোনো কারণ স্পষ্ট করা হয়নি। রাস্তার দুই পাশে গাড়ি চলাচল করায় যানজট ও দুর্ঘটনার ঘটনা বাড়ছে। পাশাপাশি ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে হিমসিম খাচ্ছে পুলিশ। গলিগ্রামের বাসিন্দা অসীম চক্রবর্তী জানান, “গলিগ্রামের ওভারব্রিজ তৈরির কাজ প্রায় শেষের মুখে ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই নির্মাণকারী সংস্থা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে নিত্যদিন যানজট তৈরি হচ্ছে গলিগ্রামে। সাধারণ মানুষকে সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। আমার অনুরোধ, বিষয়টি জেলা প্রশাসন দেখে ব্যবস্থা নিক।” পুরসার বাসিন্দা নাজমুল জামাদার বলেন, “আমাদের গ্রামের পাশে জাতীয় সড়কের ওপর ওভারব্রিজ তৈরির কথা ছিল। সেই কাজ শুরু হয়নি। এর ফলে এখানেও প্রতিদিনই দুর্ঘটনা ঘটছে। আমরা চাই, অবিলম্বে কাজ শুরু হোক এবং মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক।” নাজমুল আরও জানান, “স্কুল পড়ুয়াদের প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পার হতে হচ্ছে। পাশাপাশি, আমরাও সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছাতে পারছিনা।” এমন চললে এবারে আমাদের বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে হবে। বাইক চালক সন্দীপ রায় জানান, “অজানা কারনে জাতীয় সড়কের কাজ বন্ধ। গলিগ্রামের ওভারব্রিজের কাজ প্রায় শেষ। তারপরও ওভারব্রিজ চালু করেনি। এখানে সাইট রাস্তায় গর্ত হয়ে গেছে। রাতে রাস্তায় চলাচল করা খুবই বিপজ্জনক। আজই গলিগ্রামের জিও পাম্পের কাছে পরপর তিন চারটি গাড়ি এক্সিডেন্ট হল। বেশ কয়েকজন জখম হয়েছে। আগেরদিন এখানে এক বাইক চালককে পিষে দিয়েছে একটি গাড়ি। গলিগ্রামের ওভারব্রিজটি চালু হলে দুর্ঘটনা হার কমতো। আমাদের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে কেউই ভাবছে না কেন ?” স্থানীয়দের অনেকের অভিযোগ, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার জন্যই নিত্যদিন দুর্ঘটনা বাড়ছে। এদিকে কাজ বন্ধের ফলে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যে কাজ শুরু না হলে তারা আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

মৃতের নামে আধার কার্ড বানিয়ে জমি হাতানোর ‘ফন্দি’ আঁটায় গ্রেফতার ১

জিয়াউল হক ● হুগলি

আপনজন: হুগলির পোলবা কোটালপুরের বাসিন্দা আব্বাস আলি নায়েক। নিজেকে গোলাম মোর্তাজা বলে দাবি করে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের কাছে একটি ২১ শতক জমি বিক্রির চেষ্টা করেন তিনি। জাল আধার কার্ড বানিয়ে ৪০ বছর আগে মৃতের নামে থাকা জমি বিক্রির ফন্দি করেছিলেন। পুলিশের জালে ধরা পড়লেন এমনই এক অভিযুক্ত। কোথা থেকে তিনি জাল আধার কার্ড তৈরি করিয়েছেন, খোঁজ নিচ্ছে পুলিশ। হুগলির দাদপুর থানার মহেশ্বরপুরের ঘটনা।
পুলিশ সূত্রের খবর, হুগলির পোলবা কোটালপুরের বাসিন্দা আব্বাস আলি নায়েক। তিনি নিজেকে গোলাম মোর্তাজা বলে দাবি করে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের কাছে একটি ২১ শতক জমি বিক্রির চেষ্টা করেন। ওই জমির বর্তমান বাজারমূল্য কয়েক কোটি টাকা। অন্য দিকে, আসল গোলাম মোর্তাজা মারা গিয়েছেন বছর ৪০ আগে। তাঁর ছেলে রফিকুল ইসলাম বলেন, “মহেশ্বরপুরে হাইরোডের পাশে দুটি দাগ নম্বরে মোট ২১ শতক জমি রয়েছে আমার বাবার নামে। সেই জমি কিনতে ইচ্ছুক এক জনকে নিয়ে আমার সঙ্গে এক ব্যক্তি দেখা করতে আসেন।” রফিকুল জানান, তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করবেন,এমন কথা কাউকে বলেননি। তাই ওই দুই ব্যক্তির আগমনে অবাক হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যেই এক জন আব্বাস। তাঁর কাছ থেকে যে আধার কার্ড পাওয়া যায় সেটিতে নাম রয়েছে রফিকুলের বাবা। ওই প্রৌঢ়ের কথায়, “বাবার নামে আধার কার্ড। কিন্তু ছবি রয়েছে আব্বাস আলি নামে ওই ব্যক্তির। আমার বাবা মারা গিয়েছেন প্রায় চল্লিশ বছর আগে। পুরো বিষয়টিতে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছে। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাদপুর থানায় অভিযোগ করি। তার পরে জানা গেল পরিকল্পনার কথা।”
পুলিশ জানিয়েছে, আধার জাল করে অন্যের জমি বিক্রির পরিকল্পনা করছিলেন অভিযুক্ত। ওই অভিযোগে আব্বাসকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার তাঁকে আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। বিচারক চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। কোথা থেকে জাল আধার কার্ড তৈরি করা হয়েছে, ওই চক্রে আরও কেউ যুক্ত কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক সন্দেহ, ওই ভাবে জাল কাগজপত্র দেখিয়ে ক্রেতার বিশ্বাস অর্জন করতেন প্রতারক। তার পর জমি দেখিয়ে অগ্রিম টাকাপয়সা নিয়ে গা ঢাকা দিতেন।

বাঘের হানায় মৃত মৎস্যজীবী পরিবারকে চেক

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: কুলতলীর মৈপীঠে ঘন ঘন বাঘের হানা দুই সপ্তাহে ৬ বার আতঙ্ক মানুষ এর মধ্যে এই নিয়েই দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন দপ্তর এর উদ্যোগে মৈপীঠের বিনোদপুর কমিউনিটি হলে কুলতলী ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক তিনটি পঞ্চায়েত প্রধান,উপ প্রধান, জে এফ এম সি মেম্বার, টাইগার কুইক রেসপন্স টিম, একাধিক এনজিওর প্রতিনিধি পঞ্চায়েত এর সদস্য, ব্লক সভাপতি, অঞ্চল সভাপতি নিয়ে মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগীয় আধিকারিক নিশা গোস্বামী, অতিরিক্ত বন বিভাগীয় আধিকারিক অনুরাগ চৌধুরী, বিডিও সুচন্দন বৈদ্য, মৈপীঠ ওসি, কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির বন ওভূমি কর্মাধ্যক্ষসহ অন্যরা। বৈঠকে একাধিক অভিযোগ করা হয়। বৈঠকে বিদ্যুৎ দপ্তর এর লোকজন দেরিতে আসায় ক্ষোভ তৈরী হয়। এদিন মৃত মৎসজীবী বর্ণধর মন্ডলের স্ত্রীর হাতে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগীয় আধিকারিক নিশা গোস্বামী।

মালদা মেডিক্যালে নতুন বিভাগ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্য চালু হল আরও একটি এমারজেন্সি বিভাগ। মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মুকুটে যুক্ত হল নতুন পালক। মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ট্রমা ইউনিটের সার্জারি বিভাগের আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন হলো বুধবার।প্রায় সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ ফিতে কেটে ট্রমা ইউনিটের সার্জারি বিভাগের আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান তথা মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, মালদা মেডিকেলের প্রিন্সিপাল পার্থ প্রতিম মুখার্জি, এম এস ভি পি প্রসেনজিৎ বর সহ অন্যান্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। আপাতত ১০টি শয্যা বেড থাকবে সার্জারি বিভাগে। কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী জানান, দুর্ঘটনাগ্রস্থ কোনও রোগী ভর্তি হলে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে।

রায়দিঘির আর এক সমবায়ে জয়ী তৃণমূল

নকিব উদ্দিন গাজী ● রায়দিঘি

আপনজন: বুধবার দিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘী বিধানসভার নন্দকুমারপুর অঞ্চলের দক্ষিণ জয়কৃষ্ণপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচন হয়, সেই নির্বাচনের পর গণনার শেষ হয় রাতে ৯ টি প্রার্থীর মধ্যে ৯ টি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জয় লাভ করে, মা মাটি মানুষের প্রতিটি কর্মী সমর্থক ও নেতৃত্বদের সাথে জয়ের উচ্ছ্বাস ও আনন্দ ভাগ করে নিতে উপস্থিত হয়েছিলেন রায়দিঘী বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা সহ মথুরাপুর ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বগন এদিন রায়দিঘি বিধানসভার বিধায়ক অলোকজলদাতা বলেন, এ জয় মা মাটি মানুষের জয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিকে দিকে উন্নয়ন করেছে আর সেই উন্নয়নের কারণে একের পর এক সমবায় তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থিত প্রার্থীরা জয়লাভ করছে এর থেকে বোঝা যায় বিরোধীদের কোন স্থান নেই, এ জয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়। এ জয় মা মাটি মানুষের জয়।

শহরে হেলে পড়া বাড়ির সংখ্যা জানিয়ে দিলেন মেয়র ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: পুরসভার আইন হচ্ছে যখন প্ল্যান জমা হয়। তখন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ দেখার দায়িত্ব ইঞ্জিনিয়ার দের। ট্যাংরায় হেলে পড়া বাড়ি প্রসঙ্গে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন,এটা নিয়ে আমরা ভাঙার জন্য নির্দেশ দিয়েছেই। কারণ ওই বাড়িটি নির্মীয়মান।শহরে হেলা বাড়ির সংখ্যা প্রায় ৩০ টি। মেয়রের দাবি অঞ্চল সহ এরকম একাধিক বাড়ি বছরের পর বছর জেলে রয়েছে। হেলা নিয়ে এত হইহই করার দরকার নেই।
বিজয়গড়ের বাড়ির জন্য দুজন ইঞ্জিনিয়ারদের সাসপেন্ড করা হয়েছে। ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাণ্ডে দুই ইঞ্জিনিয়ার দের সাসপেন্ড করা হয়েছে। রিপোর্ট জমা পড়েছে। টেকনিক্যাল ফল্ট উল্লেখ করে রিপোর্ট জমা পড়েছে। বিল্ডিং কমিটিতে সেই রিপোর্ট ফেলে তার পরে আমরা সিদ্ধান্ত নেব বলে জানান মেয়র। তিনি আরো বলেন,বেআইনি বাড়ি নিয়ে আমি যে নিয়ম করে দিয়েছি,সেখানে যেনো এডমিনিস্ট্রেশনের কোন ল্যাপস না হয়। এখানে রাজনীতির বিষয় নয়। আমরা নবান্নতে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছি সেটা পাস হলে আমরা বেআইনি বাড়ির আটকাতে পারব। আমরা নোটিফিকেশন করে দিয়েছি যে কি কি হবে সেটা একটা নোটিশ করে দেব। ক্রিস্টোফার রোডে বাড়ি ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনো বেআইনি বাড়ি নয়। বামেদের বিক্ষোভ দেখার মত শক্তি আছে নাকি। আমি বলেছি তাদের যা যা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজনগরের ঘটনায় এফআইআর হলেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বুধবার মেয়র সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন এবার কি হেলে পড়া বাড়ি বাঁশ দিয়ে সোজা করবে পুরসভা। তার দাবি অবৈধ বাড়ি নির্মাণ রুখতে তিনি যে নিয়ম করে দিয়েছেন তা পাস হলে গোটা রাজ্যে সব পুরসভা সেই নিয়ম অনুসরণ করবে। শুধু তাই নয় কম জমিতে বাড়ি বানানোর ক্ষেত্রে জমি ছাড় দেওয়ার বিষয়টিতে বিশেষ রথ বদল আনা সুপারিশ করা হয়েছে।

সিউড়িতে নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

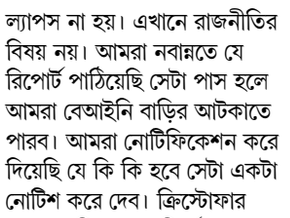

আপনজন: মুদি দোকানে যাওয়াই কাল। বীরভূমের সিউড়িতে নাবালিকা ক্রেতাকে ধর্ষণের অভিযোগ দোকানদারের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকেই উধাও অভিযুক্ত। তাকে গ্রেপ্তারের দাবিতে উত্তাল হাটজন বাজার এলাকা। দোকানে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা। পোড়ানো হয় টায়ার। অভিযুক্তের দাদাকে আটক করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, সিউড়ির হাটজন বাজারের বাসিন্দা ওই নাবালিকা। এলাকাতেই মুদিখানা দোকান অভিযুক্ত প্রদীপ কীর্তনিয়ার। মঙ্গলবার রাতে প্রদীপের দোকানে গিয়েছিল বছর এগারোর ওই নাবালিকা। সেই সময় দোকানে আরও অনেকে ছিলেন। প্রদীপের দোকানের উলটোদিকেই একটি বাড়ি রয়েছে। ওই বাড়ির মহিলার দাবি, তিনি দেখেন সব ক্রেতাদের জিনিস দিলেও নাবালিকাকে দীর্ঘক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখে প্রদীপ। এরপর দোকান ফাঁকা হতেই তাকে নিয়ে ভিতরে চলে যায়। দীর্ঘক্ষণ পরও ফেরেনি সে। এতে সন্দেহ হয় মহিলার। ফোনে প্রতিবেশীদের বিষয়টি জানান। সবাই মিলে গিয়ে প্রদীপের বাড়িতে গেলেও নাবালিকাকে দেখতে পাননি। ততক্ষণে পিছনের দরজা দিয়ে তাকে বের করে দেওয়া হয়। যদিও শেষে অভিযুক্ত চাপের মুখে বিষয়টা স্বীকার করে বলে দাবি প্রতিবেশীদের। এদিকে নাবালিকা বাড়ি গিয়ে গোটা বিষয়টা জানায়। রাতেই থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ নাবালিকাকে মেডিক্যাল টেস্টের জন্য নিয়ে যায় হাসপাতালে। বুধবার সকাল থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে হাটজন বাজার এলাকা। অভিযুক্তের বন্ধ দোকানেই ভাঙচুরের চেষ্টা করে উত্তেজিত জনতা। জ্বালানো হয় টায়ার। রাস্তা অবরোধ করেন মহিলারা। পরে পুলিশের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি আয়ত্তে এসেছে। আটক একজন।

রাস্তার পাশ থেকে উদ্ধার মহিলার ক্ষত বিক্ষত দেহ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: বাসন্তীর নাবালিকার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধারের পর এবার জয়নগর বকুলতলায় এক মহিলার ক্ষত বিক্ষত দেহ উদ্ধার। দক্ষিন ২৪ পরগনার বারুইপুর পুলিশ জেলার বাসন্তী থানার উওর চুনাখালিতে চাষের জমিতে ১২ দিন নিখোঁজ থাকার পর এক নাবালিকার ক্ষত বিক্ষত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ সোমবার। আর সেই ঘটনার চব্বিশ ঘন্টা কাটতে না কাটতে বুধবার ভোর রাতে বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার মায়াহাউড়ি পঞ্চায়েতের হাতচাপড়ি এলাকায় চাষের জমি ও রাস্তার পাশে পড়ে থাকা এক মহিলাকে ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,এদিন ভোররাতে পথ চলতি স্থানীয় কয়েকজন মানুষ রাস্তার পাশে পড়ে থাকা এক মহিলার গোঙানির আওয়াজ শুনতে পান।তাঁরা কাছে গিয়ে দেখে একটি মহিলা ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে।তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে বকুলতলা থানায় খবর দেয়।খবর পেয়ে বকুলতলা থানার পুলিশ এসে মেয়েটিকে উদ্ধার করে স্থানীয় নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু ঘটে তাঁর।তবে গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।মৃতদেহ বুধবার বকুলতলা থানা থেকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ।বছর তিরিশের ঐ মহিলার দেহে একাধিক ক্ষত চিহ্ন আছে।গলাতে আঘাতের চিহ্ন আছে। মাথা থেঁতলে গিয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পাঁচ বছর ধরে ধর্ষণের অভিযোগ সৎ বাবার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার কৃষ্ণনগরে নাবালিকা মেয়েকে প্রায় পাঁচ বছর ধরে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল সৎ বাবার বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরলেন গ্রামবাসীরা।ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ন্যাক্কারজনক ঘটনাটি ঘটেছে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত ভালুকা এলাকায়। অভিযুক্তের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা নাবালিকার মা তাঁদের সঙ্গে থাকেন না। এই সুযোগে সৎ মেয়েকে দীর্ঘ দিন ধরে ধর্ষণ করেন অভিযুক্ত। অত্যাচারের কথা ভয়ে কাউকে বলেনি নাবালিকা।কিন্তু বছরের পর ধরে মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। সৎ মেয়ের প্রতি অভিযুক্ত বাবার ব্যবহার সন্দেহ তৈরি করে গ্রামবাসীদের মনে। এদিকে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পড়শিদের বিষয়টি জানায় নাবালিকা। সেই মতোই সোমবার রাতে বাড়িতে আসেন স্থানীয়রা। হাতেনাতে ধরেন অভিযুক্তকে। খবর দেওয়া হয় কোতোয়ালি থানায় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে অভিযুক্তকে। পুলিশে অভিযোগ জানানো স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, “আমরা অনেক দিন ধরেই বিষয়টি সন্দেহ করছিলাম। কিন্তু কোনও প্রমাণ ছিল না। ইতিমধ্যেই মেয়েটি তার সৎ বাবার ধর্ষণের অভিযোগ জানায় আমাদের কাছে।

২৩ থেকে ২৭ জানুয়ারি ভোর ৪টে পর্যন্ত বালি ব্রিজ বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: পূর্ব রেলের সংস্কারের কাজের জন্য ২৩ জানুয়ারি রাত ১২টা থেকে ২৭ জানুয়ারি ভোর ৪টে পর্যন্ত ১০০ ঘন্টা বালি ব্রিজে যান চলাচল বন্ধ থাকবে। মানুষের নিরাপত্তা, দুর্ঘটনা এড়ানো, কাজের বাধা এড়ানোর জন্য বালি ব্রিজে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণেশ্বর থেকে বালিতে আসার লেনে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। তবে বালি থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার লেন খোলা থাকবে। কোন রুটে কিভাবে যান চলাচল করবে এই ব্যাপারে হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দক্ষিণেশ্বর থেকে বালির দিকে আসা প্রাইভেট কার সহ সমস্ত বাস এবং ৪ চাকার গাড়ি নিবেদিতা সেতুতে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। বালি ব্রিজ ফ্রাঙ্ক (দক্ষিণেশ্বর – বালি) দিয়ে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে ২ এবং ৩ চাকার গাড়ি চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে। হাওড়া থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী যান বা জিটি রোড (উত্তরপাড়া/ বালিখাল বা জিটি রোডের জয়সোয়াল হাসপাতালের ক্রসিং থেকে) দিয়ে কোন পণ্যবাহী গাড়ি সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে না। নিবেদিতা সেতু দিয়ে আসা বালিহল্টগামী সমস্ত বাস জয়পুর ব্রিজ আন্ডারপাস (এনএইচ-১৬) থেকে বালিহল্টের দিকে ডাইভার্ট করে দেওয়া হবে। জিরো পয়েন্ট থেকে বালিহল্টের দিকে আসা ব্যাক্তিগত যানবাহন সহ সমস্ত ৪ চাকার গাড়িগুলিকে (জিটি রোড বাদে) নিবেদিতা সেতুর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়াও ডিউটির সময় ট্রাফিক পুলিশ যখন প্রয়োজন মনে করবে তখন যে কোনও রাস্তা থেকে যানবাহন সরিয়ে নিতে পারবে।

প্রথম নজর

বিপদগ্রস্ত দুই বালককে উদ্ধার সেহারা ট্রাফিক গার্ড ও রায়না পুলিশের

এম এস ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ তাদের মানবিক ভূমিকার আরেকটি নজির গড়ল। সেহারা ট্রাফিক গার্ড ও রায়না থানার পুলিশের দ্রুত এবং কার্যকর পদক্ষেপে ধানশিমলা গ্রামের দুই নাবালক ছাত্র, অর্ঘ্য মুখার্জি (১০) ও রামান্বয় মুখার্জি (১১), তাদের পরিবারের কাছে নিরাপদে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত বাঁকুড়া জেলার ধানশিমলা গ্রামে। দুই কাকাতো ভাই, অর্ঘ্য ও রামান্বয়, বর্ধমান শহরে তাদের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। ধানশিমলা থেকে বর্ধমান শহরের দূরত্ব প্রায় ৬০ কিলোমিটার। দুপুর বারোটার সময় তারা গ্রাম ছেড়ে রওনা দেয়। দুপুর দুটোর দিকে পরিবারের সদস্যরা তাদের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করেন এবং উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজখবর শুরু করেন। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন পরিবারের পক্ষ থেকে বাঁকুড়া জেলা পুলিশের পেজে বিষয়টি জানানো হয়।

সেহারা ট্রাফিক গার্ডের ওসি রক্তিম দত্ত, যিনি পূর্বে বাঁকুড়া জেলায় কর্মরত ছিলেন, এই তথ্য জানতে পারেন। রক্তিম দত্ত ও রায়না থানার পুলিশ দ্রুত একযোগে তৎপর হয়ে ওঠেন। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য তথ্য কাজে লাগিয়ে দুই নাবালকের অবস্থান নির্ধারণ করে। দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই শিশুদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়। তাদের উদ্ধার করার সময় নিশ্চিত করা হয় যে তারা শারীরিকভাবে সুস্থ আছে।

এই ঘটনায় দুই ছাত্রের পরিবারের সদস্যরা পুলিশের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাদের মতে, পুলিশের সক্রিয় ভূমিকা না থাকলে বড় বিপদ ঘটতে পারত। দুর্গাপুর যাওয়ার পথে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা এবং অসৎ মানুষের পাল্লায় পড়ার আশঙ্কা ছিল।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শিশুদের অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তা প্রায়ই তাদের অনিচ্ছাকৃতভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করল যে, অভিভাবকদের উচিত শিশুদের উপর নজরদারি রাখা এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। স্থানীয় মানুষের মধ্যে পুলিশের এই তৎপরতা এবং মানবিক ভূমিকা প্রশংসিত হয়েছে। অনেকেই বলছেন, পুলিশ কেবল আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নয়, মানুষের বিপদে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

সেহারা ট্রাফিক গার্ড ও রায়না থানার পুলিশের যৌথ উদ্যোগে এই উদ্ধার অভিযান সত্যিই প্রশংসনীয়। এই ঘটনা প্রমাণ করে, পুলিশের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যক্ষমতা অনেক বড় সমস্যার সমাধান করতে পারে।

সাগরে নোনা জলে ধান চাষে সাফল্য কৃষকদের

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● গঙ্গাসাগর

আপনজন: সাগরে নোনা জলে ধান চাষে সাফল্য পেল কৃষকেরা। গঙ্গাসাগর যেখানে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বাঁধ ভেঙে নোনাজলে প্লাবিত হত এলাকা। সেখানে চাষ করা যেত না একেবারে। সেই সমস্যা সমাধান করতে শুরু হয়েছিল নোনা স্বর্ণ ধান চাষের চেষ্টা। সেই চেষ্টা সফল হতেই এবার সাগরে চলছে একাধিক দামি ধান উৎপাদনের চেষ্টা। শুরুটা হয়েছিল ২০২১ সালে। ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের পরে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছিল সেবার। চাষের জমিতে নোনা জল প্রবেশ করায় চাষাবাদ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সে বছর। আর এরপর শুরু হয় বিকল্প ধান চাষের চিন্তাভাবনা। ইয়াসে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সাগর ব্লক। সেবার সাগর ব্লকের ১৬ টি মৌজার ধান নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য সাগর ব্লকেই পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয় এই নোনা স্বর্ণ ধান চাষের কাজ। সাগরের ২২ টি মৌজায় ৪০০

একর জমিতে শুরু হয় ধানচাষ। সেই ধান চাষ করে সফলতা মিলেছে। ফলে এবার সাগরে চলছে দামি ধান চাষের চেষ্টা। তুলাইপাঞ্জি, কালো ধান সহ গোবিন্দভোগ সব ধান উৎপাদনের চেষ্টা চলছে। জমির নোনাভাব কাটতেই শুরু হয়েছে এই প্রচেষ্টা।এ ব্যাপারে সাগর ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা তপন কুমার দাস বলেন,সাগরেই পরীক্ষামূলক ভাবে এই ধান চাষ শুরু হয়েছিল। এই ধান চাষের জন্য নোনা জমিতে এক থেকে দু'বার মিষ্টি জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হয়। এরপরই চাষের জন্য জমি উপযুক্ত হয়ে যায়। এই চাষে ব্যাপক ফলন হওয়ায় এবার দামি ধান চাষের চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরা।

লাভপুরে তাজা বোমা উদ্ধার

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ফের তাজা বোমা উদ্ধার লাভপুরে।

লাভপুর ব্লকের কীর্ণাহার থানার ঠিবা গ্রাম পঞ্চায়েতের লাঙ্গলহাটা গ্রামের একটি পুকুরের পাশে চাষযোগ্য জমির মাঝখান থেকে ৩টি তাজা বোমা উদ্ধার করলো কীর্ণাহার থানার পুলিশ। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, বুধবার সকালে লাঙ্গলহাটা গ্রামে তল্লাশি চালিয়ে একটি চাষ যোগ্য জমি থেকে ওই বোমাগুলি উদ্ধার করে। ঘটনাস্থল ঘিরে রাখে পুলিশ।

তবে কে বা কারা ওই বোমা গুলি মজুত রেখেছিল ওই স্থানে এবং

কিভাবে বোমাগুলি ওই জায়গায় নিয়ে আসা হলো তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কীর্ণাহার থানার পুলিশ।বোমা গুলি নিষ্ক্রিয় করার জন্য বোম স্কোয়াডে খবর দেওয়া হলে এদিন দুপুর নাগাদ বোম স্কোয়াডের আধিকারিক রা এসে লাঙ্গলহাটা গ্রামের একটি ফাঁকা জায়গায় বোমা গুলি নিষ্ক্রিয় করা হয়। এই ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

টোটো চলাচল নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন কোমর বেঁধে নামতেই বিক্ষোভ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়া শহরে অনিয়ন্ত্রিত টোটো চলাচলে রাশ টানতে গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ ও প্রশাসন। আর তাতেই এবার টোটো চালকদের ক্ষোভ আছড়ে পড়ল। আজ সমস্যা সমাধানে টোটো চালকরা তৃণমূল ভবনে জমায়েত করে সাংসদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেন। সাংসদের দেখা মেলেনি। পুরপ্রধান টোটো চালকদের সঙ্গে দেখা করে ক্ষোভ সামাল দিতে গেলে তাঁকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান টোটো চালকেরা। বাঁকুড়া শহরে কমবেশি ৬ হাজার টোটো রয়েছে। পার্শ্ববর্তী ব্লক গুলিকে ধরলে মোট ১২ হাজার টোটো রয়েছে। শহরের টোটো ছাড়াও বিভিন্ন প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী ব্লকগুলির টোটো বাঁকুড়া শহরে যাতায়াত করে। টোটো রমরমায় শহরের রাস্তাঘাটে চলাচল করাই দায় হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে গত কয়েকদিন ধরে টোটো চলাচলে রাশ টানতে উদ্যোগী হয় প্রশাসন। টোটো চালকদের দাবী টোটো চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার নামে পুলিশ ও প্রশাসন তাঁদের হয়রান করে চলেছে।

শহরের রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় নির্বিচারে আটক করা হচ্ছে টোটোগুলিকে। নথিপত্র যাচাই করার নামে সারাদিন ধরে আটকে রাখা হচ্ছে টোটোগুলিকে। প্রশাসনের এই পদক্ষেপে কার্যত রুজিরুটি হারাতে বসেছেন অসংখ্য টোটো চালক। এই সমস্যা সমাধানের উদ্যেশ্যে আজ বাঁকুড়ার সাংসদ অরুপ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেন টোটো চালকেরা। বাঁকুড়া শহরের তৃণমূল ভবনে জমায়েত করে তাঁরা সাংসদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। দীর্ঘক্ষণ পরেও সাংসদ সেখানে হাজির হননি। পরিবর্তে টোটো চালকদের সঙ্গে দেখা করতে তৃণমূল ভবনে যান বাঁকুড়ার পুরপ্রধান অলকা সেন মজুমদার। বিক্ষুব্ধ টোটোচালকেরা পুরপ্রধান অলকা সেন মজুমদারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরে পুরপ্রধান টোটো চালকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে টোটোচালকদের বিক্ষোভ বন্ধ হয়।

যুগদিয়া হাই মাদ্রাসায় বিশ্ব নবী সা. দিবস উদযাপিত হল সাড়ম্বরে

বদরুদ্দিন আহমেদ ● যুগদিয়া

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানার অন্তর্গত যুগদিয়া হাই মাদ্রাসার ২৯ তম বর্ষ বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিশ্ব নবী (সা:) দিবস উদযাপিত হয়। গত শুক্রবার থেকে সোমবার পর্যন্ত ১০০ মিটার ২০০ মিটার দৌড়, রূপসজ্জা, মিউজিক্যাল চেয়ার প্রভৃতি ইভেন্ট অনুষ্ঠান হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক কাজী মেহবুব মোরসেলিম ক্রীড়া শিক্ষক অচিন্ত্যকুমার পাল এবং আলীবর মোল্লা সাথে শিক্ষক মানস কুমার গাইন, আতিয়ার রহমান পুরকাইত, উর্মিলা ঘোষ, রকিবুল ইসলাম মোল্লা, কুতুবউদ্দিন পিয়াদা, এমদাদুল সহ সমস্ত শিক্ষক দায়িত্ব নিয়ে সুন্দর সুষ্ঠুভাবে এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। মঙ্গলবার দিন নাতে রাসূল

কেরাত ইসলামিক বক্তব্য মোকালামা ও বহু ইসলামিক অনুষ্ঠানের দ্বারা বিশ্ব নবী (সা:) দিবস পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানগুলি মাদ্রাসার আরবি বিভাগের দীর্ঘ দিনের সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা আবুল কালাম মোল্লা সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকার নিয়ে পরিচালনা করেন। পুরস্কার বিতরণ সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যাহ্ন ভোজেরও আয়োজন করা হয়। মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠান দেখতে ভালই ভিড় হয়।

২৫ জানুয়ারি থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শুরু বারাসত উড়ালপুলের

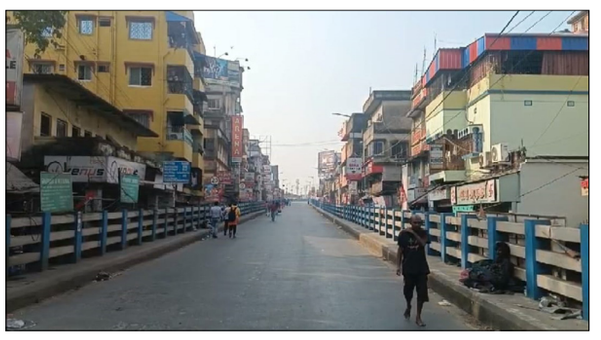

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: আগামী ২৫ জানুয়ারি থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ শুরু হচ্ছে। বারাসতের উড়ালপুলের।প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার মধ্যরাত থেকে সোমবার ভোর পর্যন্ত সংস্কারের কাজ চলবে।মূলত উড়ালপুলের পিলারের বল বিয়ারিংয়ের কাজ হবে। কাজ চলাকালীন উড়ালপুল বন্ধ থাকবে।ওই সময় সমস্ত ধরনের গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখা হবে।আগামী ৪০ দিন পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ করবেন পূর্ত দপ্তরের বারাসত ডিভিশনের ইঞ্জিনিয়াররা।বুধবার মধ্যমগ্রামের দোলতলা পুলিশ লাইনে বিভিন্ন থানার পুলিশ,ট্রাফিক পুলিশ সহ বাস,ট্রাক, অটো, টোটো ইউনিয়নের কর্মীদের নিয়ে সংস্কারের কাজ চলাকালীন বারাসত শহরের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বৈঠক করলেন বারাসত পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার স্পর্শ নীলাঙ্গি।পুলিশ প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে,২৫ জানুয়ারি থেকে প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার রাত ১০ টা থেকে সোমবার ভোর ৩ টে পর্যন্ত। বারাসত উড়ালপুলের উপর দিয়ে সমস্ত ধরনের যান চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।তবে অন্যান্য দিন কোন ধরনের ভারী গাড়ি যাতায়াত করতে পারবে না।শুধুমাত্র যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।প্রায় দু'দশক বয়সী এই ফ্লাইওভারের একাধিকবার সংস্কারের কাজ হয়েছে।কিন্তু বছর দুই ধরে তেমন কোন সংস্কার হয় নি। ফ্লাইওভারের নিচে প্রচুর হকার ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করেন।প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের যাতায়াত চলে। ফলে দুর্ঘটনা রুখতে বারাসতের ফ্লাইওভার সংস্কারের জরুরি হয়ে উঠেছিল।

পুলিশ এবং প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে,বারাসত ফ্লাইওভারের নিচে ৩২ টি পিলার রয়েছে।প্রতিটি পিলারের সঙ্গে রয়েছে বিয়ারিং।মূলত এই বিয়ারিং গুলো সংস্কার করা হবে।

ফ্লাইওভারের যে পিলার গুলিতে যেভাবে কাজ হবে,সেদিন ওই পিলারের নিচে হকারদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।সংস্কারের কাজ চলাকালীন শহরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের চূড়ান্ত ব্যবস্থা করেছে বারাসত পুলিশ জেলার কর্তারা।

জানা গেছে,টাকি রোড ধরে যে সমস্ত গাড়ি বারাসত ফ্লাইওভার দিয়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে যাবে,সেগুলোকে কাচকল মোড় সংলগ্ন দাদার মোড় থেকে ঘুরিয়ে দত্তপুকুর হয়ে জাতীয় সড়কে নিয়ে যাওয়া হবে।আর বনগাঁর দিক থেকে যে সমস্ত গাড়ি বারাসতের উড়ালপুল হয়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ,সেগুলো অশোকনগরের বিল্ডিং মোড়ের ডানদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। বারাসত শহরে না ঢুকিয়ে পণ্যবাহী ট্রাক গুলো কল্যানী এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে বলেই বারাসত ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।এছাড়া বারাসত তিতুমীর বাস স্ট্যান্ড থেকে যে বাস গুলো ব্যারাকপুরে যায়,সেগুলোর জন্য বারাসত ব্যারাকপুর রোডের সত্যভারতী স্কুলের সামনে অস্থায়ী স্ট্যান্ড করা হয়েছে।আর জাগুলিয়ার দিকের বাসের অস্থায়ী স্ট্যান্ড করা হয়েছে ময়নায়।কলোনি মোড় থেকে চাপাডালি মোড়ের অটো এবং টোটো যাতায়াত করবে ১১ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন সন্ধ্যানী ক্লাবের সামনে রাস্তা ধরে।

আগামী ফেব্রুয়ারি থেকেই শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা।এরপর হবে উচ্চমাধ্যমিক।এই দুই পরীক্ষা যে শনিবার গুলিতে পড়েছে,সেই দিনে পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখেই ফ্লাইওভারের কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জয়রাম বাটীতে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক অনুষ্ঠান

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর ব্লকের জয়রাম বাটী শাখা "রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন ও বিবেকানন্দ মঠ" কর্তৃক ২০ ও ২১ জানুয়ারি ২০২৫-এ যথাক্রমে দুই দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক ও ধর্ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'নর-নারায়ণ মন্দির' প্রাঙ্গণে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩ তম জন্মতিথি সাড়ম্বরে পালিত হল। সোমবার ২০ জানুয়ারি সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আন্তঃ বিদ্যালয় অঙ্কন, কুইজ ও তাৎক্ষণিক বক্তৃতা,ভক্তি গীতি,ছাত্র ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও যোগ ব্যায়াম ইত্যাদি। দ্বিতীয় দিনে প্রাতঃকালীন প্রার্থনা,শোভা যাত্রার পর শুরু হয় সভা। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট অতিথি স্বামী অনন্তানন্দ। অঞ্জন চক্রবর্তী বিবেকানন্দের ছেলেবেলার কাহিনী সহ আদর্শ নিয়ে কথা বলেন। বিশেষ অতিথি বাঁকুড়া জেলা ইমাম পরিষদের সম্পাদক মাওলানা শরিফুল ইসলাম স্বামী বিবেকানন্দর জীবনী উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন।

কোটালপুরে মিলন মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: একুশে জানুয়ারি হুগলি তারকেশ্বর কোটালপুর ক্লাবের সম্পাদক এমএলএ রামেন্দ্র সিংহ রায়ের নেতৃত্বে একটি মিলন মেলার উদ্বোধন হয়েছে। সাত দিনের টুর্নামেন্ট খেলা হবে এবং বিভিন্ন প্রাইজও দেওয়া হবে।উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা শাসক ও কামনাশীষ সেন এসপি এবং পীরজাদা সৈয়দ তাফহীমুল ইসলাম বাসুবাটি দরবার শরীফ এবং মহারাজ শিবানন্দ আশ্রম ও হাফেজ সালাম, এসডিপিও, সাহিত্যিক এবং সমাজসেবী প্রমুখ।

২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কলকাতা বইমেলায় গৌরবময় উপস্থিতি
দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ
48th International Kolkata Book Fair
FOCAL THEME COUNTRY Germany 2025
*এবারের বইমেলার ম্যাসকট
আবারও
দেখা হবে
স্টল নং ৪০০
৭ ও ৮ নম্বর গেটের কাছে
২৮ শে জানুয়ারি - ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫
বই মেলা প্রাঙ্গণ, করুণাময়ী, সল্টলেক
নতুন বই প্রকাশ করতে ইচ্ছুকরা যোগাযোগ করতে পারেন
আপনজন পাবলিকেশন
৬ নং কিড স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০১৬
ফোন- ৯৭৪৮৮৯২৯০২, ইমেল- aponzone@gmail.com

Since 2011
নামী, তবে দামি নয়
নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন
প্রিমিয়ার কোয়ালিটি
পাউডার কোটেড
RIMEX
We Make Furniture For Needs
স্টীল আলমারি | স্টীল শোকেশ
ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৭৩২৮৮০১১০
rimexsteelandironofficial@gmail.com

দাওয়াত الدعوة

- কুরআনের আয়াত নিয়ে গবেষণার সুফল
- সুরা নিসায় উত্তরাধিকার এবং এতিমের অধিকারের কথা রয়েছে

- গিবতের ভয়াবহতা, গিবত থেকে বিরত থাকার উপকারিতা
- সহজে ঋণ শোধ করতে রাসূল সা. যে দোয়া পড়তে বলেছেন

কুরআনের আয়াত নিয়ে গবেষণার সুফল

আমজাদ ইউনুস

পবিত্র আল কুরআন মহান আল্লাহর শাশ্বত বাণী। মানবজাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। চিরন্তন হিদায়াতের উৎস। মানবজাতির ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।
কুরআনের বিধান, আদেশ-নিষেধ জীবনে প্রয়োগের জন্য কুরআন ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে। এ জন্য সফল, সুন্দর, শুভ্র ও শুদ্ধ জীবন গঠনে কুরআন অনুধাবন করা আবশ্যক ও অপরিহার্য। মানবিক ও ধর্মীয় দিক থেকে কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অফুরন্ত। মহান আল্লাহ তাআলা কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও চর্চা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।
আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বুদ্ধিমানরা যেন তা অনুধাবন করে।' (সূরা : সোয়াদ, আয়াত : ২৯)
মানবজাতির বোঝার সুবিধার্থে মহান আল্লাহ তাআলা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছেন। কুরআন বোঝার জন্য আহ্বান করেছেন। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি কুরআনকে বোঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি।
অতএব, কোনো চিন্তাশীল আছে কি?' (সূরা : কামার, আয়াত : ২২)
কুরআন নিয়ে যারা চিন্তা করে না এবং কুরআন গবেষণা থেকে বিরত থাকে মহান আল্লাহ তাদের নিন্দা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না। নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?' (সূরা : মুহাম্মদ, আয়াত : ২৪)
কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং কুরআন মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া নবুয়তি দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা রাসূল সা.-কে এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি তোমার প্রতি এক স্মরণিকা (কিতাব) অবতীর্ণ করেছি, যেন তা তুমি মানুষের জন্য বয়ান তথা ব্যাখ্যা করে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।
' (সূরা : জুমা, আয়াত : ২)
রাসূল সা. মানুষকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। পাশাপাশি সে যুগের প্রেক্ষাপট সামনে নিয়ে কুরআনের ব্যাখ্যাও বলে দিতেন। তিনি নিজে কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। সাহাবিদেরও কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে উৎসাহিত করেছেন। আউফ বিন মালিক বলেন, একবার আমি রাসূল সা.-এর সঙ্গে অবস্থান করলাম। তিনি মিসওয়াক করলেন। অতঃপর অজু করে নামাজে দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর সঙ্গে দাঁড়ালাম। তিনি সূরা বাকারা

তিলাওয়াত শুরু করলেন। রহমত ও দয়া বিষয়ক কোনো আয়াত এলে তিনি থামতেন এবং তা কামনা করতেন। আবার শাস্তিবিষয়ক কোনো আয়াত এলে তখনো তিনি থামতেন এবং তা থেকে মুক্তি চাইতেন। (নাসায়ি, হাদিস : ১১৩১)
রাসূল সা.-এর সাহাবিরা কুরআনের নির্দেশনাকেই অগ্রগণ্য হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং তা বাস্তবায়নে আয়াতে কুরআন ভালোভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করতেন।
আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, 'আমাদের মাঝে যখন কেউ ১০টি আয়াত শিখতেন, তখন তিনি সেগুলোর অর্থ অনুধাবন ও নিজের জীবনে বাস্তবায়ন ব্যতীত সেগুলো অতিক্রম করতেন না।' (তাফসিরে তাবারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭)
সাহাবিরা কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার ফজিলত ও মর্যাদা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা কুরআনকেই সব কিছুর ওপর প্রাধান্য দিতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই কুরআনের একটি আয়াত পুনরাবৃত্তি করতে করতে পুরো রাত কাটিয়ে দিতেন। ইবনে আব্বাস (রা.) চিন্তা-ভাবনা ছাড়া সূরা বাকারা পাঠের চেয়ে মনোযোগ সহকারে সূরা জিলজাল ও আল-কারিয়া তিলাওয়াত করতে পছন্দ করতেন। (সুনানুন নাসায়ি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২২৩)
আবদল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বলেছেন, 'যে জ্ঞান অন্বেষণ করতে চায়, সে যেন আল-কুরআনকে প্রাধান্য দেয়। কেননা এর মধ্যে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব জ্ঞানই নিহিত আছে।' (বাহরুল উলুম, আবুল লাইস সামারকান্দী, খণ্ড : ১, পৃ. : ৭১)
যাঁরা কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করেন এবং কুরআনের আয়াত শুনে বিগলিত হয়ে যান তাঁরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রকৃত মুমিন ও জ্ঞানী বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, বলো, 'তোমরা কুরআনে বিশ্বাস করো কিংবা বিশ্বাস না করো, ইতোপূর্বে যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের যখন কুরআন পাঠ করে শোনানো হয়, তখন তারা অধোমুখে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে।' আর তারা বলে, 'আমাদের রব মহান পবিত্র; আমাদের রবের ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। তারা কাঁদতে কাঁদতে অধোমুখে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে আর তা তাদের বিনয় ও নম্রতা বাড়িয়ে দেয়।' (সূরা : আল-ইসরা, আয়াত : ১০৭-১০৯)
কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা, ভাবনা ও গভীর মনোনিবেশ বান্দার জন্য ইহকালীন ও পরকালীন সৌভাগ্য নিয়ে আনে। এর মাধ্যমে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয়। ঈমান বৃদ্ধি পায়। ভালো-মন্দ বুঝতে পারে। মন্দ ও অকল্যাণ থেকে দূরে থাকে। অন্তরে দুনিয়ার বাস্তবতা ফুটে ওঠে। হৃদয় কোমল হয়। আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতারা তাদের পরিবেষ্টন করে রাখেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মুমিন তো তারাই, আল্লাহর কথা আলোচিত হলেই যাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, আর তাদের কাছে যখন তাঁর আয়াত পঠিত হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে আর তারা তাদের রবের ওপর নির্ভর করে।' (সূরা : আনফাল, আয়াত : ২)
রাসূল সা. বলেন, যখন কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর গৃহসমূহের কোনো একটি গৃহে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং একে অপরের সঙ্গে মিলে (কুরআন) অধ্যয়নে লিপ্ত থাকে তখন তাদের ওপর শান্তিধারা অবতীর্ণ হয়। রহমত তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং ফেরেশতারা তাদের পরিবেষ্টন করে রাখেন। আর আল্লাহ তাআলা তার নিকটবর্তীদের (ফেরেশতাগণের) মধ্যে তাদের কথা আলোচনা করেন। (মুসলিম, হাদিস : ২৬৯৯)

আকিকা শিশুর অধিকার

ফেরদৌস ফয়সাল

প্রাক-ইসলাম আরবেও আকিকার প্রচলন ছিল। ইহুদিরা কেবল পুত্রসন্তানের জন্য আকিকা দিত। রাসূল সা.-এর একটি হাদিস থেকেও তা জানা যায়। দাউদ-আল-জাহিরিসহ কয়েকজন আলেম আকিকাকে অবশ্যপালনীয় ওয়াজিব বলে গণ্য করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে, এটি শুধুই মুস্তাহাব বা পুণ্যজনক। মুসলমান পরিবারে শিশুর জন্মের পর সপ্তম দিনে আল্লাহর উদ্দেশে নবজাতকের মঙ্গল-কামনায় পালিত অনুষ্ঠানের নাম আকিকা। এই দিন শিশুর নাম রাখা হয়। এ উপলক্ষে প্রথম চুলকাটা ও কোরবানি দেওয়া সুন্নত। কোনো কারণে সপ্তম দিনে এ অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হলে পরে, এমনকি শিশু বড় হয়ে নিজেও তা করতে পারে। শিশুর কর্তিত কেশকেও আকিকা নামে অভিহিত করা হয়। শরিয়তে এই কর্তিত কেশের সমপরিমাণ রুপা দান করার নির্দেশ আছে। আকিকার মাধ্যমে শিশুর অশুচি দূর করা হয়। হজরত সালমান ইবনে আমির (রা.) এর বরাতে আকিকা সম্পর্কে একটি হাদিসটি জানা যায়। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, সন্তানের পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর (অর্থাৎ আকিকার জন্তু জবেহ করো) এবং তার অশুচি (চুল, নখ ইত্যাদি) দূর করে দাও। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৪৭১)
আকিকা উপলক্ষে জবাই করা পশুর মাংসের তিন ভাগের এক ভাগ দরিদ্র ও দুস্থদের মধ্যে এবং এক ভাগ আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিতরণ করতে হয়। বাকি এক ভাগ মা-বাবা ও পরিবারের জন্য রাখতে হয়। আকিকাতে ছেলে-শিশুর জন্য দুটি এবং মেয়ে-শিশুর জন্য একটি ছাগল বা ভেড়া কোরবানি করার নির্দেশ রয়েছে।

অনাথ ও দরিদ্রের প্রতি কোমলতা

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

যে অনাথ ছিল তাকে আশ্রয়, যে ভুল পথে ছিল তাকে পথের হদিস এবং যে অভাবী ছিল তাকে অভাবমুক্ত করা হয়। পিতৃহীন ও সাহায্যপ্রার্থীর প্রতি কঠোর না হয়ে সূরাটিতে আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ণনা করতে বলা হয়েছে। সূরা দোহা অর্থ মধ্যস্থ রশ্মি। এটি পবিত্র কোরআনের ৯৩তম সূরা এবং মক্কায় অবতীর্ণ। এর ১ রুকু, ১১ আয়াত। একবার কিছুদিন ঐশী বাণী বন্ধ থাকায় মুহাম্মদ সা. বিমর্ষ হয়ে পড়লে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হয় তাঁকে পরিত্যাগ করা হয়নি।
মুহাম্মদ সা.-এর ওপর কিছুদিন আল কুরআন নাজিল হওয়া বন্ধ ছিল। তখন অবিশ্বাসীরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে শুরু করে বলতে লাগল, আজ কিছু নাজিল হয়নি? আসলে আল্লাহ তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন, তোমার ওপর অখুশি হয়েছেন। এতে মুহাম্মদ সা. কিছুটা বিচলিত ও মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। মনের কোণে হয়তো এমন চিন্তাও উঁকি দিয়েছিল যে, তাঁর কোনো ভুল হয়ে যাচ্ছে না তো? সেই সময়েই সূরা আদ দোহা নাজিল হয় মুহাম্মদ সা.-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এবং কঠিন সময়ে আশার বাণী এবং শক্তি জোগানোর জন্য।
সূরা দোহার সারকথা
এ সূরার শুরুতে প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'শপথ দিনের প্রথম প্রহরের!' দোহা বলতে এমন একটা সময় বোঝায় যখন দিনের কর্মব্যস্ততা শুরু হয় এবং সূর্যের আলোও প্রখর নয়। দ্বিতীয় আয়াতে 'আর শপথ রাত্রির যখন তা আচ্ছন্ন করে!' 'লাইল' বলতে রাত বোঝায়। যখন তা গভীর ও নিঝুম হয়। তখন শান্তি ও বিশ্রাম নেয় মানুষ। সূর্যের আলোর উপস্থিতি দোহা ও অনুপস্থিতি লাইল এর মাধ্যমে ওহির উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
তৃতীয় আয়াতে 'তোমার প্রতিপালক তোমাকে ছেড়ে যাননি ও তোমার ওপর তিনি অসন্তুষ্ট নন।' আল্লাহ সরাসরি নবীকে আশ্বস্ত করেছেন যে, তিনি তাঁকে পরিত্যাগ করেননি বা তার কাজে অখুশি হয়ে বিরূপ হননি।
চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমার জন্য পরকাল ইহকালের চেয়ে ভালো। তোমার প্রতিপালক তো তোমাকে অনুগ্রহ করবেনই, আর তুমিও সন্তুষ্ট হবে।' উত্তম ভবিষ্যৎ ও সন্তোষজনক প্রতিদান এর আগাম সুসংবাদ জানিয়ে আরও প্রফুল্ল ও উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন তাঁর প্রিয় নবীকে।
ষষ্ঠ থেকে অষ্টম আয়াতে বলা হয়েছে, 'তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি, আর তোমাদের আশ্রয় দেননি? তিনি কি তোমাকে ভুল পথে পেয়ে পথের হদিস দেননি? তিনি তোমাকে কি অভাবী দেখে অভাবমুক্ত করেননি?' আল্লাহ তাঁর নবীকে এতিম, সঠিক পথপ্রত্যাশী এবং অভাবী অবস্থায় পেয়েছেন। এরপর তাঁর অবস্থার উন্নতি সাধন করেছেন।
নবম আয়াতে বলা হয়েছে, 'সুতরাং তুমি পিতৃহীনদের প্রতি কঠোর হয়ো না।' এতিমদের প্রতি কঠোর না হওয়ার নির্দেশনা এসেছে।
দশম আয়াতে আছে, 'আর যে সাহায্য চায় তাকে ভর্ৎসনা কোরো না।' অর্থাৎ ভিক্ষাপ্রার্থীদের তিরস্কার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

গিবতের ভয়াবহতা, গিবত থেকে বিরত থাকার উপকারিতা

আপনজন ডেস্ক: মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা গিবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলেছেন, 'আর তোমরা একে অপরের গিবত করো না। তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করবে যে, সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাবে। নিশ্চয়ই তোমরা এটাকে অপছন্দ করবে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চই আল্লাহ তাআলা সিমাহীন ক্ষমাকারী এবং দয়ালু'। (সূরা: হুজরাত, আয়াত: ১২)
হাদিস শরিফে গিবতের ভয়াবহতা বিশ্বনবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'ব্যভিচার করার পর মানুষ আল্লাহর কাছে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা তওবা কবুল করেন। কিন্তু গিবতকারী ব্যক্তিকে যে পর্যন্ত ওই ব্যক্তি (যার গিবত করা হয়েছে) ক্ষমা না করে; ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না'। (মিশকাত)
অপর এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি তার দুই চোওয়ালের মাঝের অঙ্গ (মুখ) এবং দুই রানের মধ্যবর্তী অঙ্গ (লজ্জাস্থান) হেফাজতের দায়িত্ব নেবে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নেব'। (সহিহ বুখারি, হাদিস, ৬১০৯)
এজন্য গিবত থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। যে ব্যক্তি গিবত থেকে নিজেকে রক্ষা করবে, সে বিশেষ কিছু উপকার পাবে। এখানে গিবত থেকে বেঁচে থাকার কিছু উপকার তুলে ধরা হলো-
গিবত থেকে বেঁচে থাকার উপকার
> গিবত করা মুসলমানের গোশত খাওয়ার সমতুল্য অপরাধ। যে ব্যক্তি গিবত থেকে বেঁচে থাকে সে এই জঘন্য পাপ থেকে রক্ষা পাবে।
> জেনা করার থেকে মারাত্মক গিবত করা। যে ব্যক্তি গিবত ত্যাগ করলো সে এই মারাত্মক পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করলো।
> গিবতের কারণে রোজার মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও নষ্ট হয়ে যায়। যে ব্যক্তি গিবত থেকে বিরত থাকে সে নিজের রোজাকে হেফাজতের চেষ্টা করে থাকে।
> গিবতের কারণে ওজু ক্ষতিগ্রস্থ হয়। হানাফি মাজহাব মতে কোনো ব্যক্তি ওজু করার পর গিবত করলে বা মিথ্যা বললে আবারো নতুন করে ওজু করা উচিত।
ইব্রাহিম নাফাঈ (রহ.) বলেন, দুটি কারণে ওজু নষ্ট হয়। ১. পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বের হলে। ২. কোনো মুসলমানকে কষ্ট দিলে। (বায়হাকী)
হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, ঘুমের কারণে যেভাবে ওজু নষ্ট হয়, ঠিক একিভাবে মিথ্যাচার ও গিবতের কারণেও ওজু নষ্ট হয়। (দুররে মানসুর)
তাই যে ব্যক্তি গিবত থেকে বিরত থাকলো সে নিজের ওজুকে রক্ষা করলো। আর ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামাজ ও কুরআন স্পর্শ করে তেলাওয়াতের জন্য ওজু আবশ্যক। ওজু ছাড়া এই ইবাদতগুলো পালন করা যায় না।
> পবিত্র কুরআনে গিবতকে হারাম বলা হয়েছে। তাই কোনো ব্যক্তি গিবত থেকে বিরত থাকলে হারাম কাজ অর্থাৎ, কবিরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে গেল।
> গিবতের মাধ্যমে অন্যকে আঘাত করা হয়। সুফিয়ান সাওরি (রহ.) বলেছেন, আমি কোনো ব্যক্তির গিবত করার থেকে তাকে তীর দিয়ে আহত করাকে সহজতর অপরাধ মনে করি। তাই যে ব্যক্তি গিবত ত্যাগ করলো সে অন্যকে আহত করা থেকে বিরত থাকলো।
> যে ব্যক্তি নিজের বাকশক্তি নিয়ন্ত্রণ না করে অন্যের গিবত করে বেড়ায়, সে মানুষের কাছে অপমানিত হয়। তাই গিবত থেকে বিরত থাকলে নিজেকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।
> গিবত থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে নিজের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন ও নির্মল রাখা যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মুমিন যখন কোনো গুনাহে রকাজ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়'। (ইবনে মাজা)
তাই গিবত থেকে বেঁচে থাকলে অন্তরে দাগ পড়া থেকে বেঁচে থাকা যায়। এতে করে অন্তর স্বচ্ছ থাকে।
> যে ব্যক্তি অন্যের গিবত করে না, সে কেয়ামতের দিন লজ্জিত ও অপমানিত হবে না। কারণ, সে মানুষের মান-সম্মানে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থেকেছে।
ইয়া আল্লাহ! আমাদের সবাইকে গিবত করা থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

কর্মকাণ্ডই মানুষকে মূল্যায়নের ভিত্তি

নিয়ামূল ফাতেমি

মানুষকে মূল্যায়নের ভিত্তি তার নিজের কর্মকাণ্ড; বংশমর্যাদা নয়। ‘অমুক অমুকের সন্তান/ভাই/বোন, সে আর কত ভালো হবে?’ কিংবা ‘সে তো ভালো হবেই, বংশ বলে একটা কথা আছে না?’ এসব সঠিক নয়! এগুলো ভুল কথা। হজরত নূহ (আ.) এর সব পুত্র পিতার অনুগত ছিল না। তার স্ত্রী জাহান্নামি নারীর উদাহরণ। এমনকি হজরত লুত (আ.) এর স্ত্রী জাহান্নামি নারীর উদাহরণ, অথচ ফেরাউনের স্ত্রী জান্নাতি নারীর উদাহরণ। হজরত ইব্রাহিম (আ.) এর পিতা ছিল এক ভয়ংকর অবিশ্বাসী মানুষ। রাসূল সা. এর প্রিয় সিপাহসালার ছিলেন ইকরামা, যিনি হলেন আবু জেহেলের পুত্র। এই সমাজে অনেক উঁচু স্তরের মানুষের সন্তান রয়েছে, যারা নানাবিধ জঘন্য/অন্যায্য কাজের সঙ্গে জড়িত। আবার অনেক নীচু স্তরের মানুষের সন্তান রয়েছে, যারা অনেক ভালো এবং মানবিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং, কোনো মানুষকে ঢালাওভাবে মূল্যায়ন করা উচিত কর্ম নয়।

কথায় আছে, ‘জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো।’ জন্মের দোহাই দিয়ে, বংশের দোহাই দিয়ে কারো মূল্যায়ন অনুচিত, অযৌক্তিকও বটে। অনেক পরিবার আছে যেখানে এক সন্তান ভালো মানুষ, আরেকজন বেশ খারাপ কাজ করে বেড়ান। এক সন্তান করে অমুক দল, আরেকজন তমুক দল। কেউ আস্তিক, কেউবা নাস্তিক, কেউ সেকেলে, কেউ আধুনিক, আবার কেউ অত্যাধুনিক ইত্যাদি।

কোনো এক ভাই ঘুসখোর হলে আরেক ভাইও এমন হবে, তা বিশ্বাস করা ঠিক নয়। আবার এক ভাই ধার্মিক হলে আরেক ভাইও ধার্মিক হবে, তাও বিশ্বাস করা উচিত নয়।

মোদ্দাকথা, যে কোনো পরিবার, সমাজ বা গোত্র থেকে ভালো মানুষও বেরিয়ে আসতে পারে, আবার খারাপ মানুষও থাকতে পারে। সুতরাং, কোনো মানুষ, পরিবার বা জনগোষ্ঠীকে খাটো করে দেখার বা অবহেলা করার সুযোগ নাই। একইভাবে শুধু তথাকথিত বংশমর্যাদার নামে বা বাবা-দাদার নাম ডাকের উপর ভিত্তি করে কাউকে অতি মূল্যায়ন করারও কোনো সুযোগ নাই। কোন মানুষই তার নিজের জন্মের জন্য দায়ী নয়। প্রতিটি মানুষের মূল্যায়ন হওয়া উচিত তার নিজ কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে। আর কোন কিছুই বিবেচ্য হতে পারে না।

সহজে ঋণ শোধ করতে রাসূল সা. যে দোয়া পড়তে বলেছেন

আপনজন ডেস্ক: প্রয়োজনের মুহূর্তে মানুষ বিভিন্ন সময় ধার করে। অনেক সময় তা শোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই রাসূল সা. ঋণ থেকে বাঁচতে ও তা সহজে পরিশোধ করতে দোয়া করতে বলেছেন। হাদিসে বর্ণিত একটি দোয়া হলো-

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

উচ্চারণ : ‘আল্লাহুম্মাকফিনি বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়া আগনিনি বিফাদলিকা আম্মান সিওয়াক’।

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনি আপনার হালালের মাধ্যমে আমাকে পরিতুষ্ট করে হারাম থেকে বিরত রাখুন এবং আপনার অনুগ্রহের মাধ্যমে আপনি ছাড়া অন্য সবার থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করুন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযানি, ওয়া আউজু বিকা মিনাল আজযি ওয়াল-কাসালি, ওয়া আউজু বিকা মিনাল বুখলি ওয়াল জুবনি, ওয়া আউজু বিকা মিন দালাইদ দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজাল।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, এবং অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণের ভার ও মানুষদের দমন-পীড়ন থেকে।

হাদিস : আলি বিন আবু তালিব (রা.) বর্ণনা করেছেন, তার কাছে এক চুক্তিবদ্ধ দাস এসে বলল, আমি চুক্তিকৃত অর্থ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়েছি।

আপনি আমাকে সহযোগিতা করুন। তখন তিনি বলেছেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দেব না যা রাসূল সা. আমাকে শিখিয়েছেন? যদি তোমার ওপর পাহাড় সপরিমাণ ঋণও থাকে আল্লাহ তা তোমার পক্ষ থেকে শোধ করবেন। তুমি এই (প্রথম) দোয়াটি পড়বে। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৫৬৩)

সদকায়ে জারিয়ার নেকি মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে

রুহুল আমিন কাসেমী

মহান রাব্বুল আলামিন মানবজাতিকে অত্যন্ত মায়ামমতা ও ভালোবাসা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, দান করেছেন সৃষ্টির সেরা মাখলুকাতের সর্বোচ্চ সম্মান। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানবজাতিকে তাঁর ইবাদতের জন্য, স্রষ্টার বড়ত্ব, মহিমা ও গুণকীর্তন করার জন্য। আর মানবজাতির সব প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ। তিনি বান্দার সব ইবাদতের বিনিময়, সন্তুষ্টি ও পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। এই পৃথিবী হলো মানবজাতির আখেরাতের সব সুখশান্তি, ইজ্জত-সম্মান কামাই করার স্থান। মহান আল্লাহতায়ালা প্রতিটি মানবজাতিকে মৃত্যু পর্যন্ত সেই সুবর্ণ সুযোগ দিয়েছেন। পৃথিবীতে কেউ চিরস্থায়ী নয়, এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে একদিন সবাইকে চিরস্থায়ী গন্তব্যের দিকে যেতে হবে। মৃত্যুর পর মানুষের একমাত্র আমলই তার সঙ্গী হবে। অপরাপর সবাই তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কেয়ামতের দিন কঠিন সময়ে তারাই মুক্তিও সফলকাম হবে, যাদের সৎ আমলের পাল্লা ভারী হবে। আর মৃত্যুর পরও সৎ আমলের পাল্লা ভারী হতে পারে একমাত্র ‘সদকায়ে জারিয়া’র মাধ্যমে। বিশ্বনবী মানবতার কান্ডারি মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষ মৃত্যুবরণ করার পর তার সব আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তবে শুধু তিনটি আমলের নেকি চালু থাকে। (যা কবরে মৃত ব্যক্তির আমলনামায় সংযোজন হতে থাকে) ক. সদকায়ে জারিয়া, খ. মৃত ব্যক্তি কর্তৃক রেখে যাওয়া এলেম, যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, গ. সুসন্তান, যে পিতা-মাতার জন্য দোয়া করে। (মুসলিম শরিফ)

বিধায় প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সদকায়ে জারিয়ার আমলের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখা। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন : একজন মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আমলনামায় যা থেকে নেকি যোগ হবে, তা হলো যদি সে শিক্ষা অর্জনের পর তা অপরকে শিক্ষা দেয় ও প্রচার করে অথবা সৎ সন্তান রেখে যায়, যারা ভালো কাজ করে।

ধর্মীয় ও মানবকল্যাণ জনক লিখিত বই রেখে যায়। মসজিদ, মাদরাসা ও মুসাফিরের জন্য সরাইখানা নির্মাণ করে। অথবা নদী খনন করে দেয়, অথবা জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, তার সম্পদ থেকে দান করে দেয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ) মহান রাব্বুল আলামিন কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা বান্দার জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। অতএব যারা নিজের জান ও মাল, আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেবে, তারা নিঃসন্দেহে জান্নাতের মালিক হয়ে যাবে। সদকায়ে জারিয়া, একটি প্রবহমান নদীর মতো, যার পানি কখনো শেষ হয় না। যেমন মসজিদ নির্মাণ করা, আল্লাহতায়ালা মসজিদ নির্মাণকারীর জন্য জান্নাত নির্মাণ করে দেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত লাখো-কোটি মুসল্লি এতে নামাজ আদায় করবে, কুরআন তেলাওয়াত জিকির-আজকার ধর্মীয় ওয়াজ-নসিহতসহ যত প্রকারের নেকির কাজ এতে সংঘটিত হবে, সবার কবুল নামাজ, তেলাওয়াত ও যাবতীয় আমলের সওয়াব এই দানকারী ব্যক্তি, মৃত্যুর পরও প্রাপ্ত হতে থাকবেন। এমনিভাবে এতিমখানা, মাদরাসা নির্মাণ করে যাওয়া বা তাতে অংশগ্রহণ করা। রাস্তাঘাট, পুল-কালভার্ট ও হাসপাতাল নির্মাণ করে যাওয়া, এর দ্বারা যত মানুষ উপকৃত হবে কেয়ামত পর্যন্ত সবার নেকি এই দাতাপ্রাপ্ত হবেন। কোনো এতিম, গরিব, অসহায় ছাত্রকে এলমে দীন শিক্ষা করতে সহযোগিতা করে যাওয়া, মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করে যাওয়া, বিপদগ্রস্ত, অভাবগ্রস্ত মানবতার কল্যাণে সহযোগিতা করে যাওয়া। ক্ষুধার্ত, বস্ত্রহীন মানুষকে সাহায্য করা। করোনা মহামারির মতো ভয়াবহ বিপর্যয়ে মানবতার কল্যাণে কাজ করে যাওয়া। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, ঝড়, তুফান ও ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগে মানুষকে সাহায্য করা। এমনিভাবে ছায়াদার ফলদার বৃক্ষরোপণ করে যাওয়া, যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। সর্বোপরি মানুষের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দেওয়া। অর্থাৎ এমন জীবন তুমি করিবে গঠন, মরিলে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন, তার মৃত্যুর পর যখন মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হবে এবং দোয়া করবে, তার সবকিছুই নেক আমল হিসেবে কেয়ামত পর্যন্ত তার আমলনামায় সংযোজিত হবে। আল্লাহতায়ালা আমাদের সেভাবে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

সূরা নিসায় উত্তরাধিকার এবং এতিমের অধিকারের কথা রয়েছে

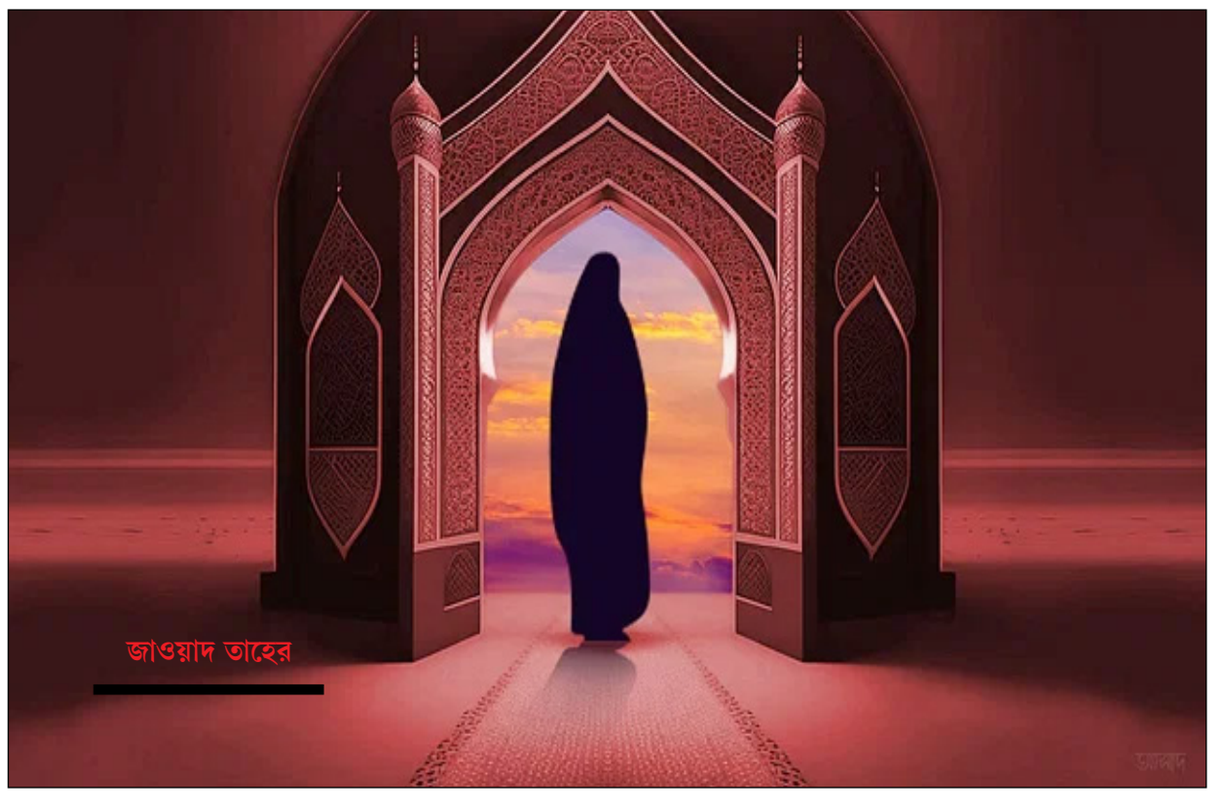

ফয়সাল

পবিত্র কুরআনের চতুর্থ সূরার নাম সূরা নিসা। নিসা মানে স্ত্রীজাতি। এই সূরায় ২৪ রুকু, ১৭৬ আয়াত। তৃতীয় হিজরিতে ওহুদের যুদ্ধের পর এটি অবতীর্ণ হয়। এতে উত্তরাধিকার এবং এতিমের অধিকার বর্ণিত রয়েছে।

পঞ্চম হিজরিতে মুসতালিকের যুদ্ধে পানির অভাব দেখা দিলে তায়াম্মুমের আদেশ জারি হয়। এ সূরায় মুসলমানদের চরিত্রের কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূরায় নারীদের বিধানের বর্ণনা বেশি বলে এর নাম হয়েছে সূরা নিসা।

রাসূল সা. মদিনায় হিজরত করে আসার পর প্রাথমিক বছরগুলোতে সূরা নিসা নাজিল হয়। এর বেশির ভাগ অংশই নাজিল হয় বদরের যুদ্ধের পরে। মদিনায় একটি ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হওয়ার পর নবগঠিত রাষ্ট্রের যাবতীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে। মুসলমানদের নিজেদের ইবাদত, আচরণ ও সমাজব্যবস্থা নিয়ে নানা বিধানের প্রয়োজন দেখা দেয়। ইসলামের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার জন্য শত্রুপক্ষ তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করার চেষ্টা করছে। নিজেদের ভৌগোলিক ও ভাবগত সীমারেখা সংরক্ষণের জন্য মুসলমানরা সে সময় নিত্যনতুন সমস্যার মুখোমুখি। ঠিক এমন সময়ই সূরা নিসা নাজিল হয়। নারী ও পরিবার হলো একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে ক্ষুদ্র একক, কিন্তু একটি সুসংগঠিত ও প্রধান বুনিয়াদ। সূরাটিতে এ প্রসঙ্গে বিধান দেওয়া হয়েছে। জাহিলিয়া যুগে নারীদের প্রতি যেসব অবিচার চলত, সেগুলোর মূলোৎপাটন করা হলো। এ ছাড়া এমন বহু বিধিবিধান দেওয়া হলো, যার কারণে সূরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল।

সূরাটির সূচনায় তাকওয়া অর্জনের আহ্বান করা হয়েছে, আর পুরো সূরাব্যাপী তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কিছু বিধান

প্রাপ্তবয়স্ক হলে এতিমদের অর্থসম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে। তা আত্মসাৎ করা যাবে না। খারাপ মাল দিয়ে তাদের ভালো মাল নিজে নেওয়া যাবে না। এতিম ছেলে ও মেয়ে উভয়ের সম্পদের ক্ষেত্রেই এ বিধান প্রযোজ্য। একসঙ্গে চারজন নারীকে বিয়ে করার সুযোগ থাকলেও শর্ত হচ্ছে স্বামীকে তাদের অধিকার আদায়ে সক্ষম হতে হবে। তাদের সঙ্গে ন্যায়সংগত আচরণ করতে হবে। আর নিখুঁতভাবে তা না পারলে একজন স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে সংসার করতে হবে।

ইসলামের আগেও একাধিক নারীকে বিয়ের প্রচলন ছিল, তবে স্ত্রীর সংখ্যা সুনির্দিষ্ট ছিল না। ইসলাম ও সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয় এবং কিছু কঠোর শর্ত আরোপ করে। বস্তুত কড়ায়-গন্ডায় হিসাব করে শর্তগুলো মেনে চলা এতই দুরূহ যে প্রকৃতপক্ষে এক স্ত্রীর সংসারই নিরাপদ। নইলে আল্লাহর দেওয়া শর্ত যেকোনো সময় লঙ্ঘন ফেলার আশঙ্কা থাকে।

জাহিলিয়া যুগে আরবে অবাধে বহুসংখ্যক বিয়ে করার প্রচলন ছিল। চারটি পর্যন্ত বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হলেও একটির বেশি বিয়ে করা শর্তসাপেক্ষ করা হয়েছে, যাতে স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার করতে পারার ব্যাপারে কোনো ভেদ না ঘটে।

বিয়ে করার জন্য স্ত্রীকে মোহর প্রদান করা ফরজ। বিয়ের আগেই মোহর দিতে হবে। তবে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে পরেও দেওয়া যেতে পারে। ইসলামে ওয়ারিশ পুরুষ ও নারী সবাই পাবে। বণ্টনকালে তারা উপস্থিত হলে বিরক্তি প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর কারণ ইসলাম ভরণপোষণ, অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান এবং বিয়ের মোহরানাসহ যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব পুরুষের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। নারীদের হক আদায় করা অবশ্যকর্তব্য (ফরজ)। ইসলামের আগে নারীদের ওয়ারিশ সম্পত্তি বা মিরাস দেওয়া হতো না। আরবদের মধ্যে প্রবাদ ছিল, যারা ঘোড়ায় সওয়ার হতে পারে না, তরবারি বহন করতে পারে না, দুশমনের মোকাবিলা করতে পারে না, তাদের সম্পত্তি দেওয়া হবে না। এ কারণে শিশু ও নারীদের মিরাস থেকে বঞ্চিত করা করত। ইসলাম নারীদের ওপর এই জুলুম পরিত্যাগ করে শিশু ও নারীদেরও সম্পত্তির হকদার বলে সাব্যস্ত করেছে। নারীদের সঙ্গে সদাচরণ এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তাদের অংশসংক্রান্ত আলোচনার পর ওই সব নারীর আলোচনা করা হয়েছে, আত্মীয়তা, বৈবাহিক বা দুধসম্পর্কের কারণে যাদের বিয়ে করা হারাম। (আয়াত: ২৩-২৪) বিয়ে করার জন্য স্ত্রীকে মোহর প্রদান করা ফরজ। বিয়ের আগেই মোহর দিতে হবে। তবে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে পরেও দেওয়া যেতে পারে। ইসলামে ওয়ারিশ পুরুষ ও নারী সবাই পাবে। বণ্টনকালে তারা উপস্থিত হলে বিরক্তি প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর কারণ ইসলাম ভরণপোষণ, অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান এবং বিয়ের মোহরানাসহ যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব পুরুষের ওপর অর্পণ করা হয়েছে।

সূরা ফিলের সারসংক্ষেপ

আপনজন ডেস্ক: সূরা ফিল (হাতি) পবিত্র কোরআনের ১০৫ তম সূরা। মক্কায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ৫ আয়াত। ইয়েমেনে খ্রিষ্টান শাসনকর্তা আবরাহা কাবা আক্রমণ করলে আল্লাহ আবাবিল পাখির সাহায্যে কঙ্কর বৃষ্টির দ্বারা তার হস্তীবাহিনীকে ধ্বংস করেন। সূরাটি ভালোভাবে বোঝার জন্য পটভূমি জানা প্রয়োজন। তৎকালীন ইয়েমেন এর খ্রিষ্টান শাসক ছিল আবরাহা। কাবাকে ঘিরে মক্কায় ধর্মীয় কেন্দ্র ও সেই সুবিধায় অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক কেন্দ্রে রূপান্তরিত হওয়ায় আবরহা ঈর্ষায় ফেটে পড়ে। সে কাবার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করার জন্য ইয়েমেনের রাজধানী সানায় একটি বিশাল গির্জা নির্মাণ করেছিল এবং আশা করেছিল মানুষ এখানে আসবে ও নতুন কেন্দ্রে পরিণত হবে ইয়েমেন। কিন্তু এই কাজে তেমন কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। এ জন্য সে ক্ষুব্ধ হয়ে কাবা ধ্বংসের উদ্যোগ নেয়। যদিও সে এটাকে ধর্মীয় যুদ্ধ হিসাবে দেখাতে চায় কিন্তু তার মনে ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। সে বিশাল বিশাল হাতি (৯-১৩ টি) ও বিপুল সৈন্য (৬০ হাজার) নিয়ে কাবার অভিমুখে রওনা হয়। এটি এত গুরুত্ব পূর্ণ একটা ঘটনা ছিল যে সেই বছরকে হস্তী বাহিনীর বছর নামে অভিহিত করা হয়। তখন কুরাইশরাসহ সকলে এত বড় বাহিনী ও হাতি দেখে ভীত হয়ে দূরে অবস্থান করে।কুরাইশের প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ। আল্লাহর কাছে কাবার মর্যাদা ও সম্মান অনেক বড়! কাবার সঙ্গে জুলুম ও বেয়াদবি করার ইচ্ছা করলেও আল্লাহ তাকে পাকড়াও করেন। মানুষ কুরাইশদের কাবায় হজের জন্য সমবেত হতো বলে আবরাহা তাদের প্রতি হিংসা কাতর হয়ে পড়েছিল। আর তার পরিণতিও বড় ভয়াবহ হয়েছিল। হিংসার পরিণাম ভয়ংকর হয়। বিশুদ্ধ নিয়ত খুলে দেয় কল্যাণের দ্বার।, আল্লাহ আবরাহা ও তার বাহিনীকে আজাব দিয়ে ধ্বংস করেছিলেন; কিন্তু কুরাইশদের ধ্বংস করেননি; যদিও তারা কাবাকে মূর্তি দিয়ে ভরে ফেলেছিল। কারণ হস্তিবাহিনীর নিয়ত ছিল, কাবাকে ধ্বংস করা।

সূরার সারসংক্ষেপ:

সূরার শুরুতেই প্রথম আয়াতে ‘তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হস্তীবাহিনীর প্রতি কী করেছিলেন’ আল্লাহ তার নবীকে বলছেন, তুমি কি দেখনি? এরপর আল্লাহ বললেন, তোমার প্রতিপালক হস্তীবাহিনীর প্রতি কী করেছিলেন? ‘কি উপায়ে’ তিনি তাদের ব্যর্থ করে দিয়েছেন বলে আল্লাহ তার বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ ওই বাহিনীকে আসহাবে ফিল বলে বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতে তিনি কি ওদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি? বলতে বোঝানো হয়েছে বৃহৎ হাতি বাহিনীসহ ক্ষমতাশালী, দাম্ভিক আবরাহাকে আল্লাহ বাঁধা দেন নাই। এরপর তৃতীয় আয়াতে‘ওদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখি পাঠিয়েছিলেন’ আল্লাহ ছোট পাখিকে ব্যবহার করেছেন। এখানে ‘তাইরন’ পাখিকে বোঝানো হয়েছে। চতুর্থ আয়াত অনুযায়ী ‘যারা ওদের ওপর কঙ্কর ফেলেছিল।’

আবরাহা তখনকার স্থল বাহিনীর সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে হাতি বাহিনীকে নিয়ে আক্রমণ করেছিল।ক্ষুদ্র পাখির সাহায্যে আক্রমণ করে তাদের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন।

পঞ্চম ও শেষ আয়াতে ‘তারপর তিনি ওদেরকে (জন্তু জানোয়ারের) খাওয়া ভুসির মতো ক’রে ফেলেন।’আল্লাহ যে শুধু আবরাহাকে পরাস্ত করেছেন তা নয়, আগেও বহু জাতি ও সীমা লঙ্ঘনকারীদের আল্লাহ পরাস্ত করেছেন, শাস্তি দিয়েছেন। আল্লাহ এই সূরায় ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, কাবার মর্যাদা যারা লঙ্ঘন করতে যাবে তাদের তিনি অমর্যাদাকর পরিণতি দান করবেন। আল্লাহ আবরাহার বাহিনীর করুন পরিণতি মুহাম্মদ সা. কে জানানোর মাধ্যমে তাঁর মনে প্রশান্তি এনে দিয়েছিলেন।

৯ গোলের মহানাটকীয় ম্যাচে শেষ হাসি বার্সার, লিভারপুলের সাতে সাত

আপনজন ডেস্ক: ফুটবল নিয়ে রোমাঞ্চকর সিনেমা বানাতে বললে হলিউডের খ্যাতিমান কোনো পরিচালকও নিশ্চয় এমন স্কোরলাইন কল্পনা করতেন না! লিসবনের এস্তাদিও দা লুজে যা ঘটে গেল, তা যে অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য-অভাবনীয় মনে হতে পারে।

গ্রিসের স্ট্রাইকার ভাঙ্গেলিস পাভলিদিসের হ্যাটট্রিকে প্রথমার্ধেই ৩-১ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল বেনফিকা। মনে হচ্ছিল গ্রিক রূপকথায় বার্সেলোনার বিপক্ষে স্মরণীয় এক জয়ই পেতে যাচ্ছে পর্তুগিজ ক্লাবটি।

কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য গল্প লিখল বার্সা।

মহানাটকীয় ম্যাচটা তারা জিতে নিল ৫-৪ ব্যবধানে। এমন স্কোরলাইন চ্যাম্পিয়নস লিগ ইতিহাসে প্রথম! এ জয়ে সরাসরি শেষ ষোলোতে খেলাও নিশ্চিত হলো হান্সি ফ্লিকের দলের। আরেক ম্যাচে লিলকে ২-১ গোলে হারিয়েছে লিভারপুল। আগেই শেষ ষোলো নিশ্চিত করে ফেলা আর্নে স্লটের দল এ নিয়ে টানা সাত জয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষেই রয়ে গেল। এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগে এখন পর্যন্ত একমাত্র অপরাজিত দলও তারা।

লিসবনে বহু বাঁক বদলের ম্যাচে বার্সেলোনার জয়ের নায়ক রাফিনিয়া। প্রবল বর্ষণের রাতে ব্রাজিলিয়ান এই উইঙ্গার জয়সূচক গোলটি করেছেন যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে, রেফারি শেষ বাঁশি বাজানোর ঠিক আগমুহূর্তে। সেই গোল নিয়েও হয়ে গেছে একপ্রস্থ নাটক।

না, রাফিনিয়ায় গোল করায় কোনো ত্রুটি নেই। বরং বদলি ফেরান তোরেসের কাছ থেকে বল পেয়ে ডান প্রান্ত দিয়ে চিতার বেগে বক্সে ঢুকে, বেনফিকা ডিফেন্ডার আলভারো কারেরাসকে কাটিয়ে গোলকিপার আনাতোলি ক্রবিনকে যেভাবে ফাঁকি দিলেন, তা ব্রাজিলিয়নদের সোনালি সময়ের একক নৈপুণ্যের গল্পগুলোই মনে করিয়ে দেয়।

এক পায়ে শৃঙ্গ জয়, রাষ্ট্রপতি হাত থেকে পেলেন দেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার তেনজিং নরগে অ্যাওয়ার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: এক পায়ে আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো পর্বতরহন করেন কলকাতার উদয়। ২০১৫ সালে ট্রেন দুর্ঘটনায় উদয়ের একটি পা কাটা পড়ে। কিন্তু তার অদম্য জেদ এবং ইচ্ছে তার মনের ইচ্ছেকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। ম্যারাথন থেকে শুরু করে পাহাড়ে ওঠা, একপায় অসাধ্য সাধন করে দেখিয়েছে কলকাতার উদয়। মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন জয় কিশোরকে তাদের অবদানের জন্য প্রতিমুহূর্তে ধন্যবাদ জানিয়েছেন উদয় কুমার। উদয়ের কথায় তাদের সাহায্য ছাড়া উদয় কোনদিনই কিছু করে উঠতে পারতেন না এবং রাষ্ট্রপতির হাত থেকে দেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার তেনজিং নোরকে পেয়ে তিনি রীতিমতো স্তম্ভিত। তিনি জানান, এখনো বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না। এদিকে, ভারতের সাঁতারু সায়নী দাস একই দিনে তেনজিং নরগে পুরস্কার গ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতির হাত থেকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারাইপুরের বাসিন্দা সায়নী ইতিমধ্যেই পাঁচটি চ্যানেলে সাঁতার কেটেছে এবং এ বছর স্টেট অফ জিব্রাল্টার ক্রস করার ইচ্ছে রয়েছে সায়নীর। দুই ভারত সন্তানকে তাদের যোগ্য সম্মান হাতে তুলে দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। দুজনেই উচ্ছ্বসিত রাষ্ট্রপতি ভবনে হাজির হয়ে এই পুরস্কার পাওয়ার জন্য। বঙ্গের এই দুই সন্তানের কৃতিত্বে গর্বিত গোটা দেশবাসী।

আফগানিস্তান ম্যাচ বয়কটের বিপক্ষে জস বাটলার

আপনজন ডেস্ক: ব্রিটিশ রাজনীতিবিদেরা চান না আফগানিস্তানের বিপক্ষে ক্রিকেট ম্যাচ খেলুক ইংল্যান্ড। এমন দাবি নিয়ে তাঁরা ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডকে (ইসিবি) চিঠিও দিয়েছেন। ইসিবি যে সে পথে হাঁটবে না, সেটি আগেই জানা গিয়েছিল। এবার ইংল্যান্ড দলের অধিনায়ক জস বাটলারও ম্যাচ বয়কটের বিপক্ষে কথা বললেন। বাটলার জানিয়েছেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোনো প্রভাব ক্রিকেটে দেখতে চান না তিনি।

বেশ কিছুদিন ধরেই আফগানিস্তানকে বয়কটের দাবি উঠেছে। সেটি আবার দুটি দেশ থেকে। প্রথমে ১৬০ জন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ, এরপর দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়ামন্ত্রী। তাঁদের দাবি, আফগানিস্তানে নারী অধিকার খর্ব করার এই সময়ে তাদের ছেলেদের ক্রিকেট দলের সঙ্গে ম্যাচ খেলা উচিত হবে না। ব্রিটিশ রাজনীতিবিদেরা, পরবর্তী সময়ে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের দপ্তর থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের ওপর। আর দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়ামন্ত্রী গায়টন ম্যাকেঞ্জি সিদ্ধান্ত নিতে বলেছেন ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকাকে (সিএসএ)। তবে বাটলার বলছেন, বয়কট সমাধান নয়। ভারত-ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। সেই সিরিজ শুরুর আগে মঙ্গলবার কলকাতায় সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, ‘এমন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একজন খেলোয়াড় হিসেবে আপনি যতটা পারেন খবর রাখার চেষ্টা করবেন। বিশেষজ্ঞরা এর চেয়ে বেশি জানেন, আমি এই বিষয়ে রব কি (ম্যানেজিং ডিরেক্টর) ও তাঁর ওপরে যাঁরা আছেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছি, দেখতে চেয়েছি তারা বিষয়টিকে কীভাবে দেখছে। আমি মনে করি না বয়কট করলে সমাধান হয়ে যাবে।’

আফগানিস্তানের বয়কটের প্রসঙ্গে ফিরিয়ে আনছে ২০০৩ বিশ্বকাপে জিম্বাবুয়েকে বয়কটের সেই ঘটনা। ২০০৩ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের প্রথম ম্যাচ ছিল জিম্বাবুয়ের হারারেতে। ওই সময় যুক্তরাজ্য সরকার ক্রিকেট দলকে জিম্বাবুয়ে ম্যাচ বয়কট করার আহ্বান জানায়। নাসের হুসেইনের নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি বয়কটই করে ইংল্যান্ড। বর্তমান ইংল্যান্ড অধিনায়কের দাবি, ক্রিকেটাররা এ নিয়ে উদ্বিগ্ন নন, ‘ক্রিকেটাররা এ ব্যাপারে খুব বেশি উদ্বিগ্ন নয়। এসব নিয়ে আপনি নিজে আরও জানতে চাইবেন, অনেক কিছু পড়তে চাইবেন। এ বিষয়ে অনেক ভালো লেখা আছে, এটাই আমার জানার উৎস, অনেকের সঙ্গে কথাও বলেছি, বিশেষজ্ঞ মতামত নেওয়ার চেষ্টা করছি।’ জস বাটলার আরও বলেছেন, ‘এ ধরনের পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে আমি পরিচালিত হচ্ছি। তবে একজন খেলোয়াড় হিসেবে আমি চাই না, রাজনৈতিক পরিস্থিতি খেলায় প্রভাব ফেলুক। আশা করছি, চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ম্যাচটি খেলব, খুব ভালো একটা টুর্নামেন্ট কাটাব।’

দেগঙ্গা সার্কেলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল

মনিরুজ্জামান ● বারাসাত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা ব্লকের দেগঙ্গা সার্কেলের প্রাথমিক,নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়,মাদ্রাসা ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সমূহের ছাত্রছাত্রীদের ৪০ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৫ অনুষ্ঠিত হল বুধবার চাঁপাতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোঁসাইপুর কল্যাণ সংঘের মাঠে।এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরাও ছিল। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন দেগঙ্গা সার্কেলের শিক্ষকশিক্ষিকা বৃন্দ।প্রতিযোগিতার শুরুতে জাতীয় পতাকা ও সার্কেলের পতাকা উত্তোলন করা হয়।পায়রা ওড়ানো হয়। প্রদীপ প্রোজ্জ্বলন, মশাল দৌড় এবং নৃত্যানুষ্ঠানের ছিল অন্যতম আকর্ষণ। এই ক্রিয়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন দেগঙ্গার বিধায়ক রহিমা মন্ডল,হাড়োয়ার বিধায়ক সেখ রবিউল ইসলাম,উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি, দেগঙ্গা ব্লক যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক চন্দ্রশেখর মন্ডল, দেগঙ্গা থানার আই সি অর্ণব গাঙ্গুলী, জেলা পরিষদ সদস্যা ঊষা দাস, সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ এনামুল মোল্লা, পূর্ত ও পরিবহন কর্মাধ্যক্ষ মিজানুর হোসেন,দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির এস ই ও দীপেশ চন্দ্র মন্ডল,স্থানীয় প্রধান প্রণতি ব্যানার্জি (মন্ডল),উপপ্রধান হুমায়ুন রেজা চৌধুরী, দেগঙ্গা সার্কেলের এস আই এস মহঃ সাহানাজ আলম সহ বিশিষ্টজনেরা। দেগঙ্গা ব্লকের চাঁপাতলা,দেগঙ্গা ১ নম্বর, দেগঙ্গা ২ নম্বর,সোহাই শ্বেতপুর,নূরনগর এবং আমুলিয়া এই ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮১ টি স্কুল থেকে প্রতিযোগীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।৭৫ মিটার, ১০০ মিটার, ২০০ মিটার, হাই জাম্প,লং জাম্প,ফুটবল থ্রো প্রভৃতি মিলিয়ে ৩৪ টি ইভেন্টে ৯০ জন বালক এবং ৯১ জন বালিকা সহ মোট ১৯১ জন প্রতিযোগী ছিল। ৩৪ টি ইভেন্টের মধ্যে প্রতিটিতে প্রথম স্থানাধিকারী প্রতিযোগী আগামী ২৫ জানুয়ারি শনিবার রাজারহাটের নারায়ণপুর শক্তি সংঘের মাঠে অনুষ্ঠিত বারাসাত সাব ডিভিশন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

রোহিত শর্মাকে পাকিস্তানে যেতে দেবে না ভারত

আপনজন ডেস্ক: চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নিয়ে বিতর্ক যেন শেষ হওয়ার নয়! পাকিস্তানে ভারতীয় দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত দিয়ে শুরু। এরপর হাইব্রিড মডেলে সেটার সমাধান। তারপর জার্সি এবং কিটসে আয়োজক দেশের নাম রাখা না রাখা নিয়ে নতুন বিতর্ক। এর মধ্যেই আবার নতুন আরেক বিতর্ক। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে পাকিস্তানে অধিনায়কদের নিয়ে দুটি ইভেন্ট হওয়ার কথা। অধিনায়কদের সাংবাদিক সম্মেলন ও ট্রফি নিয়ে ফটোসেশন। এরপর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও সব অধিনায়ককে চায় পিসিবি। এতদিন শোনা যাচ্ছিল, দল পাকিস্তান না গেলেও সেই অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত থাকতে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা যাবেন প্রতিবেশী দেশে। তবে টাইমস অব ইন্ডিয়া আজ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) এক সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, রোহিতকে পাকিস্তানে পাঠানো হবে না। উল্টো আইসিসিকে দুটি অনুষ্ঠানই দুবাইয়ে করার আবেদন জানিয়েছে বিসিসিআই। বিসিসিআইয়ের সেই সূত্র টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেছে, ‘আইসিসি তো এরই মধ্যে বিসিসিআইয়ের অনুরোধ রেখে টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচগুলো পাকিস্তানের বদলে দুবাইয়ে সরিয়ে নিয়েছে, আর এগুলো তো ছোটখাটো সমস্যা।’ তার মানে, বিসিসিআই বেশ আত্মবিশ্বাসী যে এই অনুরোধও শেষ পর্যন্ত রাখতে বাধ্য হবে আইসিসি। এদিকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জার্সিতে স্বাগতিক পাকিস্তানের নাম থাকা না থাকা নিয়ে এখনো কোনো সমাধান আসেনি। বৈশ্বিক টুর্নামেন্টগুলোতে সাধারণত সব দলের জার্সিতে টুর্নামেন্টের লোগোর নিচে স্বাগতিক দেশের নাম ও সাল লেখা থাকে। কোনো কারণে টুর্নামেন্ট অন্য কোনো দেশে সরে গেলেও। ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ভারত থেকে আরব আমিরাতে সরে গেলেও সব দল ‘ইন্ডিয়া ২০২১’ লেখা জার্সি পরেই খেলেছে। এবার ভারত নিজেদের ম্যাচগুলো সংযুক্ত আরব আমিরাতে খেললেও টুর্নামেন্টের আয়োজক তো আসলে পাকিস্তানই। ভারতের এই আপত্তি নিয়ে এর আগেই বার্তা সংস্থা আইএনএসকে পিসিবির এক কর্মকর্তা বলেছেন, ‘বিসিসিআই ক্রিকেটে রাজনীতি নিয়ে এসেছে। খেলাটির জন্য এটি ভালো কিছু নয়। ওরা পাকিস্তান সফর করতে অস্বীকৃতি জানাল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অধিনায়ককেও তারা পাঠাতে চায় না। আর এখন আয়োজক দেশের নাম জার্সিতে ছাপাতে চাচ্ছে না। আমাদের বিশ্বাস, আইসিসি এটা হতে দেবে না ও পাকিস্তানের পাশে থাকবে।’ শেষ পর্যন্ত আইসিসি কী করে, সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা।

শেয়ার না পেলে আর বিনিয়োগ নয়, মহামেডানকে জানাল শ্রাচী গ্রুপ

Press Release

We at Shrachi Sports issue this press release with the deepest empathy and concern for our players. Since investing into Mohammedan Sporting Club, our primary focus has been to take care of our players and attain excellence and create impact in the title.

However, we are now caught in a crossfire between the Club and the original investors, Bunker Hill, who have sent a legal notice to the club last month. We have already spent more than 50% of our committed investment into Mohammedan Sporting Club Pvt. Ltd. with the sole motive of making a team that is competitive and can repay the faith of our fans. But now with the club in the middle of a legal impasse with Bunker Hill, our hands are tied.

Also, the original MOU that we had signed with the club has now expired. Second, we too have not been issued any shares by the club despite repeated promises to do so. Bunker Hill, despite meeting info the club for the last three years, have not been issued any shares either and has now sent the said notice while putting on hold all further infusion of funds until shares are issued.

Clearly, we are caught in this crossfire and while we do not ever want our players and fans to suffer, there is very little we can do under the circumstances, until these issues are amicably sorted out. We are trying to work with the club and Bunker Hill to resolve these issues at the earliest, allowing us to continue with all our activities as normal.

We will keep all stakeholders and fans updated on any further development.

SHRACHI SPORTS ENDEAVOUR PRIVATE LIMITED

আপনজন ডেস্ক: ভারতীয় ফুটবলের একটি মর্যাদাপূর্ণ নাম হল মহামেডান এসসি। আই লিগ জয়ের মাধ্যমে ভারতীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ স্তরে তারা তাদের নাম উন্নীত করেছে এবং কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্তমানে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের উদ্বোধনী মরশুমে আর্থিক ও প্রশাসনিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তারা।

এই বিশৃঙ্খলার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রধান বিনিয়োগকারী, শ্রাচি স্পোর্টস ভেঙ্কারস এবং বাঙ্কারহিলের মধ্যে দ্বন্দ্ব। ব্ল্যাক প্যান্থার্সরা আইএসএলে নবাগত হলেও এই মরশুমে বেঙ্গালুরু এফসির মতো শক্তিশালী দলকে তারা পরাজিত করে এবং পাঁচটি ম্যাচ ড্র করে যার ফলে তারা আইএসএল স্ট্যান্ডিংয়ে সর্বশেষ স্থানে থাকা হায়দ্রাবাদ এফসির উপরে থাকতে পেরেছে। এ বার হঠাৎ করেই বিপাকে পড়ল সাদা-কালো ব্রিগেড। আর কোনও বিনিয়োগ নয়, মহমেডান ক্লাবকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে ইনভেস্টর শ্রাচী গ্রুপ। এই মুহূর্তে মহমেডান আর শ্রাচী গ্রুপের মধ্যে বিবাদ চরমে। শেয়ার না পেলে আর কোনও রকম ইনভেস্ট করবে না শ্রাচী স্পোর্টস। তাদের পক্ষ থেকে পরিষ্কার জানানো হয়েছে।ক্লাব আর ইনভেস্টর সমস্যায় বিপাকে মহমেডানের ফুটবলাররাও। এখনও অবধি ২ মাসের বেতন বাকি ফুটবলারদের। ইতিমধ্যেই অনুশীলনও বয়কট করছেন ফুটবলাররা। ২৬ তারিখ মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে আইএসএলের ম্যাচ মহমেডানের। সেখানে ফুটবলারদের মাঠে নামা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

মাস চারেক আগেই মহমেডানের সঙ্গে মউ চুক্তি করে শ্রাচী গ্রুপ। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও শেয়ার হস্তান্তর করেনি ক্লাব। এই মহমেডানের সঙ্গে শ্রাচীর গাঁটছড়ার পিছনে অবদান ছিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের। সেই ইনভেস্টরের সঙ্গেই এখন বিবাদ চরমে। এই পরিস্থিতিতে আইএসএলের ম্যাচগুলো আর মহমেডান খেলবে কী করে, তা নিয়ে তৈরি হল অনিশ্চয়তা।মহমেডানের ১০০ শতাংশ শেয়ারের ভাগ দেখলে ক্লাবের শেষ ইনভেস্টর বাঙ্কারহিলের রয়েছে ৩০.৫% শেয়ার। শ্রাচীর ৩০.৫% এবং মহমেডানের ৩৯% শেয়ার। গত বছরের অগস্টে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ইনভেস্টর পেয়েছিল মহমেডান। ক্লাবের সঙ্গে মউ চুক্তির ভিত্তিতে এখনও অবধি প্রায় ১৬ কোটি খরচ করেছে শ্রাচী। তারপরও মহমেডান সেই শেয়ার ছাড়েনি। গত ৩-৪ বছর ধরে মহমেডানের বিনিয়োগকারী হিসেবে রয়েছে বাঙ্কারহিল। তাদের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, এখনও মহমেডান তাদের শেয়ার দেয়নি। ইনভেস্টর জটিলতা, শেয়ার জটিলতার মধ্য দিয়ে যাওয়া মহমেডানে চরম ডামাডোল চলছে। সম্প্রতি মাত্র ৫ জন ফুটবলার মহমেডানের অনুশীলনে গিয়েছিলেন। এই অবস্থায় প্রায় রোজই ফুটবলারদের সঙ্গে বৈঠক করছেন ক্লাব কর্তারা, কিন্তু তাতে কোনও সুরাহা হচ্ছে না।

ইসলামিক আদর্শে আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষার সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
মদিনা মিশন
মদিনা নগর চৌহাটি মুসলিমপাড়া রোড, পোঃ- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর
কোলকাতা- ৭০০১৪৯
Mob.: 9830401057
Govt. Regd No.- 1033/00241
Email: madinamission949@gmail.com
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি
সীমিত সংখ্যক আসনে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে স্পট টেস্টের মাধ্যমে ভর্তি চলছে।
ঃঃঃ আমাদের পরিষেবা ঃঃ
● তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের এবং পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুসারে পড়ানো হয়।
হোস্টেলের সুব্যবস্থা আছে। আবাসিক ছাত্রদের দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা মণিটরিং করানো হয়।
● আরবি বিভাগ-
আবাসিক ছাত্রদের ১০-১২ বছরের ছাত্রদের হাফেজী এবং মাওলানা কাফিয়া পর্যন্ত শিক্ষার পাশাপাশি জেনারেল শিক্ষা প্রদান করা হয়।
● গরিব এতিম ছাত্রদের বিনামূল্যে রাখা হয়। এতিম শিশুদের আধুনিক ও দ্বিনি শিক্ষার অতুলনীয় আশ্রয়কেন্দ্র। যার নাম মদিনা মিশন।
সভাপতি- মুফতি লিয়াকাত সাহেব
সহ-সভাপতি- ইনতাজ আলি শাহ (প্রাক্তন বিচারপতি)
হাজি ইউসুফ মোল্লা, মাস্টার আবুল্লাহ সর্দার, মাস্টার আব্দুল বাসার
সম্পাদক- ইমাম হোসেন সেখ
সহ-সম্পাদক- আব্দুর রহমান, সৈয়দ রহমাতুল্লাহ
প্রধান শিক্ষিকা- সাবিনা সেখ
পথ নির্দেশ- শিয়ালদহ ক্যানিং, লক্ষীকান্তপুর, ডায়মণ্ডহারবার ট্রেনে করিয়া মল্লিকপুর স্টেশন হইতে টোটো কিংবা রিক্সা করে মদিনা মিশন দঃ চৌহাটি হাঁটাপথ ২০মিনিট।

ছন্দে ফিরছে রাহানা মাদ্রাসা, সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক ক্রীড়া

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আমডাঙা

আপনজন: সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো আমডাঙা কেন্দ্রীয় সিদ্দিকিয়া হামিদিয়া রাহানা সিনিয়র মাদ্রাসার ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ৩৩টি ইভেন্টে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত অভিভাবকদের কথায় পুরনো ছন্দে ফিরছে আমডাঙা কেন্দ্রীয় সিদ্দিকিয়া হামিদিয়া রাহানা সিনিয়র মাদ্রাসার কার্যক্রম। ওই মাদ্রাসার সরকারি ভবন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে লিজ দেওয়ায় সম্প্রতি টানাপোড়েন এর মধ্যে ছিল সকলেই। শেষমেশ সুপারিনটেনডেন্ট এবং সহকারী সুপারিনটেনডেন্টকে বরখাস্ত হয়। জানা গিয়েছে সম্পূর্ণরূপে ওই ভবন ফেরানো না গেলেও বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে ওঠার জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন বর্তমান পরিচালন সমিতির কর্মকর্তারা।

গত তিনদিন ছাত্র-ছাত্রীদের যাচাই-বাছাইয়ের পর বুধবার ফাইনাল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা মন্ডলীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। সারা বছর ধরে হওয়া বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণের পাশাপাশি জেলা স্তরের মাদ্রাসার ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সফলদের পুরস্কৃত করা হয়। এ দিন মাদ্রাসার ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিশেষ আকর্ষণ ছিল ‘যেমন খুশি তেমন সাজো।’ শিক্ষার্থীদের বহুরূপী উপস্থাপনা সকলের মন কাড়ে। এদিনের কর্মসূচিতে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাটিয়াহাট আল-হেরা একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শিক্ষানুরাগী হাজী আকবর আলী, আমডাঙা কেন্দ্রীয় সিদ্দিকিয়া হামিদিয়া রাহানা সিনিয়র মাদ্রাসার সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক গাজী, সভাপতি নূর হোসেন প্রমুখ। মাদ্রাসার টিচার ইনচার্জ মওলানা মোফাজ্জেল হক ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করেন। মাদ্রাসার শিক্ষক মোহাম্মদ কালিমুল্লাহ, শেখ মিরাজ, নিয়ামতুল্লাহ, রাখি দেবনাথ, আবু সিদ্দিক খান, সুমিত রায় প্রমুখ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে মাদ্রাসার ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

রাজারামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

রহমতুল্লাহ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও লালগোলা রাজারামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সভাপতি বাবর শেখ এবং পাইকপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আবদুস সামাদ মন্ডলের যুগ্ম পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে ক্রীড়া অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রধান শিক্ষক মানিক বিশ্বাসের পৌরহিত্যে মাঙ্গলিক প্রদীপ এবং মশাল প্রজ্জ্বলন করা হয়। পরিবেশন করা হয় জাতীয় সংগীত। খেলায় আচরণ বিধি মেনে চলার শপথ বাক্য পাঠ করান বিদ্যালয়ের বর্ষিয়ান শিক্ষক নাইমুল হক। সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন ধরন ও স্বাদের ইভেন্ট যেমন দৌড় প্রতিযোগিতা, দীর্ঘ লম্পন, উচ্চ লম্ফন, স্লো সাইকেল রেস, বস্তা দৌড়, চামচ গুলি দৌড়, শিশু-কিশোরদের মেমোরি টেস্ট ইত্যাদি নিয়ে মোট ৪৭ টি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন পাইকপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আবদুস সামাদ মন্ডল, মোতাহার হোসেন রিপন, গৌতম দাস, বাদিরুল ইসলাম, আব্দুল হাই চৌধুরী, আব্দুল লতিফ, আব্দুল মান্নান প্রমুখ। সারাদিনব্যাপী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

ADMISSION OPEN 2025
নাবাবীয়া মিশন
(শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা)
ভর্তি চলিতেছে
প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক
একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে ভর্তির ফর্ম দেওয়া চলছে
WBCS ও মেডিকেল কোচিং এর জন্য যোগাযোগ করুন
বালক ও বালিকা আলাদা ক্যাম্পাস
ফর্ম প্রাপ্তিস্থানঃ নাবাবীয়া মিশন
www.nababiamission.org
Cont : 9732381000
9732086786

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**